BANGLA POST Year: 21 ♦ Issue: 1005 ♦ Friday 15 March - Thursday 21 March 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

রেড জোনে দেশের শীর্ষ ৯ ব্যাংক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যাংকের অবস্থা দুর্বল এবং অতি দুর্বল। এর মধ্যে ১২টির অবস্থা খুবই নাজুক। এরমধ্যে ৯টি রেড জোনে চলে গেছে। অপর ৩টি রেড জোনের খুব কাছাকাছি থাকলেও তাদের অবস্থান ইয়েলো জোনে। এর বাইরে আরও ২৬টি ইয়েলো জোনে অবস্থান করছে। অন্যদিকে মাত্র ১৬টি ব্যাংক গ্রিন জোনে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ৮টিই বিদেশি ব্যাংক। অর্থাৎ গ্রিন জোনে দেশীয় ব্যাংকের সংখ্যা মাত্র ৮টি। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিচারে রেড জোনের ব্যাংকগুলো সবচেয়ে খারাপ (পুওর) এবং ইয়েলো জোনের ব্যাংকগুলো দুর্বল (উইক)। আর গ্রিন জোনের ব্যাংকগুলো ভালো মানের (গুড)। অর্থাৎ দেশে এখন সবলের চেয়ে দুর্বল ব্যাংকের সংখ্যাই বেশি।

এদিকে এ তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে ব্যাংকগুলোর কয়েক লাখ প্রবাসী গ্রাহকের মধ্যে বিরাজ করছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। তারা তাদের আমানত নিয়ে রয়েছেন চিন্তিত। অনেক গ্রাহক ইতোমধ্যে তাদের আমানত অন্যত্র সরিয়ে নিলেও অনেকে আবার দেশে আসার পরিকল্পনায় রয়েছেন। তবে সব মিলিয়ে এ নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রেড জোনে থাকা ব্যাংকগুলো হলো-বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, ন্যাশনাল ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক ও এবি ব্যাংক। ইয়েলো জোনে থাকা ব্যাংকগুলো হলো- রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকসহ ১৯টি বেসরকারি ব্যাংক এবং ৮টি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের 'ব্যাংক হেলথ ইনডেস্ক অ্যান্ড হিট ম্যাপ' শীর্ষক এক গোপন প্রতিবেদনে এমন ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। এতে দুর্বল ব্যাংকগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। সম্প্রতি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের অনুমোদন নিয়ে ওই প্রতিবেদন অফসাইট সুপারভিশন, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি এবং পরিদর্শন বিভাগগুলোতে --১৬ পৃষ্ঠায়

মুবারক হো মাহে রমজান

পোস্ট ডেস্ক : আল কুরআনের ২নং সূরা আল বাকারাহ-এর ১৮৩ নং আয়াতে মুসলিম মিল্লাতের উপর মাহে রমজানের রোজ ফরয হওয়ার নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। রোজা রাখার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে নূর নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) যবানে পাকে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। (১) হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জান্নাতের একটি দরজা আছে তাকে রাইয়্যান বলা হয়। কেয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে একমাত্র রোজাদার বান্দাহগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এই পথে প্রবেশ করবে না- সে দিন এই বলে আহ্বান জানানো হবে যে, রোজাদাররা কোথায়? তারা যেন এই দ্বার পথে প্রবেশ করে। এভাবে সকল রোজাদার বান্দাহগণ জান্নাতের --১৬ পৃষ্ঠায়

অগ্নিঝরা মার্চ

বিশেষ সংবাদদাতা : মার্চ, ১৯৭১। অনিবার্য হয়ে ওঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মুক্তিকামী লাখো বাঙালির উত্তাল আন্দোলন-সংগ্রাম ও সশস্ত্র প্রস্তুতিতে শঙ্কিত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। বিরোধী দলের নেতারা পাকিস্তানের অনিবার্য ভাঙন নিশ্চিত বুঝতে পেরে একাত্তরের এদিন জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের

আহ্বান জানান। কিন্তু সেদিকে তোয়াক্কা না করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম দমনে নিষ্ঠুর পরিকল্পনা নিতে --১৬ পৃষ্ঠায়

খালেদা জিয়া হাসপাতালে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বুধবার (১৩ মার্চ) সন্ধ্যায় মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গুলশানের বাসা --১৬ পৃষ্ঠায়

ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশি জাহাজ জিম্মি, ৫০ লাখ ডলার দাবি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভারত মহাসাগরে জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহতে জিম্মি ২৩ নাবিককে মুক্তি দিতে ৫০ লাখ ডলার মুক্তিপণ দাবি করেছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা। শিগগিরই না দিলে তাদের একে একে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছেন তারা। চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের মালিকানাধীন ২৩টি জাহাজের একটি এমভি আবদুল্লাহ। এর পণ্য পরিবহন ক্ষমতা ৫৮ হাজার টন। জাহাজটি কবির গ্রুপের সহযোগী সংস্থা এসআর শিপিং লিমিটেডের। পণ্যবাহী জাহাজটি

কয়লা নিয়ে ভারত মহাসাগর হয়ে মোজাম্বিক থেকে আরব আমিরাতের আল-হামরিয়া বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। গন্তব্য ছিল দুবাই।

মোজাম্বিকের মাপুতু বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব --১৬ পৃষ্ঠায়

প্রার্থী হওয়া নিশ্চিত করলেন বাইডেন ও ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : জর্জিয়া প্রাইমারিতে জিতলেন বাইডেন ও ট্রাম্প। আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিশ্চিত করলেন তারা। এই নিয়ে লাগাতার দুইবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেন বনাম ট্রাম্প লড়াই হবে। ৭০ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে আবার দুই দলের একই প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন। জর্জিয়ায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক দলীয় প্রতিনিধির সমর্থন পাওয়ার পর বাইডেনই যে আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হবেন, তা ঠিক হয়ে গেছে। বাইডেনের প্রার্থী হওয়ার জন্য দরকার ছিল এক হাজার ৯৬৮ জন প্রতিনিধির সমর্থন। তিনি তার চেয়ে বেশি পেয়েছেন। বাইডেন যে --১৬ পৃষ্ঠায়

আইএলওর অধিবেশনে পশ্চিমাদের প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) চলতি অধিবেশনে শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলোর প্রশ্নের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ।

শ্রম অধিকার চর্চা, শ্রমিকদের ওপর হামলা-নির্যাতন বন্ধসহ শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়নি বলে মন্তব্য করেছে পশ্চিমা দেশগুলো। তবে ভারত, চীন, সৌদি আরব, ইরানসহ বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে।

মঙ্গলবার (১২ মার্চ) সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর চলতি ৩৫০তম অধিবেশনে বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনার শুরুতে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আইএলওর পথনকশা অনুযায়ী বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা উপস্থাপন করেন।

পরে বিভিন্ন দেশ, জোট, সংগঠন ও আইএলওর পরিচালনা পরিষদের সদস্যসহ ২৪ জন বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

অধিবেশনে আলোচনা শুরু করেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি রিচার্ড এ আদেজোলা। তিনি তার বক্তব্যে ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে আইএলওর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে জোরালো অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

এরপর আবারও বক্তব্য দেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি লিখিত প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা তুলে ধরেন। জাতীয় নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন শ্রম আইন সংশোধন করা গেল না, তাও ব্যাখ্যা করেন। সংসদের আগামী অধিবেশনে শ্রম আইন সংশোধনের আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি জানান, শ্রমিকনেতা শহীদুল ইসলাম হত্যার অভিযোগপত্র তৈরি --১৬ পৃষ্ঠায়

গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গোলাপগঞ্জে হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ

গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটির যৌথ সভায় গোলাপগঞ্জে একটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বক্তারা হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন, গোলাপগঞ্জের আশপাশে একমাত্র সিলেট ছাড়া ভালো কোনো হাসপাতাল না থাকায় অনেক রোগী উন্নত চিকিৎসাসেবা না পেয়ে পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করছেন। গোলাপগঞ্জে কোনো ব্লাড ব্যাংক, মৃতদেহ রাখার জন্য মর্গ সুবিধা না থাকাসহ বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করে শীঘ্রই একটি হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সভায় এই মহৎ কাজে সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

গত ৬ মার্চ, বুধবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে গোলাপগঞ্জ উপজেলা হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু। সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন উপদেষ্টা হাফিজ সহির উদ্দিন।

সভায় নবনিযুক্ত উপদেষ্টা এবং কো-অপ্ট কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হেলপিং হ্যান্ডসের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বর্তমান কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে উত্তর বাদেপাশা ইউনিয়নে মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং বাঘা ইউনিয়নে চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসাসেবায় উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। সভায় অতীতের মতো ভবিষ্যতে সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রমে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় সংগঠনের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটেনে অবস্'ানরত গোলাপগঞ্জের সব নাগরিক এবং হেলপিং হ্যান্ডসের সদস্যদের নিয়ে যুগপূর্তি উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া রমজান প্রজেক্টে সবার অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

নবনিযুক্ত উপদেষ্টামণ্ডলী বর্তমান কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে সমস্ত কার্যক্রমে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা শাজাহান চৌধুরী, উপদেষ্টা তসউর আলী, উপদেষ্টা মুজিবুর রহমান মুজিব, উপদেষ্টা হাফিজুর রহমান হাফিজ, উপদেষ্টা মকলু মিয়া, উপদেষ্টা রুহুল আমিন রুহেল, উপদেষ্টা আনোয়ার শাহজাহান, উপদেষ্টা পারভেজ কোরেশি, উপদেষ্টা আব্দুস সামাদ, উপদেষ্টা এনাম উদ্দিন আহমদ, উপদেষ্টা সিব্বির আহমেদ, উপদেষ্টা মাওলানা আশরাফ হোসেন, উপদেষ্টা আব্দুল হালিম চৌধুরী, উপদেষ্টা দেলওয়ার আহমদ শাহান, উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম নজরুল, উপদেষ্টা হাফিজ সহির উদ্দিন, উপদেষ্টা আকতার হোসেন বাবুল প্রমুখ।

সভায় নবনিযুক্ত কো-অপট সদস্যদের মধ্যে উপস্'িত ছিলেন সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আলম, সাবেক সভাপতি বেলাল হোসেন, মুর্শেদ আলম চৌধুরী রাহি, রোমান আহমেদ চৌধুরী, শিহাব উদ্দিন, আব্দুল লতিফ, জাকির হোসেন প্রমুখ।

এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্'িত ছিলেন সহসভাপতি ইকবাল হোসেন, মাহবুব হোসেন চৌধুরী ও দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম সামুন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলী হোসেন, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, ক্রীড়া সম্পাদক মুহিবুল হক, ফান্ড রাইজিং সেক্রেটারি কিবরিয়া ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক সৈয়দ নাদির আহমেদ, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাব্বির আহমেদ শাহেদ, মনজুর আহমদ শাহনাজ, হোসেন আলী তাজ, জি এম অপু শাহরিয়ার, এতোয়ার হোসেন মুজিব, জাহাঙ্গীর হোসেন, বাবরুল ইসলাম, আমির হোসেন প্রমুখ।

দ্য ওয়ান পাউন্ড হসপিটাল বিশ্বনাথের উদ্যোগে কমিউনিটি ও দাতাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা

দ্য ওয়ান পাউন্ড হসপিটাল বিশ্বনাথের উদ্যোগে কমিউনিটি ও দাতাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ই মার্চ বৃহস্পতি সন্ধয় পূর্ব লন্ডনের লন্ডনের একটি একাডেমীর হল রুমে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভাটি অনুষ্টিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারপার্সন ডা: সানুর আলী মামুন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর মোহাম্মদ আয়াছ মিয়ার পরিচালনায় সংগঠনের ট্রেজার মাওলানা সিরাজুল ইসলাম চাদের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সভা শুরু হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন সংস্থার ট্রাস্টি আবুল হাসেম, শাহ সোহেল আমিন, এডভাইজার ক্বারী আবদুল আহাদ, লন্ডন কো-অর্ডিনেটর মনির আহম্মদ, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর কবি শামসুল ইসলাম, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, ফাউন্ডার মেম্বার মোহাম্মদ সুলতান মিয়া, মাস্টার আমির উদ্দিন, ফারুক মিয়া, ক্বারী সাজ্জাদ মিয়া, গুলজার খান, আজম খান, রাজু মিয়া, আবদুস সালাম, হাবিবুর রহমান, সহিদ আলী, আলম শেখ, সালেহ আহমেদ, আশরাপ চৌধুরী, শরিফুল ইসলাম, খসরু মিয়া, লাল মিয়া, রফিকুল ইসলাম, শামীম তালুকদার, খালেদ মাসুদ রনি, রিপন মিয়া, রেজাউল করিম, মোহাম্মদ আলী, জহির উদ্দিন, সোহাগ আহমেদ প্রমুখ।

বক্তারা কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সকল ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। উপস্থিতিদের মধ্যে ১০ জন প্রত্যেকে ১ হাজার পাউন্ড করে দিয়ে ফাউন্ডার মেম্বার হওয়ার ঘোষনা দেন। এবং মোহাম্মদপুর গ্রামের কৃতি সন্তান কবি শেখ সামসুল ইসলাম (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) তার পরিবারের পক্ষ থেকে ২০ ডিসিমল জমি হসপিটালে দান করার ঘোসনা দিয়েছেন।

কমিউনিটি নেতা এলাইছ মিয়া মতিনের শেষ বিদায় মিলটনকেইনে দাফন সম্পন্ন

ব্রিটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, এলাইছ মিয়া মতিনকে শেষ বিদায় জানাতে ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে মিলটনকেইন শহরে তাঁর নামাজে জানাজায় উপস্থিত হয়েছিলেন বিভিন্ন শ্রেনী পেশার হাজারও মানুষ। এখানে উল্লেখ্য যে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এলাইছ মিয়া মতিন গেল ৭মার্চ ২০২৪ ঈসায়ী বৃহস্প্রতিবার, (২৪ফাল্গুন ১৪৩০বঙ্গাব্দ,২৬ শাবান১৪৪৫ হিজরী) লন্ডন সময় দুপুর এক ঘটিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় অক্সফোর্ডের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া..ইন্না.ইলাহি..রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুইপুত্র, ছয় কন্যা সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত মিলটন কেইন শহরে বসবাস করে আসছেন, তিনিই মিলটনকেইন শহরের প্রথম বাংলাদেশী বাসিন্দা। তার গ্রামের বাড়ী বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার মীরপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী শ্রীরামসী গ্রামে।

কিশোর বয়সে পরিবারের সাথে ব্রিটেনে অভিবাসী হওয়ার পর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রতিটি মিছিল মিটিংএ অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্টিত ব্যবসায়ী সেই সাথে একাধিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও কমিউনিটি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ মিলটনকেইন শাখার সভাপতি, জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাষ্টের ফাউন্ডার ট্রাষ্ট্রি, বাংলাদেশ ক্যাটারারর্স এ্যাসোসিয়েন (বিসিএ) এর মিডল্যান্ড শাখার সা্বেক সভাপতি, ব্রিটিশ বাংলাদেশ ক্যাটারারর্স এ্যাসোসিয়েশন (বিবিসিএ'র) ফাউন্ডার ট্রাজারার, বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন, প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান দর্পন ম্যাগাজিন ও অনলাইন টিভি চ্যানেল দর্পন টিভি, বাংলাদেশ সেন্টার, সহ অসংখ্য সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ছিলেন একজন দাতা। দেশে-বিদেশে বহু মসজিদ মাদ্রসায় রয়েছে তার আর্থিক অনুদান। যে গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়েছে এই গোরস্থানটি কিনতেও তার আর্থিক অনুদান রয়েছে।

গেল ১১ মার্চ মোমবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে মিলটনকেইনের এম.কে.এস. এ. কলিহল টারবাইস গর্ডেন জামে মসজিদ এম.কে.৬. ৫এইচ.এ তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

তার নামাজে জানাজায় অন্যানের মধ্যে উপস্থত ছিলেন মিলটন কেইন আওয়ামীলগের নেতৃবৃন্দ, যুক্তরাজ্য বিএনপির উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, ইউকে বাংলা রিপোটার্স ইউনিটির সদ্য সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাষ্টের সাবেক সেক্রেটারী আঙ্গুর আলী,তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন বিবিসিএর ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট শাহানূর খান, বর্তমান প্রেসিডেন্ট মেয়র সেলিম চৌধুরী, সেক্রেটারী তফজ্জুল মিয়া, সাবেক প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলার শামসুল ইসলাম সেলিম, ট্রেজারার এম.এ, মতিন ও অন্যান্যরা। এছাড়া তার আত্মীয়স্বজন সহ তার ঘনিষ্ট বন্ধু কাজি আছাবুর রহমান সহ বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিটির সর্বস্থরের মানুষ। বিকেল তিনটায় তাঁকে মিলটনকেইনের সেলব্রন এভিনিউ মিমিট্রি বেক্সলী এম.কে.-৩ ৫বিএস্ক এ সমাহিত করা হয়।

লন্ডন মিশনের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন

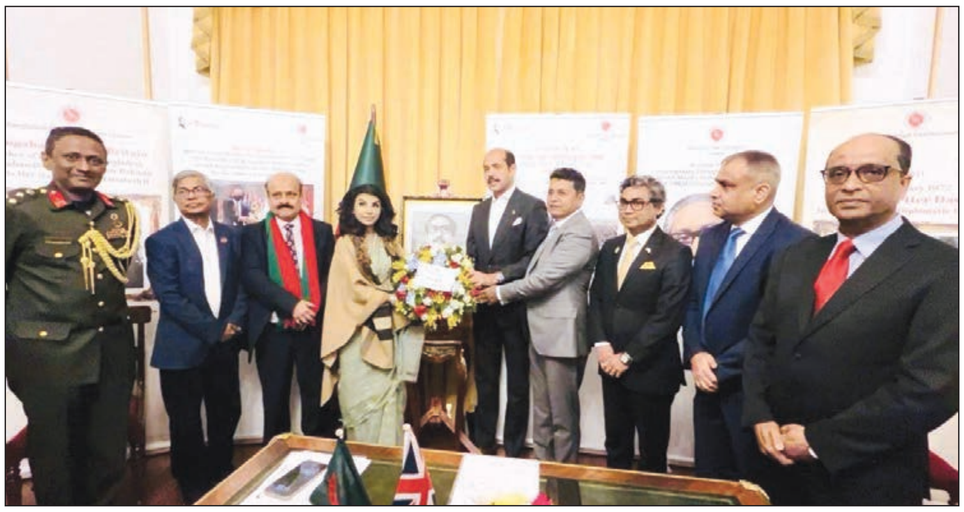

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন করেছে। এ উপলক্ষে মিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে "Historic 7 March Speech: A Documentary Heritage of Mankind" শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীমের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর) -এর মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান।

মেয়র মো: আতিকুল ইসলাম বলেন, "বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণই ছিলো মূলত বাঙ্গালির স্বাধীনতার ঘোষণা। কিন্তু এই ঘোষণা তিনি তাঁর আসধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে দিয়েছেন বলেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"।

তিনি আরো বলেন, "৭ মার্চের ভাষণের ও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা ধারণ করেই আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন।

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, "বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল মূলত বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র ও মুক্তির সনদ। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটিকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ হতে শতবর্ষ পরেও এই ভাষণ সব দেশের সকল নিপীড়িত ও স্বাধীকারকামী মানুষের মুক্তির দিক-নির্দেশনা হয়ে থাকবে।"

হাইকমিশনার ইউনেস্কো থেকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটির 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ও ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এজন্য তাঁর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

লন্ডন মিশনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ আইরিশ, স্কটিশ ও ওয়েলস ভাষায় প্রকাশ করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন এর ফলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এই তিন ভাষায় অনেক সমাদৃত হয়েছে। এ প্রসংগে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে লন্ডন মিশন আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী টক'-এ নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল আদর্শের জন্য বিশ্ববন্ধু হিসেবে অভিহিত করেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান বিভিন্ন দেশের মহান নেতাদের ঐতিহাসিক বক্তৃতার উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটিকে অতুলনীয় ভাষণ হিসেবে অভিহিত করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, কাউন্সিলর মঈন কাদরি, যুক্তরাজ্যে ৭ মার্চ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি আনসার আহমদ উল্লাহ, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির শাহিনা আক্তার, আবদুল আহাদ চৌধুরী ও সেলিম আহমেদ। বঙ্গবন্ধুর প্রতি উৎর্সগ করে নির্মলেন্দু গুণের বিখ্যাত কবিতা "স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো" আবৃত্তি করেন শহিদুল ইসলাম সাগর।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে এ উপলক্ষে দেয়া রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের শান্তি ও অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ উপলক্ষে হাইকমিশনার অতিথিদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সকালে হাইকমিশনার হাইকমিশন প্রাঙ্গণে মিশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন।

Take control of your health the easy way, with the NHS App

NHS

The NHS App is a simple and secure way to access a range of NHS services and information on your smartphone or tablet. Millions of people are already using the NHS App to manage their health the easy way from the comfort of their homes.

Whether viewing your GP health record, ordering repeat prescriptions, or nominating your preferred pharmacy – the NHS App hosts a range of features that make it easier to access NHS services and information.

Lalit Mohan Joshi

Lalit Mohan Joshi has found the 24/7 accessibility of the NHS App especially useful and has been using it to keep up to date with different aspects of his health alongside his busy lifestyle:

'You can get so much information on the app, at your fingertips. It has records of your NHS official letters, details of hospital appointments, and even general information about symptoms and conditions if you're worried about something. I find it easy to navigate as well, so it's easy to find what you need - I always recommend the NHS App to my friends and family. You can use it while you're sitting on the sofa, on the bus, in your lunch break, wherever you have your phone! You can search on your phone to see if you already have the app, or simply download it from the App Store or Google Play.'

Saima Iftikhar

Saima Iftikhar has had the NHS App on her phone since the COVID-19 pandemic when she, like many others, downloaded it to access vaccination certificates for travel abroad. Saima forgot she had the app but was recently reminded about it by her GP and has since used it for lots of different things:

'As a telecoms engineer I'm out and about a lot so I don't have time to make lots of calls to my GP surgery and so on. I've used the NHS App to view my GP health record and medication information, get test results and even order repeat prescriptions to my local pharmacy. Rather than waiting on the phone to speak to someone, I can get the information quickly and directly, at a time that suits me - and even if I'm in another country. I've also found it really helpful for alerts about upcoming appointments so I don't miss them, which is really important when you're a busy person. It's so simple to use, it saves me time and it makes me feel much more in control of my own health.'

With the NHS App, you can:

- View current prescriptions, order repeat prescriptions and nominate your preferred pharmacy
- See your consultation notes, letters and test results
- View your GP health record
- Access your appointment information and manage hospital appointments
- Find your NHS number
- Access NHS 111 Online to get instant advice or medical help near you

Start using the app today. For more information, including how to download the NHS App, please visit **www.nhs.uk/nhsapp** or scan the **QR code.**

ব্রিটিশ বাংলাদেশী ফার্স্ট সিটিজেন্স অ্যালায়েন্স এর আত্মপ্রকাশ ও নতুন কমিটি ঘোষনা

বিলেতে বৃটিশ বাংলদেশী মেয়র, স্পিকার বা চেয়ার, সাবেক ও বর্তমানরা সংগঠিত হয়ে নতুন একটি সংগঠন গঠন করেছেন। সংগঠনটির নাম রাখা হয়েছে ব্রিটিশ-বাংলাদেশী ফার্স্ট সিটিজেন এলায়েন্স। অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠনটির আগামী ২ বছরের জন্য ম্যানেজমেন্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ৬ই মার্চ (বুধবার) সন্ধায় ইষ্ট লন্ডনের একটি হলে বৃটিশ বাংলাদেশী সাবেক ও বর্তমান মেয়র স্পিকাররা এক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ও নতুন কমিটির ঘোষনা করেন। ব্রিটেনের বিভিন্ন কাউন্সিলর ও বর্তমান-সাবেক ফার্স্ট সিটিজেনদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র আব্দুল আসাদের সভাপতিত্বে ও টাওযার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর মোঃ আয়াছ মিয়ার পরিচালনায় এসম বক্তব্য রাখেন বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র ছয়ফুল আলম, সেলিম উল্লাহ, দরছ উল্লাহ, আব্দুল মুকিত চুন্নু এম.বি.ই খালেছ উদ্দিন আহমেদ, মো: আহবাব হোসেন, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদ, রেডব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র জোসনা ইসলাম, নিউহাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, বার্কিং ও ডাগেনহাম কাউন্সিলের সাবেক মেয়র ফারুক চৌধুরী, ইজলিংটন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র জিলানী চৌধুরী প্রমুখ।

ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দরা হলেন, সভাপতি ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র পারভেজ আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার মোহাম্মদ আহবাব হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান ক্যামডেনের সাবেক মেয়র নাদিয়া শাহ, জেনারেল সেক্রেটারি টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার এম আয়াছ মিয়া, সহকারী সেক্রেটারি রেডব্রিজ এর মেয়র জ্যোৎস্না ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার খালেস উদ্দিন আহমেদ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার সাবিনা আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক বার্কিং ও ডাগেনহাম এর সাবেক মেয়র ফারুক চৌধুরী, সহকারী সাংগঠনিক ক্যামডেন এর মেয়র নাজমা রহমান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ ক্রয়ডন এর সাবেক মেয়র হুমায়ুন কবির, সাংস্কৃতিক সেক্রেটারি নিউহাম কাউন্সিল এর চেয়ার রহিমা রহমান, সদস্য টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক মেয়র আব্দুল আসাদ, টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক মেয়র সইফুল আলম, টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার এম এ মুকিত চুনু এমবিই, টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক মেয়র মতিন-উজ জামান, ক্রয়ডন এর সাবেক মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার শফি আহমেদ।

লন্ডনে মেয়র ফজলুর রহমানকে মৌলভীবাজার জেলাবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা

মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মৌলভীবাজার সদর পৌরসভার মেয়র ফজলুর রহমানের সম্মানে মৌলভীবাজার জেলা বাসীর পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। রবিবার বিকেলে সেন্ট্রাল লন্ডনের সুরমা সেন্টারে এ সংবর্ধনাটি অনুষ্টিত হয়। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংবর্ধনা সভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন আহমদ হাসান ও কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান এবং রফিকুল ইসলাম সোহেল। সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশের হাই কমিশনা সাইদা মুনা তাসনিম, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন, কেমডেন কাউন্সিলের মেয়র নাজমা রহমান, নিউহাম কাউন্সিলের সিবিক মেয়র রহিমা রহমান, রেড ব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র জোসনা ইসলাম, কেমডেন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র, কাউন্সিলর নাসিম আলী, ব্রেন্ড কাউন্সিলর সাবেক মেয়র পারভেজ আহমেদ, ইজলিংটন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র গোলাম জিলানী চৌধুরী জেবু প্রমূখ। সংবর্ধিত অতিথি মেয়র ফজলুর রহমান সংবর্ধনা অনুষ্টানের আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন মৌলভীবাজার পৌরসভার উন্নয়ন ও সুন্দর শহর নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রবাসীদের ভূমিকার অনন্য ভূমিকার কথা।

শরীয়তপুর বাসী আয়োজন করলেন ৭ই মার্চের আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

শরীয়তপুর সদর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের সাবেক সহ সভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতোয়ালকে নিয়ে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শরীয়তপুর বাসী আয়োজন করলেন ৭ই মার্চের আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ৭ই মার্চ সন্ধায় পুর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এ অনুষ্টানটি অনুষ্টিত হয়। শরীয়তপুর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি উকিয়ত উল্লাহ উকিলের সভাপতিত্বে ও ইতালি আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন হাওলাদারের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত পাঠ করেন ইতালি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বাবুল মোড়ল। এসময় বক্তব্য রাখেন বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর মুজিবুর রহমান জসিম, গৌরব৭১ লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি ফকির আল মামুন, মজিবুর রহমান, সালাম খান, আলী আহমেদ কোতোয়াল, শরীয়তপুর জেলা সমিতি সভাপতি সাত্তার মাতব্বর, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি ফয়েজ খান তৌহিদ, সিলেট মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের দপ্তর সম্পাদক কামরুল আই রাসেল, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মিনাজ বেপারী প্রমূখ।

মাহে রমযান উপলক্ষ্যে মায়ের দোয়া ট্রাস্ট ইউকে ফুড প্যাক বিতরণ

মাহে রমযান উপলক্ষ্যে অসহায় দরিদ্র পরিবার এর মধ্যে শতাধিক ফুড প্যাক বিতরণ করেছে মায়ের দোয়া ট্রাস্ট ইউকে।

গত ১১ মার্চ সোমবার সকালে দক্ষিণ সুরমার লালাবাজার ইউনিয়ের নুরপুর (এব্দালপুর) গ্রামে মায়ের দোয়া ট্রাস্ট ইউকের পৃষ্টপোষক হাজী মোঃ জুবাযের আহমদ ও তার পরিবারের সার্বিক সহযোগীতায় মোনাজাতের মাধ্যমে ট্রাস্টের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সমাজসেবী হাজী আলতাব গণি'র সভাপতিত্বে ও জুয়েল আহমদের পরিচালনায় উপস্'িত ছিলেন, সেলিম আহমদ, হাফিজ আব্দুল কাদির, দক্ষিণ সুরমা প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ শরীফ আহমদ, চান মিয়া, মোক্তার হোসেন, দিলোয়ার হোসেন, আলা উদ্দিন, সিরাজ মিয়া, রাজু আহমদ, আফিক আহমদ, এমরান মিয়া, জামিল আহমদ, মফিক মিয়া, জুনাইদ আহমদ প্রমুখ। দোয়া পরিচালনায় করেন আলী হোসেন। উল্লেখ্য, মায়ের দোয়া ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে এব্দালপুর, কালিরগাঁও, ইলিমপুর, ফরিদপুর মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতাদিক খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

লন্ডন ক্রিকেটলীগের সপ্তম গালা ডিনার এবং পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্টান সম্পন্ন

খালেদ মাসুদ রনিঃ লন্ডন ক্রিকেটলীগের সপ্তম গালা ডিনার এবং পুরুস্কার বিতরনী অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।গত বুধবার রাতে হোয়াইচ্যাপলের ড্রিম ব্যাংকুইটিং হলে আয়োজিত অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন নাহিদ নেওয়াজ রানা।অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আবু ছুফিয়ান জিলান।পুরুস্কার বিতরনী পূর্বে সংগঠনকে গতিশীল করতে নতুন ৪ জন প্রেট্রন সংযোক্ত করা হয়। সংগঠনের চীফ প্রেট্রন ড.জাকির খান তাদের পরিচয় করি করিয়েদেন।তারা হলেন, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, মনির আহমদ, তাফাজ্জল আলম, নাজিম উদ্দিন আহমদ। উল্লেখ্য এবারে এলসিএলের ব্যবস্থাপনায় মিডিয়া কাপ ক্রিকেটসহ ৫ টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খেলোয়ারদের হাতে পুরুস্কার তুলেদেন সাগির বক্স ফারুক, শেখ অলিউর রহমান, বশির আহমেদ, আব্দুস সামাদ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট সৈয়দ আহবাব হোসেন, শহিদুল আলম রতন, সংগঠনের চীফ এডভাইজার মুস্তাক আলী বাবুল, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, মনির আহমদ, তাফাজ্জল আলম, নাজিম উদ্দিন আহমদসহ অনেকে।লন্ডন ক্রিকেটলীগ ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন (৪০ ওভার) লন্ডন স্পরটিপ এবং রানার আপ এফএইচএস সিসি। লন্ডন ক্রিকেটলীগ ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন (টি২০) লন্ডন স্পরটিপ এবং রানার আপ ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব। লন্ডন ক্রিকেটলীগ ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন (টি১০)এপেক্স সিসি এবং রানার আপ বিক্টোরিয়া পার্ক ক্রিকেট ক্লাব।মিডিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হয় চ্যানেল এস।

লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ আনন্দগন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নারী সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪। এসময় বক্তারা নারীর অধিকার সুরক্ষায় সকলকে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আসা নারীরা দিবসের প্রতীক বেগুনি শাড়ী পড়ে আসেন। সাংবাদিক নিলুফা হাসান, ডাক্তার জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, উর্মি মাযহার, শাহনাজ সুলতানা, লুৎফুন নাহার বেবি, হিমিকা ইমাম, অজন্তা রায়, ও সিলভিয়া মশিউর। অনুষ্ঠানে নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ বক্তার বক্তব্য রাখেন নিউ হ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, রেড ব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলার সাইদা

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্টিত আলোচনা সভা যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস সেক্রেটারি রুপি আমিন এবং ইসি মেম্বার পলি রহমান। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার তারিক চৌধুরী। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র চৌধুরী, জুনিয়র এন্টি সার্জন বদরুন্নেসা সুরভী শরীফ ও সাইক্লোজিস্ট শাশ্বতী হুসাইন।

আলোচনা সভায় নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আরো বক্তব্য রাখেন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবু মুসা হাসান, মোসলে উদ্দিন আহমেদ, কাইয়ুম আব্দুল্লাহ, বুলবুল হাসান, জাকির হোসেন কয়েছসহ আরো অনেকে।

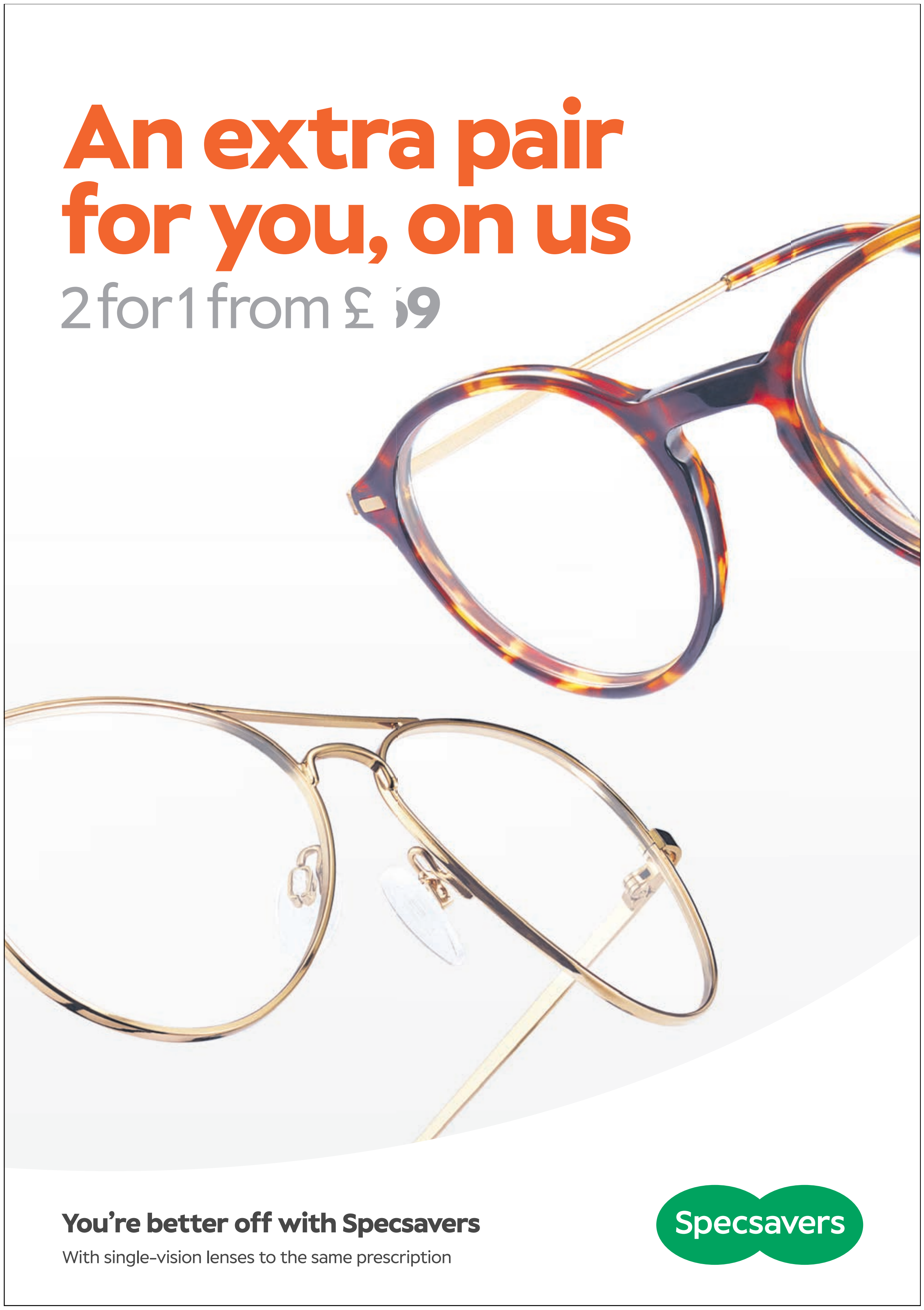

Cannot be used with any other offers. Second pair from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £169 Rimless ranges). Varifocal/bifocal: pay for lenses in first pair only. Excludes SuperDigital, SuperDrive varifocals, SuperReaders 1-2-3 occupational lenses and safety eyewear. Additional charge for extra lens options.

লন্ডন সফররত ছায়াতল কর্মকর্তাদের সাথে স্বদেশ-বিদেশ কর্তৃপক্ষের মত বিনিময়

লন্ডনঃ লন্ডন সফররত ছায়াতল বাংলাদশের কর্মকর্তাদের সম্মানে স্বদেশ-বিদেশ কর্তৃপক্ষের মত বিনিময় ও নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে গেল ৮ মার্চ গ্যানসিলের একটি টার্কিশ রেষ্টুরেন্টে। ছায়াতল বাংলাদেশের ট্রেজারার ইশরাত জাহান জয়া ও ভাইসচেয়ার তৌহিদুন নাহার দিপ্তি এক সংক্ষিপ্ত সফরে ইংল্যান্ডে রয়েছেন। ৮ আমন্ত্রনে মতবিনিময় ও নৈশভোজে যোগদেন। মতবিনিময় অনুষ্টানে অংশ নেন ইউকে-বাংলা রিপোর্টোর্স ইউনিটির সভাপতি আনসার আহমেদ উল্লাহ, ব্রিটেনের বাংলা মিডিয়ার জ্যেষ্ট সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, বিশ্ব বাংলা নিউজ টুয়েন্টি ফোরের এডিটর শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, চ্যানেল এস টিভির রিপোর্টার রেজাউল করিম শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে কারিগরি প্রশিক্ষনও দেয়া হয়। যাতে একটি শিশু স্বাবলম্বি হতে পারে। কর্মকর্তারা জানান ঢাকায় বর্তমানের তাদের চারটি ক্যাম্পাসে ২৫০জন শিশু রয়েছে। ৬০ জন ভলানটিয়ার কাজ করছেন। তারা বলেন সমগ্র বাংলাদেশ হাজার হাজার অনাথ পথশিশু রয়েছে। আমাদের

মার্চ বিকেলে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ব্রিটেনের জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল ইসলাম চ্যানেলে একটি লাইভ অনুষ্টানে যোগদেন। ইসলাম চ্যানেলে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান টিভি উপস্থাপক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব নূরুল ইসলাম। এর পর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা স্বদেশ-বিদেশ কর্তৃপক্ষের মৃধা, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসান, স্বদেশ-বিদেশ নির্বাহী সম্পাদক বাতিরুল হক সর্দার ও কলামিষ্ট শাহ রুমী হক। মতবিনিময় অনুষ্টানে ছায়াতলের সদস্যরা জানান জন্মলগ্ন থেকে সংগঠনিটি অসহায় এবং পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে আসছে। এসব সকলকে এদের পূনর্বাসনে এগিয়ে অসতে হবে। এই সংগঠনের সাথে যারা জড়িত সকলেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থি। ছায়াতল কর্মকর্তাদের হাতে অতিথিদের সাথে নিয়ে স্বদেশ-বিদেশের সম্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন শাহ রুমি হক ও বাতিরুল হক সরদার।

ইউকে-বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনঃ বৃটেনে বাংলা মিডিয়া কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ইউকে-বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা গতকাল ১০ মার্চ বিকেলে পূর্ব লন্ডনের ক্লিপটন ট্রেড সেন্টার হল রুম-১ এ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি আনসার আহমেদ উল্লাহ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমদ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির অধিকাংশ কর্মকর্তা ও সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। উক্ত সভায় সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষে বেশকিছু গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউকে-বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির অন্যতম সহ সভাপতি সাজিদুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক আজিজুল আম্বিয়া, কোষাধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম, সহ কোষাধ্যক্ষ মির্জা আবুল কাশেম, অর্গেনাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, ইভেন্ট এন্ড ফেসিলিটিজ সেক্রেটারি এ রহমান অলি, সাবেক সভাপতি ও কার্যকরী কমিটির সদস্য মতিয়ার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি ও কার্যকরী কমিটির সদস্য মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, অন্যতম সদস্য শাহ বেলাল আহমদ প্রমুখ।

আসুন, রমজানে মসজিদের পাশে দাঁড়াই

ইস্ট লন্ডন মসজিদ এখন আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। রমজানকে সামনে রেখে তৃতীয় এক্সটেনশন সাময়িক খুলে দেওয়ার পর অতিরিক্ত আরো ১ হাজার মুসল্লিসহ প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ জামাতে নামাজ আদায় করতে পারছেন। এক্সটেশন কাজে খরচ হচ্ছে ২.১ মিলিয়ন পাউণ্ড, যার মধ্যে ১.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এসেছে কৃরজে হাসানা থেকে। আসুন, এই রমজানে মসজিদের পাশে দাঁড়াই। ২৩ মার্চ শনিবার চ্যানেল এস লাইভ ফান্ডরেইজিং অ্যাপিলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

শনিবার, ২৩ মার্চ ২০২৪
বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত
লাইভ অন চ্যানেল এস, স্কাই-৭৭৭

CHANNEL S
SKY 777

ইস্ট লন্ডন মস্ক
ডনেশন হটলাইন :
020 8523 1666

MUSALLAH £300
MIHRAB £365
DONOR WALL £1000

নিজে দান করুন। পরিবারের সদস্য ও বন্ধু-বান্ধবদের দান করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

EAST LONDON MOSQUE & LONDON MUSLIM CENTRE

DONATE TODAY!

DONATE: HSBC | East London Mosque
Sc 40-02-33 | Acc 91681966

For more information
020 7650 3000

ONLINE TELEPHONE POST

or visit us at
www.eastlondonmosque.org.uk

Find Us On

ঐতিহ্যবাহী ঢাকাদক্ষিণ ক্রীড়াচক্রের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন

ঐতিহ্যবাহী ঢাকাদক্ষিণ ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল ১৯৭৩ সালে। একজন ক্রীড়া সংগঠক, রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধার হাত ধরে এবং ঢাকাদক্ষিণের একঝাঁক উদ্যোগী তরুণ প্রজন্মের তত্কালীন খেলোয়াড় ও শুভানুধ্যায়ীরা। ঢাকা দক্ষিণ ক্রীড়াচক্রের যাত্রার শুভ সূচনা করেছিলেন। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার পিছনে যাঁরা শ্রম দিয়ে,কষ্ট করে, ত্যাগ তিতিক্ষার পর এই পর্যন্ড় নিয়ে এসেছেন। অনেক ভালো মানের খেলোয়াড় তৈরী করেছেন। ভালো মানের খেলা উপহার দিয়েছে। অনেক সংগঠক তৈরী করেছে। আগামী দিনে ক্লাবের সমৃদ্ধি উন্নতি সফলতা নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জনাব সাদিকুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক আলিম উদ্দিন আনা। অর্থ সম্পাদক -বিশু ভূষণ দেব। সহ সভাপতি -বেলাল উদ্দিন। সহ সভাপতি - কয়ছ উদ্দিন সুলতান। সহ সাধারণ সম্পাদক - রেজওয়ান হোসেন রাজু। সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু রহমান।সহ সাংগঠনিক সম্পাদক - শাহনুর আহমেদ। সহ অর্থ সম্পাদক ময়নুল ইসলাম। দপ্তর সম্পাদক তুহিন আহমদ (ছোট) ক্রীড়া সম্পাদক রিপন সিরাজ। সহ ক্রীড়া সম্পাদক আদনান খান নবীন। প্রচার সম্পাদক সেলিম আহমেদ। সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আনোয়ার হুমায়ূন। সদস্য ১.আব্দুল আহাদ। ২.জামাল উদ্দিন। ৩.সেলিম আহমদ(রায়গড়) ৪.গৌছ উদ্দিন। ৫.জুনেল আহমেদ। ৬.অপূর্ব চক্রবর্তী। ৭.আব্দুল মুমিন।

উপদেষ্টা ১.মজির উদ্দিন চাকলাদার। ২.কনক কান্ড়ি শর্মা। ৩.কামাল পারভেজ। ৪.বাবুল আহমেদ। ৫.নির্মল কান্ড়ি দে।৬.আবুল লেইছ। ৭.কাজল কাস্তি দাস।

নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যদেরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের নেতৃবৃন্দ। এই উপদেষ্টা কমিটি আলাপ আলোচনা করে নতুন কমিটি উপহার দিয়েছেন।

ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত

'রাজনৈতিক প্রতিরোধঃ বাংলাদেশের প্যালেস্টাইন নীতি' শীর্ষক ৬ষ্ঠবার্ষিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেকচার গত ৬ মার্চ, সোয়াস, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। সোয়াসের সাউথ এশিয়ানইনস্টিটিউটের সাথে যৌথভাবে ৭ মার্চ ফাউন্ডেশন মার্চ ফাউন্ডেশনকর্তৃক আয়োজিত এই ইভেন্টটি ফিলিস্তিনের জন্য বাংলাদেশের অটলসমর্থনকে তুলে ধরে। ৭ই মার্চ ফাউন্ডেশনের নুরুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন,সম্মানিত অতিথি হিসেবে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটিহাইকমিশনার মোহাম্মদ হযরত আলী খান। হযরত আলী খানফিলিস্ড়িনি জনগণের জন্য বাংলাদেশের ধারাবাহিক সমর্থন পুনর্ব্যক্তকরেন। তাছাড়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সূচনালগ্নে এবং ১৯৭৪সালে জাতিসংঘ এবং ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ফিলিস্তিনের পক্ষেতার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

কি নোট স্পিকার রেস্টলেস বিযংিসের পরিচালক মাবরুর আহমেদ তার মূল বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্রথম থেকেই ফিলিস্তিনেরপক্ষে অবস্থান নিয়ে আজ অব্দি সেই অবস্থানে অনড় রয়েছে। মাবরুরআহমেদ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলার প্রতিবাংলাদেশের সমর্থনকেও তুলে ধরেন এবং ফিলিস্তিনের সাথে সংহতিজানিযে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিরোধের পথটি অন্বেষণ করেন। তদুপরি, মাবরুর আহমেদ গাজার মাটিতে সর্বশেষ মানবিক প্রতিক্রিয়াএবং ফিলিস্তিনের সমর্থনে 'টিকটক প্রজন্ম'- এর দ্বারা সংগঠিতসম্প্রদাযরে প্রচেষ্টার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তার ব্যাপকউপস্থাপনা বাঙ্গালী এবং বিশ্বব্যাপী অন্যান্যদের ফিলিস্তিনিদের জন্যরাজনৈতিক সমর্থনের একটি একটি চিত্র তুলে ধরেন।

৬ষ্ঠ বার্ষিক বঙ্গবন্ধু লেকচার ফিলিস্ড়নের প্রতি বাংলাদেশের অটলপ্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে এবং

ন্যায়বিচার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যচলমান ফিলিস্তিনের চলমান সংগ্রামের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়া হয়।

Community leaders encourage people to get the MMR vaccine as measles cases rise

There is an increasing number of people in London with measles and most of these are young children who have not had their measles mumps and rubella (MMR) vaccinations. NHS England and the UK Health Security Agency (UKHSA) are asking community leaders to raise awareness of risks in communities and areas with low vaccination coverage.

Measles is a **very infectious** disease which means it can spread quickly among communities, such as schools, nurseries, mosques and workplaces, **if** people have **not** had two doses of the MMR vaccine. While most people recover completely within a couple of weeks, measles **can cause very serious illness** – sometimes leading to permanent disability and in rare cases, death.

There is a version of the MMR vaccine, Priorix, which has no pork ingredients. You can request Priorix from your GP.

Riyadul Karim, Co-Chair, London Bangladeshi Health Partnership, said: “Vaccination with TWO doses of MMR is the only way to give people maximum protection. Measles does not just affect young children – anyone who has missed their MMR vaccination can get measles. So, if anyone in your family is not up to date with their MMR, contact your GP surgery to arrange vaccination as soon as possible.”

- More information on measles is available at: **www.nhs.uk/measles**
- More information on the MMR vaccine is available at: **www.nhs.uk/mmr**

সিলেট পাচ্ছে আরও দুই ক্রিকেট স্টেডিয়াম, এক ডরমিটরি

সিলেট অফিস: সিলেট ক্রিকেটে যুক্ত হচ্ছে দুই স্টেডিয়াম এক ডরমিটরি। সম্প্রতি জাতীয় একটি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানিয়েছেন সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও বিসিবি পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল।

খুব দ্রুতই কাজ শুরু হতে যাচ্ছে নতুন দু'টি স্টেডিয়ামের। এর মধ্যে একটি প্রি-পেইড প্র্যাকটিস মাঠ তৈরি হবে লাক্কাতুরা স্টেডিয়ামের কাছে। এবার জানা গেল সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের জন্য এরই মধ্যে পাওয়া গেছে জায়গা। সবকিছু ঠিক থাকলে সেটিরও কাজ শুরু হবে শিগগিরই।

বিসিবি পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন, 'মাঠ বৃদ্ধিতে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, মেয়র সহ সবাই সহযোগিতা করছেন। সিলেটে যে মাঠের স্বল্পতা রয়েছে, আমরা চেষ্টা করছি সিলেটে একটি বিভাগীয় স্টেডিয়াম করার। এরই মধ্যে আমরা একটি জায়গাও র্নিধারণ করেছি। যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভালো। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে আমরা কোনো কৃষি জমিতে স্টেডিয়াম করবো না।'

সিলেটে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে হবিগঞ্জের সন্তান জাকের আলী তুলেছিলেন ব্যাটিং ঝড়। নিজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিষেকেই মাত্র ৩৪ বলে তিনি খেলেছেন ৬৮ রানের দারুণ এক ইনিংস। তার ব্যাটে চড়ে ২০৭ রান তাড়া করে মাত্র ৩ রানের জন্য হেরে যায় টাইগাররা। সিলেটের আরেক পেসার ইবাদত হোসন চৌধুরী, সৈয়দ খালেদ আহমেদরা খেলছেন জাতীয় দলে।

নাদেল বিশ্বাস করেন এখানে মাঠের সংখ্যা যত বাড়বে ততো জাকেরদের মতো তরুণ ক্রিকেটাররা নিজেদের জায়গা করবে টাইগার শিবিরে। তিনি বলেন, 'আমরা এখানে ক্রিকেট অবকাঠামো তৈরিতে মন দিচ্ছি। যত সুযোগ-সুবিধা বাড়বে ততোই জাকেরদের মতো প্রতিভবান ক্রিকেটাররা সিলেট থেকে জাতীয় দলের পাইপলাইনে যুক্ত হতে পারবে। এটি শুধু সিলেটেই নয়, দেশের অন্য বিভাগগুলোও যদি সুযোগ- সুবিধা বাড়ায় তাহলে ক্রিকেটার তৈরি হবেই।'

অন্যদিকে সিলেট মাঠের গ্রিন গ্যালারির পিছনেই তৈরি হবে আরেকটি প্রিপেইড স্টেডিয়াম। এই নিয়ে প্রায় দুই বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা। নাদেল বলেন, 'আমরা প্রি- পেইড স্টেডিয়ামটির কাজও দ্রুত শুরু করবো। এখানে জায়গা বরাদ্দের পুরো দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের হাতে। তিনি আমাদের ভীষণ সাহায্য করছেন। আগেই জানিয়েছিলাম এখানে অনেকগুলো উইকেট থাকবে। থাকবে ছোট ছোট ড্রেসিং রুম। বিশেষ করে প্র্যাকটিসের মাঠের যে অভাব সেটি আমরা পূরণ করবো। কোনো ক্লাব বা বিপিএল'র দল চাইলে এখানে ভাড়া নিয়ে অনুশীলন সুবিধা পাবে। আমরা এটির কাজ আশা করি দ্রুত শুরু করতে পারবো।'

অন্যদিকে স্টেডিয়ামের পাশেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তৈরি করবে ক্রিকেটারদের জন্য একটি ডরমিটরি। এখানে ক্রিকেটাররা থাকতে পারবে। নাদেল জানিয়েছেন এরই মধ্যে ডরমিটরির নকশা চূড়ান্ত করেছে বিসিবি। এতে করে এর কাজ শুরু করা সময়ের ব্যাপার। তিনি বলেন, 'বিসিবি এখানে একটি ডরমিটরি করাবে। সেটির নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আশা করি এর কাজ শুরু করতে আমাদের সময় লাগবে না।'

ঈদের পরই শুরু সিলেট অঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার কার্যক্রম

ঢাকার বাইরে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে স্থানীয় ক্রিকেটকে করার লক্ষ্যে শক্তিশালী করতে দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আঞ্চলিক ক্রিকেট কমিটি গঠনের অনুমোদন দিয়েছে অনেক আগেই। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগ তাদের আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার কাজ শুরু করলেও সিলেট পিছিয়ে আছে অনেকটাই। অথচ সবার আগে তারাই এই বিভাগই একামেডির জন্য রুম ভাড়া করে কাজ শুরু করেছিল। সিলেট আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার আহ্বায়ক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল জানিয়েছেন আগামী ঈদের পরই তারা কাজ শুরু করবেন। তিনি বলেন, 'আমরা অঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা কাজগুলো অনেকটাই গুছিয়ে এনেছি। ঈদুল ফিতরের পরেই আমরা কমিটি গঠনের কাজ শেষ করবো।'

সুনামগঞ্জের শুঁটকি রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : প্রাকৃতিক উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন করে পরিবারের সচ্ছলতা এনেছেন হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জ জেলার কয়েক হাজার জেলে। চাহিদা বেশি থাকায় বছরে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার শুঁটকি উৎপাদন করছেন এখানকার জেলেরা। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশেও রপ্তানি হচ্ছে হাওর এলাকার এসব শুঁটকি।

শুঁটকি উৎপাদনের সঙ্গে শতাধিক ব্যবসায়ীর পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন জেলার অন্তত ১০ হাজার মানুষ। এতে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি উপার্জনের মাধ্যমে তাঁদের সামাজিক অবস্থান তৈরি হচ্ছে।

সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের প্রাকৃতিক জলাশয় ও বিলে কার্তিক থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধরা পড়ে পুঁটি, চিংড়ি, ট্যাংরা, শোল, বাইমসহ নানা প্রজাতির দেশীয় মাছ।

এসব দেশীয় মাছের উল্লেখযোগ্য অংশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে শুঁটকি। এত কোনো ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না।

সুনামগঞ্জ জেলা মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রতিবছর মাছের উৎপাদন ১ লাখ ১৪ টন। এর মধ্যে জেলার পুকুর, নদী ও প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ৮৫ হাজার টন মাছ উৎপাদন হয়ে থাকে। এসব মাছ থেকে বছরে ২ হাজার ১৮০ টন শুঁটকি হয়; যার বাজারমূল্য ৩০০ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রতি মণ শুঁটকির বাজারমূল্য প্রকারভেদে ৩০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। এই জেলার চ্যাপা শুঁটকির রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য। এ ছাড়া এখানকার অন্তত ১০ জাতের শুঁটকি ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার লক্ষণশ্রী ইউনিয়নের খাকিয়ারপাড় গ্রামের বাসিন্দা সুরুজ আলী। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে শুঁটকির ব্যবসার করে পরিবারে সচ্ছলতা এনেছেন তিনি। এ বছর ৭০০ মণ শুঁটকি উৎপাদন করে প্রায় ৩ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন এই ব্যবসায়ী। তাঁর শুঁটকিপল্লিতে ২০ জনের মতো শ্রমিক কাজ করছেন।

সুরুজ আলী জানান, এই শুঁটকি ব্যবসার মাধ্যমে পরিবারে সচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন তিনি। সময়ের ব্যবধানে তাঁর ব্যবসার পরিসর বেড়েছে। বাড়ছে ব্যবসার সম্ভাবনাও।

সুরুজ আলী বলেন, 'আমি কার্তিক মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত শুঁটকির এই ব্যবসা করি। হাওরের জলমহালের মালিক ও জেলেদের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করে শুঁটকি তৈরি করি। আমরা শুঁটকি প্রস্তুত করে কিশোরগঞ্জে পাঠাই। সেখান থেকে দেশ ও দেশের বাইরে এই শুঁটকি যায়। আমাদের শুঁটকি ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে যাচ্ছে।'

সুরুজ আলীর মতো শুঁটকি ব্যবসায় দীর্ঘ ৩২ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে নুরুল ইসলামের। নুরুল ইসলাম বলেন, 'সরকার যদি কম সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দিত, তবে ব্যবসায়ীরা আরও লাভবান হতে পারতেন। তা ছাড়া গ্রামীণ যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়ন করতে পারলে শুঁটকি পরিবহন ব্যয় কমে আসত।'

সুনামগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শামসুল করিম বলেন, 'শুঁটকির গুণাগুণ রক্ষায় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শুঁটকি আন্তর্জাতিক বাজার তৈরিতে মৎস্য বিভাগ কাজ করছে। সুনামগঞ্জে শুঁটকি ব্যবসার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাসপোর্ট ছাড়াই যাওয়া যাচ্ছে সৌদি সিলেটিদের সামনে বড় সুযোগ

পোস্ট ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাইতে সিলেটের মানুষই বেশি। আর সেই সৌদি আরব এখন দিচ্ছে আরও বড় এক সুযোগ। সুযোগটি নিতে পারেন সিলেটিরাও।

জানা গেছে, এখন থেকে পাসপোর্ট ছাড়াই যাওয়া যাবে সৌদি আরবে! এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। সৌদির সংবাদমাধ্যম অ্যারাবিয়ান বিজনেস জানিয়েছে, পাসপোর্ট ছাড়া ভ্রমণের সুযোগ দিতে সৌদি আরব এরই মধ্য ডিজিটাল নথি তৈরি করে ফেলেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের আওতায় থাকা ব্যক্তিরা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ পরিষেবাগুলো পাবেন।

জানা গেছে, মূলত পরিষেবাটির লক্ষ্য হলো একটি ইউনিফাইড নম্বর দেয়ার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সৌদি আরবে আগমন প্রক্রিয়া সহজতর করা। দর্শনার্থী বা ভ্রমণকারীরা দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'অ্যাবশার' ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম থেকে তারা নিজেদের ডিজিটাল পরিচয় বা ইউনিফাইড নম্বর বের করার সুযোগ পাবেন।

এই ডিজিটাল পাসপোর্ট ব্যক্তির মোবাইল ফোনে থাকবে। এর মাধ্যমে ভ্রমণকারী দেশটির কোথায় অবস্থান করছেন তাও জানা যাবে। ফলে কোনো কাগুজে

পাসপোর্ট বিভাগের জেনারেল ডাইরেক্টরেট রিয়াদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ ২০২৪ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্যাভিলিয়নে সৌদি আরবে আগত দর্শনার্থীদের সামনে ওই ডিজিটাল নথি ব্যবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে।

এই ডিজিটাল ডকুমেন্ট সার্ভিস সৌদি নাগরিক, বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীসহ সুবিধাভোগীদের দেয়া ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত সমাধানগুলোর একটি। এর পাসপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি সম্মেলন লিপ ইয়ার ২০২৪-এ সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশ নিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ডিজিটাল সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) গুরুত্ব তুলে ধরে।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য নিরাপত্তা, ভিড় ব্যবস্থাপনা, মানব ও পরিবেশগত নিরাপত্তা, বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানগুলোকে উন্নত করার সঙ্গে সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ পূরণ করা।

‘বাসিয়া’ নদী নয় যেন ময়লার বাগাড়

বিশ্বনাথ সংবাদদাতা : দখলে-দূষণে বিপন্ন হওয়ার পথে রয়েছে এককালের খরস্রোতা নদী ‘বাসিয়া’। একদিকে মানুষের অত্যাচারে নদীটি বর্তমানে ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে অবৈধ দখল ও স্থাপনা নির্মাণের ফলে প্রায় ২ শত মিটার (৬ শত ফুট) প্রস্থের ‘বাসিয়া নদী’ ড্রেইনে পরিণত হওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘের বাসিয়া নদীর উৎসমুখ ও নিষ্পত্তি মুখ দুটি ভরাটে বিলীন ও দখলদারদের অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের ফলে বর্তমানে ‘লাইফ সার্পোটে’ রয়েছে বাসিয়া নদীটি।

ভূমিখেকো চক্রের অবৈধ দখল ও স্থাপনা নির্মাণ এবং ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ের ফলো যেনো ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গেছে বাসিয়া নদী। আর বিশ্বনাথ পৌর এলাকা’সহ বিভিন্ন এলাকায় ক্যান্সারে আক্রান্ত ‘বাসিয়া নদী’র বিষাক্ত দূর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন। ওই বিষাক্ত দূর্গন্ধে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি ভরাট হওয়ে যাওয়া বাসিয়া নদীতে পানি সংকটের ফলে ব্যঘাত ঘটছে চাষাবাদে। ফলে চরম বিপাকে পড়ছেন কৃষকরা।

‘সুরমা নদী’ থেকে সিলেটের জালালাবাদ থানার মাসুকগঞ্জ বাজার নামক স্থান থেকে এক কালের খড়স্রোতা নদী ‘বাসিয়া’র উৎপত্তি, আর সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার রাণীগঞ্জের স্বাধীন বাজার নামক স্থানে ‘কুশিয়ারা নদী’র সাথে মিলিত হয়ে শেষ হয়েছে। যৌবনকালে বাসিয়া নদী ব্যবহার করেই চলাচল ছিল ‘জালালাবাদ-দক্ষিণ সুরমা-বিশ্বনাথ-ওসমানীনগর-জগন্নাথপুর’র বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের। বাসিয়া নদীর পানি ব্যবহার করে ওই ৫ ‘থানা ও উপজেলা’র নদীর তীরবর্তি স্থানে কৃষকরা উৎপাদন করতেন ব্যাপক পরিমাণ ধান-সবজি। মৎস্যজীবিরা শিকার করতেন বিপুল পরিমাণ মাছ। যা পূরণ করতো এসব এলাকার মানুষের আমিষের চাহিদার বড় অংশ। কিন্তু ২/৩ দশক ধরে ‘মাসুকগঞ্জ বাজারে বাসিয়া নদীর উৎসমুখ

ও স্বাধীন বাজার নিষ্পত্তিমুখ’ দুটি বন্ধ করায় এবং বিশ্বনাথসহ বিভিন্ন এলাকায় নদীর দুই তীর অবৈধভাবে দখল, ময়লা-আবর্জনা ফেলে ও অবৈধভাবে ভরাট করায় বাসিয়া নদী তার যৌবন হারিয়ে একটি মরা খাল তথা ড্রেনে পরিণত হয়েছে। তাই বর্ষা মৌসুমেও এটি যে একটি নদী তা বুঝার উপায় নেই, আর শুকনো মৌসুমেতো ছোট ছোট শিশুরা পায়ে হেঁটে সহযেই নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে পারে। বাসিয়া নদীর এমন পরিণতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমাদের কৃষিখ্যাতের ও ধ্বংস হয়েছে আমিষের চাহিদা পূরণের অন্যতম ক্ষেত্র। অথচ এক সময় ওই বাসিয়া নদীর বুক দিয়ে চলাচল করতো বড় বড় লঞ্চ-স্টিমার ও পালতোলা নৌকা।

পৌরসভা’সহ বিশ্বনাথ নতুন-পুরাণ বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের ফেলা ময়লা-আবর্জনায় ‘ময়লার ভাগাড়ে’ পরিণত করা পৌর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ‘বাসিয়া নদী’র এপার থেকে ওপারে পায়ে হেঁটে যেতে জনসাধারণকে বিষাক্ত দূর্গন্ধের অতিষ্ঠ হতে হয়। প্রতিনিয়তই ওই দূর্গন্ধের সাথে মিতালী করে ব্যবসা পরিচালনা করতে হচ্ছে নদীর দুই তীরের শত শত ব্যবসায়ীকে। তাই স্কুলগামী শিক্ষার্থী, মসজিদগুলোতে আসা মুসল্লী, মন্দিরে আসা পূর্ণ্যাথী, ব্যবসায়ী’সহ সর্বসাধারণ বাসিয়া নদী থেকে আসা বিষাক্ত দূর্গন্ধে প্রতিনিয়তই আক্রান্ত হচ্ছেন নানান রোগব্যধিতে।

বিশ্বনাথ উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বনাথে বাসিয়া নদীর দুই তীরে গড়ে উঠা বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে আদালতে ১৮৭ জনের নামে মামলা চলমান রয়েছে (মামলা নং ০৪/২০১৭)। কিন্তু প্রায় ৭ বছর অতিবাহিত হলেও এখনও সেই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। এই মামলার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দখলকারীদের করা দুটি রিট আবেদন (রিট মামলা নং ৯১৩৫/২০১৭ ও ৫৩৪০/২০১৭) চলমান রয়েছে।

বিশ্বনাথ বাজারের আব্দুল গফুর, আবুল কালাম, মোশাহিদ আলী’সহ কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত কোন স্থান না থাকায়, তারা অনেকটা বাধ্য হয়ে নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলছেন। পৌর মেয়র ময়লা ফেলার একটি ডাসবিন রেখেছেন, তবে সেটি বেশ ছোট হওয়ার কারণে সহযেই তা ভরে যায়। আর আমরা দেখেছি ওই ডাসবিনে ফেলা ময়লাগুলোও রাতের আধাঁরে নদীতেই ফেলেন পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। ফলে লাভ কি হল?

এব্যাপারে ‘বাঁচাও বাসিয়া নদী ঐক্য পরিষদের’ আহবায়ক ফজল খান জানান, বাসিয়া নদী রক্ষা করতে দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। কারণ এখানে রক্ষকরা, ভক্ষক হয়ে গেছেন। আমরা বিশ্বনাথ পৌরসভার মেয়রকে নদী উদ্ধারের জন্য অবৈধ স্থাপনার তালিকাসহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র দিয়েছি। কিন্তু এখন কোনো কাজ হয়নি, এখনও সব কিছু পূর্বের মতোই চলছে। তাই বাসিয়া নদী উদ্ধারে এখন আমরা ‘প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় এমপি’র হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বিশ্বনাথ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. দেলোয়ার হোসেন সুমন এব্যাপারে বলেন, বাসিয়া নদী এখন মহামারি অবস্থায় আছে। এ নদীর ময়লা-আজর্বনা থেকে মানুষের মধ্যে হাপানী-শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবানু ছড়াচ্ছে। এই ময়লা দূষিত পানি থেকে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, ক্যাপিস, ফুটপাচড়া জাতীয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা ভবিষ্যতে এলাকাবাসী স্কিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ারও ঝুঁকি রয়েছে বেশি।

বিশ্বনাথ পৌরসভার মেয়র মুহিবুর রহমান বলেন, আপাতত ময়লা-আবর্জনা ফেলতে স্থায়ীভাবে কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তবে দ্রুত আমরা এর একটি ব্যবস্থা করব। আর স্থায়ী ব্যবস্থা করার পর থেকে নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেললে তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে।

এব্যাপারে বিশ্বনাথ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহিনা আক্তার বলেন, বাসিয়ার নদীর দুই তীরে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ মামলার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দখলকারীদের দুটি রিট মামলা চলমান থাকায়, আপাদত উচ্ছেদ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। তবে রিট মামলার রায়ের পর আদালতের সিদ্ধান্তনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

নারীর ক্ষমতায়ন কাগজে নয় বাস্তবে বাড়াতে হবে

সব সময় নারীর সময় অধিকার নিয়ে আমরা কথা বলি কিন্তু বাস্তবে কতটুকু প্রতিফলন ঘটে তার পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। নারী দিবস আসলেই আমরা উচ্চ গলায় নারী অধিকার নিয়ে কথা বলি।

৮ মার্চ বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হলো, যার প্রতিপাদ্য ছিল 'নারীর সম-অধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ'। কিন্তু নারীর সম-অধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তা হলো অর্থনৈতিক কাজে তার অংশগ্রহণ বাড়ানো। কিন্তু বাস্তবতা অনেকটা ভিন্ন।

জানা যায়, বাংলাদেশে পুরুষের তিন ভাগের এক ভাগ আইনি অধিকার ভোগ করেন নারী। যদিও সংবিধানে বলা আছে, নাগরিক হিসেবে কারও প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। নারীর ক্ষমতায়নের সূচকে উন্নত দেশের তুলনায় তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ায়ও বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে।

তৃণমূল পর্যায়ের নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে দৃশ্যত সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই)। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নারী যে ঋণ নিচ্ছেন, সেটা তাঁরা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারেন না।

'বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে জেন্ডারবৈষম্য' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, ঋণগ্রহীতা নারীদের ৬৬ দশমিক ৩১ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁদের নেওয়া ঋণ স্বামী বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যরা ব্যবহার করেন। প্রায় ২৯ শতাংশ নারী ওই ঋণের টাকা নিজেরা কাজে লাগান। বাকি গ্রহীতাদের ঋণের অর্থ পরিবারের অন্য নারী সদস্যরা ব্যবহার করেন।

মোট ৫৬টি জেলার ৩ হাজার ৩০০ পরিবারের ৭ হাজার ৫৯১ নারী-পুরুষের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণাটি করা হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে সাড়ে ৫৮ শতাংশ বা ৪ হাজার ৪৪২ জন ছিলেন নারী। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, ব্যাংক, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা (এমএফএস) এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান-এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হয়। ব্যাংক ও এমএফএস-এই দুই ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশ পিছিয়ে আছেন। তবে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় এগিয়ে আছেন। এখানে জেন্ডার গ্যাপ নারীর পক্ষে, ৫৬ শতাংশের বেশি।

দেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাকসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। এসব ঋণ যাঁদের দেওয়া হয়, তাঁদের ৯০ শতাংশ নারী। কিন্তু সব ঋণগ্রহীতা যদি সেটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে না পারেন, তাহলে ক্ষমতায়ন হবে কী করে? কতজন নারী ঋণ নিলেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই ঋণ তাঁরা ব্যবহার করতে পারলেন কি না।

অনেক ক্ষেত্রে নারী ঋণ নিলেও সেটি কি তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে পরিবারিক ও সামাজিক বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। নারী কোন কাজ করবেন, কোন কাজ করবেন না, এই নির্দেশনা দিয়ে থাকেন পুরুষ। শত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে লিখেছিলেন, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/ কেন নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা?

আমাদেরও প্রশ্ন যে দেশে নারী প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার হতে পারেন, সে দেশে কেন তাঁকে ঋণ ব্যবহারের বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে না। নারী যে আপন ভাগ্য গড়ে তুলতে সক্ষম, সেটা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে। নারী তাঁর কাজের বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। নারীকে ক্ষমতায়িত করতে হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর ন্যায্য হিস্যাও নিশ্চিত করতে হবে।শুধু ঋণ নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারীদের মতামতের স্বাধীনতা এবং তাদের চিন্তার বাস্তবায়নে আমাদেরকে ভূমিকা রাখতে হবে। সরকার ও সুধীজন সকলকে নারী অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখতে হবে।

"দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্সের ভূমিকা"

ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করছে। দেশের শহরকেন্দ্রিক ও গ্রামীন অর্থনীতি উন্নতির পেছনে বিরাট অবদান রাখছে প্রবাসীগন কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্স। ২০২২ সারে বাংলাদেশের জি.ডি.পি-এর ৪.৬ শতাংশ ছিলো প্রবাসীগন কর্তক প্রেরিত রেমিটেন্স। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন প্রায় ৮০ লাখ প্রবাসী এবং প্রবাসীগনের প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। বর্তমানে রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে বিশ্বে ৭ম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৯০-১৯৯১ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিটেন্স প্রাপ্তির পরিমান ছিলো ৭৬৩.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১০-১১ অর্থবছরে এর পরিমান ছিলো ১১,৬৫০.৩২ মিলিয়ন ডলার, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রেমিটেন্স এসেচে ১৪,৯৮১.৬৯ মিলিয়ন ডলার এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রেমিটেন্স এসেছে ২১,৬১০.৭৩ মার্কিন ডলার যা প্রায় ২লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকার সমপরিমান। একটি গবেষণাধর্মী রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, এ সকল রেমিটেন্সের প্রায় ৬৫ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে, প্রায় ১৮ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে জমি ক্রয়ে এবং সঞ্চয় হচ্ছে প্রায় ১৪ শতাংশ। প্রবাসীগনের প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যবসা-বানিজ্য এবং বিনিয়োগ। প্রবাসীগনের প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হ্রাস পাচ্ছে দারিদ্রতা এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রেরিত অর্থের একটি অংশের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, কাতার, আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্য থেকে এসেছে যথাক্রমে ৪০১৫, ২৪৭২.৫৬, ১০১৯.৬০, ২৪০৩.৪০ এবং ১৩৬৪.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ওমান প্রভৃতি দেশে গমনকারী প্রবাসীগনের একটি বিরাট অংশ অদক্ষ জনগোষ্ঠী। অর্থনৈতিক কারণে এবং পরিবারের প্রয়োজনে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ জনগন দেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের প্রবাসীগনের মাধ্যমে এসেছে যথাক্রমে ৯৮৯৯.২ এবং ৫৪১৩.২ মিলিয়ন ডলার। সিলেট বিভাগের প্রবাসীগন পাঠিয়েছেন ২১৪৯ মিলিয়ন ডলার। বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের প্রবাসীগন পাঠিয়েছেন যথাক্রমে ৫৫০.৮, ৯৯১.৫, ৪৯১.৬, ৮৯৩.২ এবং ৬৪২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জেলা বিবেচনায় ঢাকা এবং চট্টগ্রাম জেলার প্রবাসীগন প্রেরন করেছেন ৬৩৬৭ এবং ১২১৮.৯ মিলিয়ন ডলার প্রখ্যান্তরে পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, নাটোর, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান প্রভৃতি জেলার প্রবাসীগনের মাধ্যমে এসেছে যথাক্রমে ১৭.৪, ১৭.৩, ৩১.১, ৮৬.২, ৫৩.৪, ২৫ এবং ১৬.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মধ্যপ্রাচের বিভিন্ন দেশে গমনকারী প্রবাসীগনের মাঝে ৫০% এর বেশী অদক্ষ জনগোষ্ঠী। অদক্ষ জনগোষ্ঠীর মাঝে নির্মান শ্রমিক, সাধারণ শ্রমিক এবং গৃহকর্মির সংখ্যা বেশি। কুমিল্লা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করছেন। ২০১৫ সালে পঞ্চগড়, লালমনিরহট, বান্দরবান, নীলফামারী জেলা থেকে বিদেশগমন করেছেন যথাক্রমে ৫৪৫ জন, ৫৯২ জন, ৩৮৫ জন এবং ১৪০৯ জন। দারিদ্রতা, কানেকটিভিটির অভাব প্রভৃতি কারণে এসকল জেলাগুলো থেকে বিদেশগামী জনগনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল্লাহ আল মুমিন এর নিকট থেকে জানা যায়, নওগা জেলার অধিবাসীগনের চাল, ডাল, শাক-সবজি, মাছ, মাংশ প্রভৃতির প্রাচুর্যতার কারণে এবং সহজ-সরল জীবন যাপনের জন্য এ জেলার জনগনের বিদেশ যাবার প্রবনতা কম। একইভাবে ঢাকার সাথে কানেকটিভিটি বেশি থাকা এবং ছোট পরিসরে গার্মেন্টস সহ অন্যান্য প্রতিষ্টান গড়ে উঠার ফলে নাটোর জেলার জনগনের বিদেশমুখীতা কম। রংপুর বিভাগের জনগনের মাঝে একটি বিরাট অংশের ঋণ গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় জামানত নেই। গ্রামীন অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের প্রভাব বিষয়টি নিয়ে আলোকপাতের জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকা ছিলো। বিদ্যুৎ এসেছে প্রায় ১৫/১৬ বছর পূর্বে। প্রায় ৩০/৩৫ বছর পূর্বে দুই একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্টান ছাড়া উল্লেখ করার মত তেমন খুব একটা কিছু ছিলো না। ইউনিয়নটি দরিদ্র অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিলো। জনগনের অর্থের প্রধান উৎস ছিলো কৃষিকাজ, পশুপালন এবং মৎস্য আহরন। ইউনিয়নের নিম্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে ছন উৎপন্ন হতো। ইউনিয়নের জনগন ছন আহরণ ও বিক্রয় করতো। গ্রামের বেশির ভাগ দরিদ্র জনগনের মাঝে তিনবেলা আহার করা কষ্টকর ছিলো। রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের আয়তন ৫৫ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫৩ হাজার। পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৭,৫০০। বর্তমানে প্রবাসীর সংখা প্রায় ৩ হাজার। গড়ে প্রায় ৩৩ হাজার টাকা করে প্রতি জন প্রবাসী টাকা পাঠিয়ে থাকেন। প্রতি মাসে প্রবাসীগনের মাধ্যমে রাজাগঞ্জ ইউনিয়নে আসে প্রায় ১০ কোটি টাকা। সে হিসেবে বছরে ১২০ কোটি টাকা। বিগত ২০ বছরে এ ইউনিয়নে এসেছে প্রায় ১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। এ অর্থের আগমনে মানুষের জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৯৩ সালে ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় রাজাগঞ্জ থেকে আমাদের ঢাকার শ্যামলীর বাসায় প্রথম ফোন এসেছিলো। আমরা অত্যন্ত অবাক হয়েছিলাম। বর্তমানে রাজাগঞ্জে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ব্যাংক, ফাস্টফুডের দোকান, মিষ্টির দোকান গড়ে উঠেছে। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বিলাসী দ্রব্য। ফ্রিজ, ফ্যান ইত্যাদি বিক্রয় হচ্ছে। এগুলো আগে কল্পনাও করা যেত না। অনেক বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় সবার হাতেই রয়েছে মোবাইল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। শিক্ষিত যুবকগন ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পাচ্ছেন। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে জীবনযাত্রার মান। মসজিদগুলোতে এসি লাগানো হয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতিতে প্রান এসেছে। রেমিটেন্সের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী গাছবাড়ী বাজার একটি ছোট শহরে পরিণত হয়েছে। প্রবাসীগন আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছেন। বাংলাদেশের দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে বিশেষত রংপুর বিভাগের জেলাগুলোর দারিদ্রতা নিরসনে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগনকে বিদেশমুখী করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগে জাকাত ফান্ডের মাধ্যমে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্ঠি করবে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের হাস-মুরগীর খামার, গরু-ছাগলের খামার ও মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে বিজনেস প্ল্যান্ট গড়ে তুলতে পারে। প্রবাসীগণ শুধু অর্থপ্রেরনের মাধ্যমেই নয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। জাতির উন্নয়নে প্রবাসীগনকে যথাযথ মূল্যাযন করা ও সম্মান প্রদান করা জরুরী। প্রবাসীগনের অর্থ খরচের সময় অপচয় পরিহার করে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্টন প্রয়োজন।

অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

কী অভিমান ছিল প্রসেনজিৎ দেবের!

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় গলায় ফাঁস দিয়ে প্রসেনজিৎ দেব পিয়াস (২৯) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। রোববার (১০ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার পৌর শ্যামলীপাড়া ভাড়া বাসার একটি রুমে সিলিং সিলিং ফ্যানের সাথে দড়ি পেঁচিয়ে সে আত্মহত্যা করে। মৃত প্রসেনজিৎ দেব পিয়াস উপজেলার আন্দিউড়া গ্রামের পরিমল দেবের ছেলে।

জানা গেছে, ঘরের দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ থাকায় পরিবার ও বাসার মালিকসহ লোকজন দরজা ভেঙ্গে প্রসেনজিৎ দেব পিয়াসকে ঝুলন্ত অবস্থান দেখতে পান।

পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপতাল মর্গে প্রেরণ করে। কি কারণে আত্মহত্যা করেছেন তা জানা যায়নি। তবে প্রসেনজিৎ দেব পিয়াস দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে তার পারিবার জানিয়েছে।

এ বিষয়ে মাধবপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রাকিবুল ইসলাম খান বলেন, প্রসেনজিৎ দেব পিয়াস গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

ধানের শীষে দুল খাচ্ছে সুনামগঞ্জে ৩ লাখ কৃষকের স্বপ্ন

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : গেল সপ্তাহের কয়েক দিনের বৃষ্টিতে সতেজ হয়ে উঠেছে ধানগাছ। সুনামগঞ্জের হাওরজুড়ে এখন সবুজের সমারোহ। বাতাসে দুলছে ধানের শীষ। সবুজ ধানের শীষের ডগায় দুলছে কয়েক লাখ কৃষকের স্বপ্ন। আর কিছুদিন পর সোনালি ধান কেটে গোলায় তুলবেন হাওরের কৃষকরা। প্রকৃতি সহায় থাকলে এপ্রিলের প্রথম দিকে আগাম জাতের বোরো ধান কাটা শুরু করা যাবে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। প্রকৃতি অনুকূলে থাকায় অন্য বছরের চেয়ে এবার বোরো ধানের আবাদ বেশি হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। চলতি মৌসুমে বোরো ধানের বাম্পার ফলনের প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

জেলা কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সুনামগঞ্জের ১২ উপজেলায় ১৪২ হাওরে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। এবার বোরোর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২ লাখ ২২ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে। তবে, লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে চাষাবাদ হয়েছে ২ লাখ ২৩ হাজার ৪০৭ হেক্টর জমিতে। যার মধ্যে হাওরে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৩৬১ হেক্টর ও নন হাওরে ৫৮ হাজার ৪৬ হেক্টর। হাওর ও নন হাওর মিলে হাইব্রিড জাতের ধান ৬৫১০৩ হেক্টর, উফশী জাতের ধান ১৫৭১১১ হেক্টর এবং স্থানীয় জাতের ধান ১১৯৩ হেক্টর আবাদ হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। আগামী ৭ এপ্রিল থেকে আগাম জাতের ধান কাটা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা যায়। কৃষি বিভাগ

জানিয়েছে, সুনামগঞ্জে বোরো ফসল দিয়ে জাতীয় খাদ্য চাহিদার ১২ থেকে ১৩ দিন পূরণ করা হয়। সুনামগঞ্জের হাওর থেকে এবার ১৩ লাখ ৫৫ হাজার টন ধান এবং চালের হিসাবে ৯ লাখ ২ হাজার টন চাল পাওয়া যাবে।

কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুনামগঞ্জের উপপরিচালক বিমল চন্দ্র সোম বলেন, অন্য বছরের চেয়ে এবছর বোরো ধানের উৎপাদন বেশি হয়েছে। হাওর-নন হাওর মিলে এবার ২৪২ হেক্টর বেশি চাষ হয়েছে। প্রকৃতি অনুকূলে থাকলে বাম্পার ফলনের আশা করছি আমরা। এপ্রিলের প্রথম দিকে আগাম জাতের ধান কাটা শুরু হবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

এদিকে, উৎপাদিত ধান নিয়ে জেলার ৩ লাখের অধিক কৃষক আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষায় থাকলেও বোরো ফসলের সুরক্ষায় বেড়িবাঁধের কাজ শেষ না হওয়ায় আগাম বন্যা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন হাওরের কৃষকরা। যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে চলমান বাঁধের কাজে দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সুনামগঞ্জ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার বলেন, বাঁধের কাজ শেষ পর্যায়ে। বৃষ্টিপাতের আগেই হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ করা হবে।

রোগীর খাদ্যনালী কেটে ফেললেন ডাক্তার!

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জ শহরের নতুন পৌরসভা সড়কে অবস্থিত মাদার কেয়ার জেনারেল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় শহীদুল ইসলাম (২৫) নামের এক কলেজছাত্র এখন মৃত্যুপথযাত্রী- এমন অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সোমবার (১১ মার্চ) ওই হাসপাতালে রোগীর অভিভাবকদের সাথে হট্টগোলসহ হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জলসুখা গ্রামের মইনুল ইসলাম খানের ছেলে আজমিরীগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের ডিগ্রি ১ম বর্ষের ছাত্র শহীদুল ইসলাম অ্যাপেন্ডিসাইটিস ব্যথা নিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় শহরের মাদার কেয়ারে ভর্তি হন। ওই দিন রাত ১১টার সময় হাসপাতালের ডাক্তার শাহ রেজাউল করিম অপারেশন করার সময় শহীদুলের খাদ্যনালি কেটে ফেলেন। এরপরই রক্তক্ষরণ শুরু হলে সে অচেতন হয়ে পড়ে। পরের দিন তার চেতনা ফিরে এলেও রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। এতে স্বজনরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন।

এক পর্যায়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালায় এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করা হবে বলে রোগীর স্বজনদের আশ্বস্থ করেন। এ খবর শহরজুড়ে চাউর হলে রোগীদের মাঝে আতংক দেখা দেয়।

এদিকে, বর্তমানে শহীদুলের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। তাকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল থেকে সিলেট রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। সোমবার এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে রোগীর স্বজনদের বাকবিতন্ডা ও হট্টগোলও হয়।

রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথার অপারেশন করতে গিয়ে ওই ডাক্তার শহীদুলের খাদ্যনালী কেটে ফেলায় তার অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। তারা হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবী জানান।

এ বিষয়ে ডাক্তার রেজাউল করিম ও হাসপাতালের এমডি আপন আহমেদ জানান, অ্যাপেন্ডিসাইটিস ব্যথার অপারেশন করতে গিয়ে খাদ্যনালীতে ইনফেকশন পাওয়া যায়। অভিভাবকদের সম্মতিতেই অপারেশন করা হয়েছে। তারপরও ওই রোগীর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিয়ে সিলেট প্রেরণ করা হয়েছে।

তিন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল বরখাস্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের ওপর হামলার ঘটনায় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী বশির আহমেদ, জাকির হোসেন মাসুদ ও শ্যামা আক্তারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গত সোমবার প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর বিভাগ থেকে তাদের বরখাস্ত সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

সলিসিটর রুনা নাহিদ আকতার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, অ্যাডভোকেট কাজী বশির আহমেদ ও অ্যাডভোকেট শ্যামা আক্তারের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে অত্র মন্ত্রণালয়ের বিগত ১২/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখের ০৯/সলিসিটর/২০০৯-৪৬ নং, ১৯/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখের ০৯/সলিসিটর /২০০৯-৮৬ নং ও ০৭/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখের ০৯/সলিসিটর/২০০৯-৬৩ নং স্মারকে প্রদত্ত নিয়োগ আদেশ বাতিলক্রমে তাদের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বরখাস্তকৃত তিন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সুপ্রিম কোর্ট বার নির্বাচনে স্বতন্ত্র সম্পাদক প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা যুথির অনুসারী বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে কাজী বশির ও জাকির হোসেন মাসুদের বিরুদ্ধে হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে।

গত ৯ মার্চ রাতে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ২০২৪-২৫ সালের দুইদিন ব্যাপী নির্বাচনে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল, হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনায় রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় স্বতন্ত্র থেকে সম্পাদক প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা যুথি, বিএনপির প্যানেলের

সম্পাদক প্রার্থী ব্যারিস্টার রূহুল কুদ্দুস কাজলসহ ২০ জনকে আসামি করা হয়। উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা যুথি যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশের স্ত্রী।

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সাইফুর রহমান চৌধুরী সাইফ তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর রাতেই বিএনপির ব্যারিস্টার ওসমান চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরদিন অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা যুথীর গুলশানস্ত বাসায় পুলিশ তল্লাশী চালায়। এ সময় ২ জনকে গ্রেফতার করা হলেও যুথীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। পরে ব্যারিস্টার রূহুল কুদ্দুস কাজলসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয়।

সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের ৫৫ কোম্পানিকে আমন্ত্রণ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অফশোর বিডিংয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে অনেক সুবিধা দেয়ায় বিদেশি কোম্পানি আগ্রহী হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে ডাকা আন্তর্জাতিক দরপত্রে সর্বোচ্চ সাড়া পাওয়ারও আশা করছে সরকার। এতে বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের ৫৫টি কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গত সোমবার পেট্রোবাংলায় অফশোর বিল্ডিং রাউন্ড সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নতুন পিএসসি (উৎপাদন বণ্টন চুক্তি) সব দিক থেকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পিএসসিতে অংশ নিতে বিভিন্ন দেশ পেট্রোবাংলার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। ফলে এবারের পিএসসিতে সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, এবারের বিডিংয়ে কতগুলো আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। এবার ব্রেন্ট ক্রুডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। ক্রুডের দাম বেড়ে গেলে তারা কিছুটা সুবিধা পাবে আর দাম কমে গেলে আমরা সুবিধা পাবো। ফ্যাক্টর আর রাখা হয়েছে। এতে উৎপাদন বাড়াতে আগ্রহী হবে। বাইরে কিছু লোক রয়েছেন যারা নেতিবাচক করতে এ সিদ্ধান্ত। তাদের মুখে ছাই ঘষে দিতে সক্ষম হয়েছি। আগ্রহীদের জন্য ৪ বছরের সার্ভে করার সুযোগ থাকছে। এরপর তারা অনুসন্ধানে যেতে আবার সময় নেবে। যারা এতদিন আগ্রহ দেখিয়েছিল তারা এগিয়ে আসবে বলে আশা করছি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গাফিলতির জন্য কোনো রকম দুর্ঘটনার দায়ভার তাদের বহন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন,সমালোচনা যারা করেন তাদের মুখে ছাই দিয়ে আমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর একটি ইতিবাচক জায়গা দেখাতে পেরেছি। এই যাত্রা যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বহু প্রতীক্ষার পর তেল গ্যাস অনুসন্ধানের প্রাথমিক কাজ সোমবার থেকে শুরু হলো। আমরা চাইছি,বিশ্বের খ্যাতনামা কোম্পানিগুলো এতে অংশ নিক। প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজটি দিতে পারবো। ২৪টি ব্লকে আমরা ব্রিডিং শুরু করছি। ২০১৬ সালে এই কাজ শুরু করেছিলাম। মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে করতে আমাদের তিন বছর চলে গেছে। ১৩ হাজার স্কয়ার কিলোমিটারের ডাটা এখন আমাদের হাতে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রতিযোগিতামূলকভাবে এই ব্রিডিং অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করছি। রমজানের পর প্রি বিড মিটিং হবে। সেখানে আগ্রহী কোম্পানিগুলো অংশ নেবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব নুরুল আলম বলেন, অফশোরের পাশাপাশি অনশোরেও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সাগরে বাপেক্সের ক্যারিড শেয়ার ১০ শতাংশ থাকবে।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার বলেন, সাগরের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ২৪টি ব্লকে ১০ই মার্চ আন্তর্জাতিক দরপত্র উন্মুক্ত করেছে পেট্রোবাংলা। ৯টি দেশীয় পত্রিকার পাশাপাশি বিদেশি পত্রিকা 'দ্য ইকোনমিস্ট-য়ে নোটিশ প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দরপত্র জমা দেয়ার জন্য ৬ মাস (৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সময় পাবে বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো। তেল পেলে ২০ এবং গ্যাসের জন্য ২৫ বছর ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ৫৫ আইওসির কাছে আহ্বান জানিয়েছি। জমা দেয়ার পর ৯ই সেপ্টেম্বর তা খোলা হবে। দুইটি ডাটা সেন্টার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে করা হয়েছে। সেখানে থেকে ডাটা কেনা যাবে। প্রমোশনাল সেমিনার হবে ঈদের পর। তেল পেলে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দাম নির্ধারণ করা হবে। ব্যাংক গ্যারান্টি একেবারে মিনিমাম রাখা হবে। সবচেয়ে আকর্ষণীয়, কষ্ট রিকোভারি ৭৫ ভাগ প্রতি বছর। যদি কোনও ঠিকাদার ড্যামেজ করে তাহলে দায় নিতে হবে।

পেট্রোবাংলা ডাটার জন্য পৃথক ৮টি প্যাকেজ প্রস্তুত করেছে, যেগুলো কিনতে পারবে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান। আর কিছু ডাটা রয়েছে, যেগুলো ফ্রি দেখার সুযোগ পাবে কোম্পানিগুলো। এ ছাড়া স্লামবার্জার ১২ হাজার ৯৩২ লাইন কিলোমিটার ২ডি জরিপ করেছে। সেই জরিপের ডাটাও কিনতে পারবে। কোনো কোম্পানি এক অথবা একাধিক ব্লকের জন্য আবেদন করতে পারবে বলে জানিয়েছেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান। সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে সর্বশেষ দরপত্র ডাকা হয়েছিল ২০১৬ সালে। এরপর ২০১৯ সালে নতুন পিএসসি আপডেট করা হলেও দরপত্র ডাকা হয়নি।

সাগরের সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির পর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চলের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের। গভীর সমুদ্রে ১৫টি ও অগভীর সমুদ্রে ১১টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১০ সালে গভীর সমুদ্রে ডিএস-১০ ও ডিএস-১১ ব্লকে কাজ নেয় কনোকো ফিলিপস। তারা ২ডি জরিপ শেষে গ্যাসের দাম বাড়ানোর দাবি করে। সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় কাজ ছেড়ে চলে যায়। এ ছাড়া চুক্তির পর কাজ ছেড়ে চলে যায় অস্ট্রেলিয়ার স্যান্তোস ও দক্ষিণ কোরিয়ার পস্কো দাইয়ু। এখন একমাত্র কোম্পানি হিসেবে অগভীর সমুদ্রের দুটি ব্লকে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ভারতের কোম্পানি ওএনজিসি। এ দুটি বাদ দিয়ে বাকি ২৪টি ব্লকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

অফশোর বিডিংয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে অনেক সুবিধা দেয়ায় বিদেশি কোম্পানি আগ্রহী হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে ডাকা আন্তর্জাতিক দরপত্রে সর্বোচ্চ সাড়া পাওয়ারও আশা করছে সরকার। এতে বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের ৫৫টি কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গত সোমবার পেট্রোবাংলায় অফশোর বিল্ডিং রাউন্ড সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নতুন পিএসসি (উৎপাদন বণ্টন চুক্তি) সব দিক থেকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পিএসসিতে অংশ নিতে বিভিন্ন দেশ পেট্রোবাংলার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। ফলে এবারের পিএসসিতে সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বলেন, এবারের বিডিংয়ে কতগুলো আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। এবার ব্রেন্ট ক্রুডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। ক্রুডের দাম বেড়ে গেলে তারা কিছুটা সুবিধা পাবে আর দাম কমে গেলে আমরা সুবিধা পাবো। ফ্যাক্টর আর রাখা হয়েছে। এতে উৎপাদন বাড়াতে আগ্রহী হবে। বাইরে কিছু লোক রয়েছেন যারা নেতিবাচক করতে এ সিদ্ধান্ত। তাদের মুখে ছাই ঘষে দিতে সক্ষম হয়েছি। আগ্রহীদের জন্য ৪ বছরের সার্ভে করার সুযোগ থাকছে। এরপর তারা অনুসন্ধানে যেতে আবার সময় নেবে। যারা এতদিন আগ্রহ দেখিয়েছিল তারা এগিয়ে আসবে বলে আশা করছি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গাফিলতির জন্য কোনো রকম দুর্ঘটনার দায়ভার তাদের বহন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন,সমালোচনা যারা করেন তাদের মুখে ছাই দিয়ে আমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর একটি ইতিবাচক জায়গা দেখাতে পেরেছি। এই যাত্রা যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, বহু প্রতীক্ষার পর তেল গ্যাস অনুসন্ধানের প্রাথমিক কাজ সোমবার থেকে শুরু হলো। আমরা চাইছি,বিশ্বের খ্যাতনামা কোম্পানিগুলো এতে অংশ নিক। প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজটি দিতে পারবো। ২৪টি ব্লকে আমরা ব্রিডিং শুরু করছি। ২০১৬ সালে এই কাজ শুরু করেছিলাম। মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে করতে আমাদের তিন বছর চলে গেছে। ১৩ হাজার স্কয়ার কিলোমিটারের ডাটা এখন আমাদের হাতে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রতিযোগিতামূলকভাবে এই ব্রিডিং অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করছি। রমজানের পর প্রি বিড মিটিং হবে। সেখানে আগ্রহী কোম্পানিগুলো অংশ নেবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব নুরুল আলম বলেন, অফশোরের পাশাপাশি অনশোরেও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সাগরে বাপেক্সের ক্যারিড শেয়ার ১০ শতাংশ থাকবে।

পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার বলেন, সাগরের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ২৪টি ব্লকে ১০ই মার্চ আন্তর্জাতিক দরপত্র উন্মুক্ত করেছে পেট্রোবাংলা। ৯টি দেশীয় পত্রিকার পাশাপাশি বিদেশি পত্রিকা 'দ্য ইকোনমিস্ট-য়ে নোটিশ প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দরপত্র জমা দেয়ার জন্য ৬ মাস (৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সময় পাবে বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো। তেল পেলে ২০ এবং গ্যাসের জন্য ২৫ বছর ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ৫৫ আইওসির কাছে আহ্বান জানিয়েছি। জমা দেয়ার পর ৯ই সেপ্টেম্বর তা খোলা হবে। দুইটি ডাটা সেন্টার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে করা হয়েছে। সেখানে থেকে ডাটা কেনা যাবে। প্রমোশনাল সেমিনার হবে ঈদের পর। তেল পেলে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দাম নির্ধারণ করা হবে। ব্যাংক গ্যারান্টি একেবারে মিনিমাম রাখা হবে। সবচেয়ে আকর্ষণীয়, কষ্ট রিকোভারি ৭৫ ভাগ প্রতি বছর। যদি কোনও ঠিকাদার ড্যামেজ করে তাহলে দায় নিতে হবে।

পেট্রোবাংলা ডাটার জন্য পৃথক ৮টি প্যাকেজ প্রস্তুত করেছে, যেগুলো কিনতে পারবে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান। আর কিছু ডাটা রয়েছে, যেগুলো ফ্রি দেখার সুযোগ পাবে কোম্পানিগুলো।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

SME TRUST
Educating the poor ©

ntv

on NTV Sky 780

Ramadan 2024 Live Appeals

8th, 14th, 21st & 27th Ramadan

From 5pm till Farj
(বিকাল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত)

DONATION HOTLINE
0208 090 1224

STUDIO HOTLINE
0203 515 5838

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- **£2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents**
- **£1000 - Life member**
- **£500 - Sponsor 1 poor/orphan student**
- **£250 - One Kear Land**
- **£150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)**
- **£100 - 20 Bags of cement**
- **£90 - 1000 Bricks**
- **£25 - 5 Zil Quran**
- **£20 - 1 Bag rice**

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

ফেব্রুয়ারিতে ৫৬৯ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫২৩

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গত ফেব্রুয়ারি মাসে সারাদেশে ৫৬৯টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ৫২৩ জন মানুষ মারা গেছেন। একইসঙ্গে আহত হয়েছেন ৭২২ জন মানুষ। গত রোববার (১০ মার্চ) বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার স্বাক্ষরিত সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিআরটিএ'র বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে সারাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও জানায়।

এসবের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮০টি দুর্ঘটনায় ৯৫ জন নিহত এবং ১১৬ জন আহত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিভাগে ১২৬টি দুর্ঘটনায় ১১২ জন নিহত এবং ২২৩ জন আহত হয়েছেন; রাজশাহী বিভাগে ৯৪টি দুর্ঘটনায় ৯১ জন নিহত এবং ৪২ জন আহত হয়েছেন; খুলনা বিভাগে ৬৮টি দুর্ঘটনায় ৫৮ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত হয়েছেন; বরিশাল বিভাগে ২৭টি দুর্ঘটনায় ১৮ জন নিহত এবং ৬২ জন আহত হয়েছেন; সিলেট বিভাগে ৩৬টি দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত এবং ৬৫ জন আহত হয়েছেন; রংপুর বিভাগে ৭৪টি দুর্ঘটনায় ৬২ জন নিহত এবং ৭৩ জন আহত হয়েছেন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৬৪টি দুর্ঘটনায় ৬১ জন নিহত এবং ৮১ জন আহত হয়েছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় সংগঠিত মোটরযানের মধ্যে মোটরকার/জিপ ২৬টি, বাস/মিনিবাস ১১৮টি, ট্রাক/কাভার্ডভ্যান ১৭০টি, পিকআপ ৪০টি, মাইক্রোবাস ১৯টি, অ্যাম্বুলেন্স ১টি, মোটরসাইকেল ২০৬টি, ভ্যান ২৩টি, ট্রাক্টর ১৯টি, ইজিবাইক ২৮টি, ব্যাটারিচালিত রিকশা ৩৬টি, অটোরিকশা ৪৬টি ও অন্যান্য যান ১৪২টিসহ সর্বমোট ৮৭৪টি।

আবারো অশান্ত সীমান্ত: মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে ১৭৯ বিজিপি সদস্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কয়েক সপ্তাহ কিছুটা শান্ত থাকার পর আবারও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। সীমান্ত এলাকায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে মুহুর্মুহু গুলি, মর্টার শেল নিক্ষেপ ও মারাত্মক সংঘর্ষে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টার সময় মিয়ানমারের অন্তত দুজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিহত হয়েছেন বলে সুত্রে জানা যায়। এমন পরিস্থিতিতে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপির ১৭৯ সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। আর বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে 'মিয়ানমার থেকে ছোড়া' গুলিতে একজন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য আহত হয়েছেন।

সোমবার (১১ মার্চ) রাতে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক শাহ মোজাহিদ উদ্দিনের বরাতে জানা যায়, সোমবার পুরোদিন নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমার বিজিপি এর ১৭৯ জন সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে অস্ত্র সমর্পণ করে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাদের মধ্যে দুপুরে ২৯ জন এবং সন্ধ্যার পর আরও ১৫০ জন এসেছেন। আশ্রয়প্রার্থীরা অস্ত্র জমা দেওয়ার পর বিজিবি তাদের হেফাজতে নিয়েছে।

ইতিপূর্বেও মিয়ানমারের চলমান অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন দেশটির সেনাসদস্যসহ ৩৩০ জন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ফেরত পাঠানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ২ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সীমান্তের ওপারে আরাকান আর্মির সঙ্গে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপির সংঘর্ষ শুরু হয়। এর জেরে ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন এই ৩৩০ জন। তাদের মধ্যে ৩০২ জন বিজিপি সদস্য, ৪ জন বিজিপি পরিবারের সদস্য, ২ জন সেনাসদস্য, ১৮ জন ইমিগ্রেশন সদস্য ও ৪ জন বেসামরিক নাগরিক।

অন্যদিকে, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের জামছড়ি সীমান্তে ইউপি সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সোমবার বিকাল ৪টার দিকে জামছড়ি এলাকার মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সাবের আহমদকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নাইক্ষ্যংছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমন গনমাধ্যমকে বলেন, 'সোমবার বিকালে সীমান্ত এলাকা জামছড়ি মসজিদের পাশে স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ করছিলেন ইউপি সদস্য সাবের আহমদ। এ সময় মিয়ানমার থেকে আসা একটি গুলি তার কোমরে লাগে। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' এ ব্যাপারে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় প্রশাসনের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বাংলাদেশে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব!

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে, একপ্রকার প্রাণ বাঁচাতে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) এর সদস্যরা দফায় দফায় পালিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে আশ্রয় প্রার্থনা করে, অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। আবারো রোহিঙ্গা ঢলের আশংকা রয়েছে। সীমান্তের ওপারে প্রায় ৩ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশের প্রহর গুনছে বলে বিভিন্ন খবরে চাউর হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি'র কড়া নজরদারীতে নতুন করে রোহিঙ্গা ঢল থামানো গেলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে কিনা তা এক কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে।

বিশেষত: মিয়ানমারের তিনটি প্রধান এথনিক রেজিস্ট্যান্ট গ্রুপড়তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), মিয়ানমার ন্যাশনাল এলায়েন্স (এমএমডিএ) এবং আরাকান আর্মি'রড় সমন্বয়ে গঠিত 'ব্রাদারহুড অ্যালাইয়েন্স'র 'অপারেশন ১০২৭' কাছে মিয়ানমারের মহাপরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর নিয়মিত পরাজয়ের খবর আমরা পাচ্ছি। বিশেষ করে, আরাকান আর্মি একটার পর একটা মিয়ানমারের মিলিটারি ঘাঁটি দখল করে নিচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের বরাতে জানা যায়, আরাকান আর্মি ১৩ নভেম্বর রাখাইনে 'অপারেশন ১০২৭' শুরু করার পর সিতওয়ে'র নিকটবর্তী পাউকতাও শহর এবং চিন প্রদেশের পালেতাওয়া শহর সহ ১৬০টি অবস্থান থেকে মিয়ানমার জান্তা বাহিনীকে উৎখাত করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত জানুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাখাইন ও আরাকান রাজ্যেও যুদ্ধ পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মিয়ানমার বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যে মিয়ানমারের ৬০% এলাকা দখল করে নিজেদের শক্তিমত্তা প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে,গত ছয় বছর পুর্বে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে রোহিঙ্গা সংকটের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও এ সংকটে বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়েছে আরও আগে, ১৯৭৮ সাল থেকে। কথায় আছে সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের ১০ ফোঁড়ের সমান। রোহিঙ্গা সমাস্যা এখন স্রেফ দ্বি-পাক্ষিক বিষয় নয়, বহুপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিকও বটে। উভয় দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পর্যায়ের অনেকবার বৈঠক অনুষ্টিত হয়েছে কিন্তু তাতে কোনো কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। এ পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাকে তাদের স্বদেশে প্রত্যবর্তন করানো/পাঠানো সম্ভব হয়নি। বরং মিয়ানমানের অভ্যন্তরীন বিবাদ, অস্থিতিশীলতা ও বিভিন্ন অজুহাতে অনানুষ্ঠানিকভাবে রোহিঙ্গা প্রবেশ করছে।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বাহিনী ও স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের চলমান সংঘর্ষের উত্তাপ বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাণে বাঁচতে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) এর সদস্যরা দফায় দফায় পালিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আত্মসমর্পণ করেছেন। এ পর্যন্ত মিয়ানমারের প্রায় ৩৩০ জন সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী (বিজিপি)'র সদস্য অস্ত্রশস্ত্রসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাইক্ষ্যংছড়ির তুমব্রু, ঘুংধুম, উখিয়ার পালংখালীর রহমতের বিল ও আণজুমের পাড়া এবং টেকনাফের হোয়াইক্যং ও হ্নীলা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং অস্ত্রসমর্পণ করেছে। সেই আশ্রিত ৩৩০ জন মিয়ানমার বিজিপি সদস্যদের বাংলাদেশ সরকার তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হলেও, ইতিমধ্যে গতকাল নতুন করে ১৭৯ জন মিয়ানমারের বিজিপি সদস্য নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে।

চীন তার ভূরাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় এক রকম অন্ধভাবে মিয়ানমারের পক্ষ নিয়েছে। সব মানবতাকে দক্ষিন চীন সাগরে বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশ দ্বি-পক্ষীয়, বহুপক্ষীয়সহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সব ফ্রন্টে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমার আগের কঠোর অবস্থান থেকে সরে এলেও খুব সহসা তারা রোহিঙ্গাদের ফেরত নেবে তেমন কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। মিয়ানমারের আন্তরিকতা ও আগ্রহ সম্পর্কে সবারই প্রশ্ন আছে। তাই সঙ্গত কারণেই সবাই বলছেন সমস্যার সমাধান সহজে হচ্ছে না।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশকে একটা নাতিদীর্ঘ সময় প্রায় ১৪ লাখ রোহিঙ্গার বোঝা টানতে হতে পারে। সমাধানের পথ দীর্ঘ হলে এ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বর্তমানের মতো একই মাত্রায় অ্যাক্টিভ রাখা আগামীতে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে ১৪ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে অর্ধেকই শিশু-কিশোর। এরা তো বড় হবে। ক্ষোভ, হতাশা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার জায়গা থেকে এর একটা স্বল্প সংখ্যাও যদি সন্ত্রাস এবং বিদ্রোহের পথ বেছে নেয় তাহলে সেটা পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য ভীষণ বিপজ্জনক হবে। মিয়ানমার তো নয়ই, চীন, ভারত কেউ এ বিপদের বাইরে থাকতে পারবে না। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ভারত ও চীনের সব স্বার্থ অনবরত হুমকির মধ্যে থাকবে।

সমাধানের পথে সবচেয়ে বড় শঙ্কার জায়গাটি হলো, রোহিঙ্গাকে সমস্যাটি এখন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তির জন্য এ অঞ্চলে প্রভাব বলয় বিস্তারে দাবার ঘুটিতে পরিণত হওয়ায় মিয়ানমার সরকার এক বৃহৎ রাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থন পাচ্ছে। আবার ভূ-রাজনীতির কারনে অন্যদিকে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রি ভারতও মায়ানমারের পক্ষ্যেই অনড় রয়েছে অনেকাংশে। তাই বাংলাদেশকে সুদূরপ্রসারী চিন্তা এবং সংকটের ভবিষ্যতে রূপরেখা সম্পর্কে আগাম বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাশের পাহাড়ে গড়ে উঠেছে সন্ত্রাসীদের অভয়ারন্য। ক্যাম্পের ভিতরে বসে রীতিমত নেশা ও মাদকের আস্তানা। মাঝে মধ্যে আইন শৃংখলা বাহিনীর সাথে (ক্যাম্পের ভিতরে ও বাইরে) সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারীদের বন্দুক যুদ্ধের খবরা খবর পত্র পি্ত্রকায় চোখে পড়ে। পত্র পত্রিকায় যেসব খবর আসে তা মুল খবরের কিয়দংশ মাত্র। আসল অনেক খবর অগোচরে রয়ে যায় জনমের মত।বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত মাদক ও দূর্নীতির বিরোদ্ধে জিরো টলারেন্স, এই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এসে বড় রকমের হোঁচট খেয়েছে। মাদকের থাবা এসব রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এভাবে বিস্তৃত যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনাকেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে তুলেছে সন্ত্রাসী রোহিঙ্গাদের সাথে আঁতাত করা স্থানীয়, দেশি-বিদেশি দুর্বত্তরা!

স্থানীয় জনগোষ্টীর মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বৈধ ব্যবসার আড়ালে অবৈধ ইয়াবা কারবারের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে পড়েছে। রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বনে যাওয়ার বাসনায় ও শর্টকাট ম্যাথডে কোটিপতি হওয়ার মানসিকতায় স্থানীয় কিছু জনপ্রতিনিধি ও স্বার্থান্বেসী লোক এই মরন নেশা ইয়াবা কারবারীতে জড়িয়ে পড়েছে বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা জনগোষ্টী ও স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি যৌথভাবে এসব মরন খেলায় আইন শৃংখলা বাহিনী ও প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে (অনেকে বলেন, এক প্রকার আঁতাত করে) এসব অপকর্ম করে চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা স্থানীয় লোকদের ধরে নিয়ে মুক্তি পণ আদায় করছে, দিনে ও রাতে ডাকাতি, অপহরণ, পণ আদায়, মুক্তিপণ না পেলে খুন করা, জাহাজে করে মানুষকে মালেশিয়া নিয়ে যাবার কথা বলে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে, পরে তাদেরকে মারধর করে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে পণ গ্রহন ইত্যকার ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত ঘটাচ্ছে এসব রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা। অনেক স্বার্থান্বেষী স্থানীয় লোক রোহিঙ্গাদের সাথে মিশে ঐসব অপকর্ম করে চলেছে বলে বিভিন্ন গনমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে, তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও একতা গড়ে তোলা হয়েছে অত্যন্ত সু-কৌশলে। তাদের একতা ও ঐক্য এমন ইস্পাত কঠিন, এদেশের আইন শৃংখলা বাহিনীর সাথে রীতিমত বিবাদ তৈরি করে পুলিশ, বিজিবি, আর্মির সাথেও তারা মুখোমুখি হতে বিন্ধু পরিমান ভয় পায়না এমনকি পরোয়াও করেনা ! মাঝে মাঝে অনেক ছোট খাট ব্যাপারেও তারা আইন শৃংখলা বাহিনীর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের একতা, ঐক্য ও শক্তি সামর্থ্য দেখাতে-ইচ্ছে করেই এরুপ কার্যকলাপ করে বলে অনেকেই মনে করেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে বিভিন্ন গ্রুপ, উপ গ্রুপে সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে, তাদের হাতে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্র। রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন সন্ত্রাসী সজ্ঘঠনের সাথে লেজুড়ভিত্তি। অনেক যোদ্ধা অস্ত্র শস্ত্রের ট্রেনিং গ্রহনের জন্য বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে চলে যায়, দেশে এসে অন্যান্য গ্রুপে্দের প্রশিক্ষন প্রদান করে পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্টি রাষ্ট্র যন্ত্রের বিরোদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধের দামামা বাজানোর জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত। অনেক ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে অলিখিত তাদের শাসনে চলে যেখানে আইন শৃংখলা বাহিনী দেশি ও বিদেশী ষড়যন্ত্রের কাছে নিরুপায় ও অসহায় আত্বসমর্পন করে। আন্তর্জাতিক এন জিওগুলোর প্রশাসনের অধীনে চলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো, তখন আমাদের আইন শৃংখলা বাহিনীর কিছু করার থাকেনা। তারা অসহায় হয়ে তাদের কথা মেনে চলতে বাধ্য হয় অনেক ক্ষেত্রে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah
Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা-ভূমিকম্পে নিহত ২৬

পোস্ট ডেস্ক : টানা ৫ দিন ধরে চলা ব্যাপক বর্ষণ ও তার ফলে সৃষ্ট বন্যা-ভূমিধসে ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রা প্রদেশে এ পর্যন্ত ২৬ জন নিহত হয়েছেন এবং এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৬ জন। দেশটির দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর বিএনপিবির বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।

৭ মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে বর্ষণ শুরু হয়েছে পশ্চিম সুমাত্রার বিভিন্ন অঞ্চলে। বিএনবিপির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টি ও তার ফলে সৃষ্ট বন্যা-ভূমিধসে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার সেতু, স্কুল, অন্তত ২৮০ একর জমির ফসল এবং প্রায় ৭০০ বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে।

সেই সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি ও ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন অন্তত ৩৯ হাজার মানুষ। দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই, বরং সামনের কয়েক দিন বর্ষণ অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

সোমবার পশ্চিম সুমাত্রার রাজধানী পাদাংয়ে এসেছিলেন বিএনপিবির কেন্দ্রীয় প্রধান নির্বাহী। সেখানে দপ্তরের প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপদ্রুত বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনকে উদ্ধার এবং ত্রাণ সরবাহ বিষয়ক জরুরি বৈঠক করেছেন তিনি।

দুর্যোগ মোকাবিলা কমিটি পশ্চিম সুমাত্রা শাখার কর্মকর্তা আবদুল মালিক রয়টার্সকে জানিয়েছেন উপদ্রুত বিভিন্ন এলাকায় তাঁবু, কম্বল, পানি বিশুদ্ধকরণ ওষুধ, খাবার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী পাঠানোর কাজ চলছে এবং ইতোমধ্যে অনেক এলাকায় ত্রাণ পৌঁছেছে।

ভারতে 'ক্যা' নিয়ে কেন এত বিতর্ক

পোস্ট ডেস্ক : ভারতে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে দেশজুড়ে কার্যকর হলো সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ। বিরোধী দলগুলো সমালোচনা করে একে বলে 'ক্যা'। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই আইন চালু হওয়ার কথা ঘোষণা করে ভারত সরকার। কিন্তু বিল পাশের চার বছর পর কার্যকর হওয়া এই 'সিএএ' আসলে কী? ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন আর বর্তমান সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের পার্থক্যটাই বা কী? কেনই বা সিএএ নিয়ে এত বিতর্ক?

পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে আসা অ-মুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতেই আনা হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)। ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হলেও বিধি নিয়ে জট থাকায় তা এত দিন বলবৎ করা যায়নি। সোমবার সন্ধ্যায় প্রজ্ঞাপন জারি করে অবশেষে তা কার্যকরী করেছে ভারতের মোদি সরকার। লোকসভা ভোটের আবহে ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে পুরোপুরি শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া শিবিরে আনন্দোৎসবের পাশাপাশি আসামের আকাশে প্রতিবাদের মেঘ গাঢ় হচ্ছে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইনের সাথে সিএএ-র ফারাক উসকে দিয়েছে বিতর্ক। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে কোনো ধর্মের উল্লেখ ছিল না। ২০১৯ সালে ভারত সরকার যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাস করিয়েছে, তাতে স্পষ্টত ধর্মের উল্লেখ আছে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে স্পষ্ট বলা আছে, কোনো ভারতীয় বংশোদ্ভূত বা ভারতীয় উপমহাদেশে জন্মানো নাগরিক নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশি সময় এদেশে থাকলেই তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম বা অমুসলিম উল্লেখ করা ছিল না। একই সাথে বলা হয়েছিল নাগরিকত্ব পেতে টানা এক বছর ভারতে থাকতে হবে। এ ছাড়াও বিগত ১৪ বছরের মধ্যে ১১ বছর ভারতে থাকা বাধ্যতামূলক। নতুন আইনে ওই ১১ বছরের সময়কাল কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে।

কিভাবে সিএএ থেকে সুবিধা পাবেন শরণার্থীরা? আইন অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশে আসা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত শরণার্থীরা ভিসা বা পাসপোর্টের মতো নথি না থাকলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

তবে ২০১৯ সালে সিএএ আইন পাশ হয়ে গেলেও তা কার্যকর হওয়ার বিষয়টি গত চার বছরের উপর ঝুলে ছিল। করোনা পর্বে দেশের নানা প্রান্তে এই আইনের বিরোধিতায় শুরু হয় আন্দোলন। যার জেরে অশান্তি, সহিংসতায় প্রাণ যায় প্রায় ১০০ জনের। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের দাবি ছিল অবিলম্বে সিএএ কার্যকর করার। কিছুদিন আগে এ বিষয়ে বার্তা দিয়ে ভারতের মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন, 'নির্বাচনের আগেই সিএএ কার্যকর হচ্ছে।' সোমবার ভারতব্যাপী সিএএ কার্যকর হওয়ার পর খুশিতে মেতে উঠতে দেখা যায় মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের।

অন্যদিকে, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিসহ বহু অবিজেপি নেতা-নেত্রীরা এই আইনের প্রতিবাদ জানান। তাদের অভিযোগ, সংশোধিত আইনে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এটি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী। এছাড়াও, আসামসহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুরা ব্যাপক হারে ভারতে চলে আসতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। তাছাড়া, আসামে থাকা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদেরও (বাংলাভাষী) নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে কেউ কেউ মনে করছেন। ফলে আসামের জনবিন্যাস বদলে যেতে পারে। বিপন্ন হবে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি। এছাড়া, সিএএ চালুর পরেই নাগরিকপঞ্জি আপডেট করার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাঝ আকাশে ঘুমিয়ে পড়েন দুই পাইলট

পোস্ট ডেস্ক : ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫ জানুয়ারি। সেদিন ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপ থেকে রাজধানী জাকার্তার উদ্দেশে রওনা দেয় স্থানীয় উড়োজাহাজ সংস্থা বাটিক এয়ারের একটি উড়োজাহাজ। সেটিতে যাত্রী ছিল ১৫৩ জন। আর ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন চারজন।

উড্ডয়নের পর প্রায় আধ ঘণ্টা উড়োজাহাজটির ককপিটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয় জাকার্তা উড়োজাহাজ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। এ নিয়ে তদন্তে নামে ইন্দোনেশিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয়। তারা হয়।

কেএনকেটির প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়, আকাশে সব মিলে দুই ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ছিল উড়োজাহাজটি। পাইলট দুজন মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ায় যাত্রী বা অ্যাটেনডেন্ট কেউই আহত হননি। উড়োজাহাজটিরও কোনও ক্ষতি হয়নি।

আকাশে ওড়ার আগে পাইলটদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার নিয়ম। ২৫ জানুয়ারি উড্ডয়নের আগে বাটিক এয়ারের ওই দুই পাইলটেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাদের রক্তচাপ ও

একটি কমিটি করে, যার নাম ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি কমিটি (কেএনকেটি)।

এই কমিটি শনিবার তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। এতে বলা হয়, সুলাওয়েসি দ্বীপ থেকে রওনা দেওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পর ৩২ বছর বয়সী পাইলট তার কো-পাইলটকে বলেছিলেন, তার বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সময় কো-পাইলট যেন উড়োজাহাজের নিয়ন্ত্রণ নেন।

পাইলটের কথায় রাজি হন কো-পাইলট। তবে ফ্লাইটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর একপর্যায়ে তিনি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েন। এভাবে সাড়াশব্দহীনভাবে কেটে যায় ২৮ মিনিট। এরপর পাইলটের ঘুম ভাঙে। ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন, কো-পাইলট ঘুমাচ্ছেন এবং উড়োজাহাজটি রুট থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে।

পাইলট তখন কো-পাইলটের ঘুম ভাঙ্গান এবং তারা দুজনে রাজধানী শহরে নিরাপদে উড়োজাহাজটি অবতরণ করান।

কো-পাইলটের এমন ঘুমের কারণ হিসেবে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তার স্ত্রী একমাস আগে এক যমজ সন্তানের জন্ম দেন। স্ত্রীর পাশাপাশি তাকেও নবজাত শিশুদের লালন-পালন করতে হচ্ছে। এ ঘটনায় দুই পাইলটকে সাময়িক বরখাস্ত করা

হৃদস্পন্দন ছিল স্বাভাবিক। তাদের শরীরে মদের উপস্থিতিও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ উড়োজাহাজ চালানোর মতো শারীরিকভাবে সক্ষম ছিলেন তারা।

তাহলে পাইলটরা ঘুমিয়ে পড়লেন কেন?

এ বিষয়ে বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞ অ্যালভিন লাই বলেন, "ফ্লাইটের আগে পাইলট দুজন বিশ্রাম নিয়েছেন বলে মনে হলেও তাদের বিশ্রাম পর্যাপ্ত ছিল কি না, তা স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে জানা সম্ভব নয়।"

আকাশে মাঝপথে পাইলটদের ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনায় বাটিক এয়ারকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছে ইন্দোনেশিয়ার পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

দেশটির উড়োজাহাজ চলাচলের প্রধান এম কৃস্টি এনদাহ মুরনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাটিক এয়ারের উচিত তাদের কর্মীদের বিশ্রামের সময়ের দিকে আরও মনোযোগী হওয়া।

২০১৯ সালে বাটিক এয়ারের আরেকটি ঘটনাও বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। সে বছর উড্ডয়ন অবস্থায় তাদের একজন পাইলট জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় উড়োজাহাজের জরুরি অবতরণ করতে হয়েছিল।

হাইতির প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

পোস্ট ডেস্ক : হাইতির প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরি পদত্যাগ করেছেন। গায়ানার প্রেসিডেন্ট এবং ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির (কেরিকম) বর্তমান চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইরফান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সোমবার কেরিকমের নেতারা হাইতির পরিস্থিতি নিয়ে একটি জরুরি শীর্ষ সম্মেলন করার সময় এরিয়েল হেনরির পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইরফান আলী। খবর আলজাজিরার।

হাইতিতে বর্তমানে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সেখানে বিভিন্ন অপরাধী গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংসতা বাড়তে থাকায় দেশজুড়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

দেশজুড়ে সহিংসতা এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই পদত্যাগের চাপে ছিলেন হাইতির প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরি। হাইতির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার জ্যামাইকাই বৈঠকে বসেন আঞ্চলিক নেতারা।

বর্তমানে পুয়ের্তো রিকোতে অবস্থান করছেন হেনরি। তবে বর্তমান সহিংস পরিস্থিতির কারণে তিনি দেশেও ফিরতে পারছেন না। ২০২১ সালের জুলাই মাসে দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিহত হওয়ার পর থেকেই দেশের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন হেনরি।

সে সময় নিজ বাসভবনে হত্যার শিকার হন প্রেসিডেন্ট জোভেনেল মইসি। আততায়ীরা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ঢুকে তাকে গুলি করে হত্যা করে। সশস্ত্র একটি দল প্রেসিডেন্ট জোভেনেলের বাড়িতে মাঝ রাতে হামলা চালায়। পরে তাকে গুলি করে হত্যা করে। হামলায় প্রেসিডেন্ট জোভেনেল মইসির স্ত্রীও আহত হন।

আসামে বিক্ষোভের আগুন

পোস্ট ডেস্ক : লোকসভা ভোটের আগেই ভারতে চালু হল বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)। সোমবার সন্ধ্যায় মোদি সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করতেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে আসামে। মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে হরতালের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। তবে সেই সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

সোমবার বিকালে সিএএ কার্যকর হওয়ার ঘোষণা হতেই আসামের নানা এলাকায় শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। গুয়াহাটির কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পোড়ানো হয় সিএএর কপি। বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি রাখা হয়েছে গোটা শহর জুড়ে। সোমবার থেকেই বিধানসভা ও জনতা ভবনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তবে সিএএর প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (ঈরঃরুবহংযরঢ় অসবহফসবহঃ অপঃ) কার্যকর হওয়াকে আসামের ইতিহাসে কালো দিন বলে অভিহিত করেছেন আসাম জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট লুরিনজ্যোতি গগৈ। তার কথায়, সর্বানন্দ সোনোওয়াল এবং হিমন্ত বিশ্বশর্মা- রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির কাছে ভিক্ষা চেয়েছেন আর তার পরে এই আইনে সমর্থন করেছেন। আসামের ভূমিপুত্রদের বিরুদ্ধে তারা যে অন্যায় করেছেন, সেই জন্য চিরকাল আসাম তাদের ভিলেন হিসাবেই মনে রাখবে। অন্যদিকে, আসামের ১৬টি বিরোধী দলের জোট ইউওএফএ সাফ জানিয়েছিল, সিএএ কার্যকর হওয়ার পরদিন থেকেই রাজ্যজুড়ে বন্ধ-হরতাল শুরু হবে। ঘেরাও করা হবে জনতা ভবন।

এমন পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ নোটিস জারি করেছে গুয়াহাটি পুলিশ। সাফ জানিয়ে দেয়া হয়েছে, রেল বা জাতীয় সড়কে কোনও ব্যক্তি বা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা আগেই জানিয়েছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিবাদের অধিকার থাকলেও কোনও রাজনৈতিক দল আদালতের নির্দেশের বিরোধিতা করতে পারে না। একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট সিএএ প্রত্যাহার করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কোনও দল যদি সিএএর বিরোধিতা করে তাহলে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেও রাজ্যজুড়ে হরতালের ডাক থেকে কোনও দল সরে আসেনি বলেই জানা

রেড জোনে দেশের শীর্ষ ৯ ব্যাংক

পাঠানো হয়েছে। ২০২৩ সালের জুনভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি করা হয়েছে। দেশে সবল ব্যাংকের সঙ্গে যখন দুর্বল ব্যাংক একীভূত করার আলোচনা জোরালো হচ্ছে, তখনই সামনে এলো এমন ভয়াবহ তথ্য।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিশেষ তদারকি করেও দুর্বল ব্যাংকগুলোর অবস্থার উন্নতি করা যাচ্ছে না। সংকট উত্তরণে সর্বশেষ গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ব্যাংক মালিকদের বৈঠকে দুর্বল ব্যাংক একীভূত করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এটা আগামী বছর থেকে কার্যকর করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগে ২০২২ সালের ১২ জুলাই আব্দুর রউফ তালুকদার গভর্নর হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যোগ দিয়েই দুর্বল ব্যাংকগুলোকে পৃথকভাবে তদারকির উদ্যোগ নেন। ওই বছরের ৩ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানিয়েছিলেন, ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ১০টি দুর্বল ব্যাংককে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণের নির্দেশনা দেন তিনি। কিন্তু গত দেড় বছরে এই ১০ ব্যাংকের অবস্থারও উন্নতি হয়নি। এসব ব্যাংকের অধিকাংশের অবস্থানই রেড জোনে।

নিয়মনীতি পরিপালনে ঘাটতি, ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বহীনতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শক্ত অবস্থান না নেওয়ার কারণে দেশে দুর্বল ব্যাংকের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

বর্তমানে দেশে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ৬১টি। তবে আলোচ্য প্রতিবেদনে ৫৪টি ব্যাংকের তথ্য নেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের জুন থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত এই ৫৪টি ব্যাংকের ছয়টি ষাণ্মাষিক তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আলোচ্য ছয়টি ষাণ্মাষিকে এই ৫৪ ব্যাংকের মধ্যে ৩৮টির অবস্থার অবনতি হয়েছে। আর ১৬টির অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বাকি ৭টির মধ্যে তিনটির আর্থিক অবস্থাও সংকটাপন্ন বলে প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১৫ সালের জুন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্টাবিলিটি বিভাগ নিয়মিত ব্যাংকগুলোর এই স্বাস্থ্য সূচক ও হিটম্যাপ প্রতিবেদন তৈরি করে আসছে। এই প্রতিবেদন তৈরিতে ক্যামেলস রেটিং ও ব্যাসেল-৩ আওতায় প্রস্তাবিত লিভারেজ অনুপাত বিবেচনায় নেওয়া হয়। ক্যামেলস রেটিং হচ্ছে ব্যাংকের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিমাপের মানদণ্ড ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের মান, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য প্রবাহ ও বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা- এই ৬ সূচকের অবস্থার ভিত্তিতে এই রেটিং নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে ব্যাংকের টায়ার-১ মূলধন ও মোট সম্পদের অনুপাতকে লিভারেজ অনুপাত বলা হয়। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ব্যাংকগুলোকে বিদ্যমান লিভারেজ অনুপাত ৩ শতাংশের সঙ্গে ২০২৩ সাল থেকে বার্ষিক শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ হারে ২০২৬ সালে মধ্যে এক শতাংশে উন্নতি করার নির্দেশনা রয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, গবেষণার জন্য দুর্বল ও সবল ব্যাংকের এই তালিকা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট ব্যাংকগুলোর ছয়টি কম্পোনেন্ট নিয়ে এ তালিকা করে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ছয়টি কম্পোনেন্ট নিয়ে দুর্বল-সবল ব্যাংকের তালিকা করেছে।

এটা আমাদের নিজস্ব গবেষণার জন্য করা হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য এ রেটিং করা হয়নি। এছাড়া কোন ব্যাংক দুর্বল এটাতো জানা। মুখপাত্র আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সব প্রতিবেদন জনগণের জন্য করা হয় না। বেশ কিছু প্রতিবেদন জাতীয় স্বার্থে গোপন রাখতে হয়। ব্যাংকগুলোর ওপর ক্যামেলস রেটিং কখনো পাবলিক হওয়ার জন্য নয়, এটা গোপনীয়; বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন কম্পোনেন্ট নিয়ে এসেসমেন্ট করে। ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য করা হয়, এটা প্রকৃত হেলথ ইনডিকেটর নয়। তিনি আরও বলেন, ব্যাংকগুলোকে শ্রেণিকরণ করতে একটা পিসিএ ফ্রেমওয়ার্ক করেছি। যেখানে চারটি ক্যাটাগরিতে ব্যাংকগুলোকে মূল্যায়ন করা হবে। চলতি বছরের ব্যালেন্স শিটের ওপর ভিত্তি করে এটা করা হবে। যেটা কার্যকর হবে ২০২৫ সালের মার্চ মাস থেকে।

একীভূত নিয়ে তিনি বলেন, কোনো ব্যাংক চাইলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নিজস্ব পছন্দের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত হতে পারে। কিন্তু ডিসেম্বরের পর কোনো ব্যাংকের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো দুর্বল ব্যাংককে অপর সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করে দেবে। এতে দুর্বল ব্যাংক সবল ব্যাংক হতে পারে, আবার সবল ব্যাংক আরও সবল ব্যাংক হতে পারে। এছাড়া আমানতকারীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমানতকারীদের সুরক্ষা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশে এমন কোনো ব্যবসা নেই, যা দিয়ে আমানতের এ টাকা পরিশোধ করা যাবে। আমানত সংগ্রহে এমন বেপরোয়া নীতির কারণে ঋণের সুদও বেড়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিপাকে পড়ছেন ঋণগ্রহীতারা। বিশেষ করে ভুগতে হবে ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তাসহ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের। এ ছাড়া এমন অসম সুদে আমানত সংগ্রহের যে নীতিতে নেমেছে দুর্বল ব্যাংকগুলো সেটিও ভালো লক্ষণ নয়। কারণ চটকদার অফারে অনেকে না বুঝে ব্যাংকে আমানত রাখবেন। সেক্ষেত্রে শঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কে আছেন ব্যাংকে আমানত রাখা গ্রাহকরাও। অনেকে মূলধন হারানোর শঙ্কা করছেন। কারণ যে বেপরোয়া নীতিতে আমানত সংগ্রহ করা হচ্ছে ব্যাংকগুলোর সেই টাকা ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত সুদ অর্জন করা অনেকটা কঠিন। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, দুর্বল ব্যাংকগুলো ভালো ব্যাংকগুলোর সঙ্গে একীভূত হলেও তার আমানতকারীদের স্বার্থের কোনো হানি হবে না। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো চাইলে স্বেচ্ছায় একীভূত হতে পারবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, উচ্চ সুদের অফার পেলেই যেকোনো ব্যাংকে আমানত রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কেমন।

জানা গেছে, অন্য ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ভয়ে কয়েকটি দুর্বল ব্যাংক আমানত সংগ্রহে এ বেপরোয়া নীতি গ্রহণ করছে। সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে সুদের অফার ছাড়াও কেউ কেউ ক্ষুদে বার্তায়ও আমানত সংগ্রহে অফার দিচ্ছে। গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান। টাকার অঙ্ক ও মেয়াদ বাড়লে বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সুদের হার। সেক্ষেত্রে ১৪-১৮ শতাংশ পর্যন্ত সুদ অফার করা হচ্ছে। এদিকে ব্যাংক ঋণের আনুষ্ঠানিক সুদের হারও বেড়েছে। গত জুলাইয়ে বেঁধে দেয়া ৯ শতাংশ সুদের হার তুলে নেয়ার পর যেটি ইতিমধ্যে ১৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে গেলেই ঋণের সুদ বাড়ছে। ঋণের সুদ বেশি বেড়ে যাওয়ায় সুদহার নির্ধারণ পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমানে 'সিঙ মান্থস মুভিং অ্যাভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল' বা স্মার্ট পদ্ধতিতে ঋণের সুদের ভিত্তি হার নির্ধারিত হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বাড়তি ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ সুদ। এ দুইয়ে মিলে ঋণের চূড়ান্ত সুদহার নির্ধারণ করে ব্যাংকগুলো।

মুবারক হো মাহে রমজান

ভেতরে প্রবেশ করার পর উক্ত দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপর কেউ এই পথে আর প্রবেশ করবে না। (সহীহ বুখারী : ৩/১৮৯৬)। (২) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত। এটি অত্যন্ত বরকতময় মাস। মহান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি এ মাসের রোজা ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয় হয়। এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলোকে বন্দী করে রাখা হয়। মহান আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি ও সান্নিধ্য লাভের জন্য এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের মহাকল্যাণ ও বরকত লাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে প্রকৃতই বঞ্চিত ও হতভাগ্য ব্যক্তি। (সুনানে নাসাঈ : ৪/২১০৬)। (৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রোজা এবং কুরআন রোজাদার বান্দাহর জন্য সুপারিশ করবে। রোজা আরজ করবে হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে পানাহার ও শাহওয়াত অর্থাৎ যৌন উত্তেজনাকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। আল কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে রাতের সুখ-নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার শাফায়াত কবুল করুন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সুপারিশ মঞ্জুর করবেন। (বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/১৮৩৯। (৪) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী আমল পরিহার করল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহ তায়ালার কোন প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী : ৩/১৯০৩)।

বস্তুত, রোজা বিষয়ক ইবাদতে অবস্থা বিশেষে অব্যাহিতদান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট ও যাতনা বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আমি আমার বান্দাহদের সন্নিকটেই রয়েছি। যথাযথই তারা আমার নিকট কোনো বিষয়ে দোয়া করে, আমি তাদের দোয়া কবুল করে নেই এবং তাদের কামনা পূরণ করে দেই। (সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ১৮৬)। এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে মেনে চলা বান্দাহদেরও একান্ত কর্তব্য। এতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত বাক্যের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা রোজা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ জন্যই রোজার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, রোজা পালনকারীর দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না, অর্থাৎ কবুল হয়ে থাকে। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৭৫৩)। এ জন্যই বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ইফতারের সময় পরিবার পরিজনকে ডেকে আনতেন এবং দোয়া করতেন। (তাফসিরে ইবনে কাসির)।

অগ্নিঝরা মার্চ

থাকে হানাদাররা।

একাত্তরের মার্চ মাসে যত দিন গড়াচ্ছিল, স্বাধীনতাকামী বাঙালির ঐক্য ততই সুদৃঢ় হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে তখনকার চলমান অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়, প্রত্যয়দৃঢ় একাত্মতা ঘোষণা করছিল স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন। পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলন-সংগ্রামে মুখর জনপদ। প্রতিটি গৃহে ও ভবনের শীর্ষে উড়ছে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা আর প্রতিবাদের কালো পতাকা।

অবিরাম চলছে সভা-শোকসভা। অসহযোগ আন্দোলনের এক সপ্তাহ পর দেশ পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, লেখক, শিক্ষক সব শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা বাংলার দামাল ছেলেদের এই আন্দোলন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আজ সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ১৫নং সামরিক আইন জারি করে আগামী ১৫ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়। নির্দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত ও পলাতক ঘোষণা করে সামরিক আদালতে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদ- দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

এই নির্দেশ জারির কড়া সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, সামরিক কর্তৃপক্ষের আজ এই সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত, জনগণ আজ তাদের ইস্পাতকঠিন সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। সামরিক সরকারের এ ধরনের ভীতি প্রদর্শনের মুখে তারা কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না।

বিশিষ্ট শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল হাকিম পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব ও পদক বর্জন করেন। ঢাকার জাতিসংঘ ও পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের কর্মচারী ও এদের পরিবারবর্গসহ ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার ২৬৫ জন নাগরিক বিশেষ বিমানে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। ভৈরবে এক জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, বর্তমানে পূর্ব বাংলা আসলে স্বাধীন। আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার গঠনের অপেক্ষায় আছি। তিনি খাজনা প্রদান বন্ধ রাখার জন্য শেখ মুজিব যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলার জন্য আহ্বান জানান।

এদিকে, পাক স্বৈরাচাররা পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। তারা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে পাকিস্তানের বাঘা বাঘা নেতারাও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। একই দিনে জমিয়াতুল ওলেমা ইসলামিয়া সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মুফতি মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে তিনটি আহ্বান জানানো হয়। আহ্বানগুলো হলো- পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার, ২৫ মার্চের আগে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। একই সঙ্গে প্রতিটি গ্রাম, শহর, বন্দর, নগরে চলতে থাকে তীব্র অসহযোগ আন্দোলন।

স্বাধীনতা- এই একক একটিমাত্র কেন্দ্রীয় লক্ষ্য সামনে রেখে জাতি চূড়ান্ত পর্বের জন্য তখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একাত্তরের উত্তাল সেই সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। স্বাধীনতার সপক্ষে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ। আন্দোলন পরিচালনার মহৎ কাজে তাঁরা নিজেদের এক দিনের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রাজপথে মিছিল করে।

মহান স্বাধীনতার জন্য উৎসুক, উন্মুখ বাঙালী জাতির ভাবনা তখন ছিল একটাই পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের অচলায়তন কিভাবে ভাঙা যাবে। আগুন ঝরানো মার্চ মাসে জাতির এই প্রবল উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ এবং মাতৃভূমিকে মুক্ত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা পরবর্তীকালে সর্বাত্মক জনযুদ্ধে রূপ নেয়। চরম ত্যাগ তিতিক্ষা রক্তের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালি শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে আনে মহার্ঘ স্বাধীনতা।

ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশি জাহাজ জিম্মি, ৫০ লাখ ডলার দাবি

আমিরাতে যাওয়ার পথে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় জাহাজটিতে উঠে নিয়ন্ত্রণ নেয় সোমালিয়ার জলদস্যুরা। জাহাজটিতে ৫৫ হাজার টন কয়লা রয়েছে। জাহাজে থাকা ২৩ নাবিকের সবাই বাংলাদেশি।

জিম্মি ২৩ নাবিকের হলেন জাহাজের মাস্টার মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, চিফ অফিসার আতিক উল্লাহ খান, সেকেন্ড অফিসার মোজাহেরুল ইসলাম চৌধুরী, থার্ড অফিসার এন মোহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, ডেক ক্যাডেট সাব্বির হোসাইন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার এ এস এম সাইদুজ্জামান, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার মো. তৌফিকুল ইসলাম, থার্ড ইঞ্জিনিয়ার মো. রোকন উদ্দিন, ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার তানভীর আহমেদ, ইঞ্জিনি ক্যাডেট আইয়ুব খান, ইলেকট্রিসিয়ান ইব্রাহীম খলিল উল্লাহ, ক্রু মো. আনোয়ারুল হক, মো. আসিফুর রহমান, মো. সাজ্জাদ হোসেন, জয় মাহমুদ, মো. নাজমুল হক, আইনুল হক, মোহাম্ম শ্মসুদ্দিন, মো . আলী হোসেন, মোশাররফ হোসেন শাকিল, মো. শরিফুল ইসলাম, মো. নুর উদ্দিন ও মো. সালেহ আহমদ।

জিম্মির পর তাদের একটি কেবিনে রাখা হয়েছিল। এরপর নাবিকরা নিজেদের মোবাইল থেকে কয়েকটি ভিডিও বার্তা পাঠালেও সেগুলো জলদস্যুরা জব্দ করে নেওয়ার পর থেকেই যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। জাহাজটিতে ২০-২৫ দিনের খাবার রয়েছে। ২০০ টন বিশুদ্ধ পানি রয়েছে বলে জানা গেছে।

জাহাজটি চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এসআর শিপিং লিমিটেডের মালিকানাধীন। গ্রুপের গণমাধ্যম উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম আজ গণমাধ্যমকে বলেন, এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। এ রকম ঘটনা অহরহ ঘটে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাও আছে। আশা করছি, নাবিক ও জাহাজটি ফিরিয়ে আনতে পারব। প্রয়োজনে মধ্যস্থতা সংস্থা ও ব্রিটিশ বীমা কোম্পানির সহায়তা নেওয়া হবে।

প্রার্থী হওয়া নিশ্চিত করলেন বাইডেন ও ট্রাম্প

ডেমোক্র্যাট প্রার্থী, তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে আগামী আগস্টে।

ট্রাম্প জর্জিয়া, মিসিসিপি ও ওয়াশিংটন স্টেট প্রাইমারি জিতেছেন। ট্রাম্পের দরকার ছিল এক হাজার ২১৫ প্রতিনিধির সমর্থন। তিনিও তা পার করে গেছেন। দলের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি গত সপ্তাহেই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

খালেদা জিয়া হাসপাতালে

থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি।

মেডিকেল বোর্ডের প্রধান শাহাবুদ্দিন তালুকদার এবং এফ এম সিদ্দিকীর পরামর্শে কয়েকটি পরীক্ষা করা হবে খালেদা জিয়ার। বিএনপি নেত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন, পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই মেডিকেল বোর্ড তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া হার্টের সমস্যা ও লিভার সিরোসিস ছাড়াও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। এছাড়া আর্থরাইটিস, ডায়াবেটিস, দাঁত ও চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতা রয়েছে তার। এরই মধ্যে কয়েক দফা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেন তিনি।

আইএলওর অধিবেশনে পশ্চিমাদের প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশ

করা হয়েছে। বিচারকাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে।

পরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও আর্জেন্টিনা বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলে। তারা বেশ কয়েকজন শ্রমিকনেতার নির্যাতনের শিকার হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনা ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

আইএলওর পরিচালনা পরিষদের অন্যতম সদস্য জার্মানির রেনাটে ড্রাউস বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতির উন্নতির তাগিদ দেন। পাশাপাশি এখন পর্যন্ত নেওয়া উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। অন্যদিকে ভারত, চীন, সৌদি আরব, ইরানের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। তারা আইএলওর ২৬ ধারা অনুযায়ী ৮১, ৮৭ ও ৯৮ সনদ অনুসরণ না করায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও বাংলাদেশ আইএলওর সনদ মেনে চলছে না বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান।

অধিবেশন থেকে আইএলওর পথনকশা অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হলো, তা নিয়ে আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সংস্থার ৩৫২তম অধিবেশনের আগে প্রতিবেদন দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ইফতার পার্টি না করে মানুষের পাশে

সংরক্ষণাগার তৈরির করতে বলেছেন তিনি। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন চেম্বার থাকবে। যে পণ্যের জন্য যে ধরণের তাপমাত্রা মেইনটেন করতে হবে, সেটি মেইনটেন করে যাতে দীর্ঘ মেয়াদে এই পণ্যগুলো রেখে বাজারের এর সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যায় সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'এগুলো মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে ফলোআপ করবো।'

রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে কোন মন্ত্রণালয় কী করছেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'তিন মন্ত্রণালয় কী কী করেছে তা জানিয়েছে। যেমন-মৎস্য মন্ত্রণালয় থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাছ ও মাংস বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

বাজার নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে বাজার মনিটিং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, বেশ কয়েকটি বড় কোম্পানি ঢাকা শহরে এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য জায়গায় মিলগেটে যে রেট সেই রেটে তারা তাদের পণ্য বিক্রি করবে। মাঝখানে অনেক হাত হয়, সেজন্য মিলগেটে নিজ উদ্যোগে তেল, ডাল, চিনি বিক্রি শুরু করেছে এবং এটির পয়েন্ট আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন।'

রমজানে গাজায় ত্রাণ পাঠালো

চীন, কানাডা এবং জার্মানি।

মিসরের অনলাইন সংবাদমাধ্যম আরহাম অনলাইনকে আল আজহার জাকাত অ্যান্ড চ্যারিটির মুখপাত্র আবদেল-আলীম কাশতা বলেছেন, ত্রাণ পণ্যবাহী ট্রাকগুলো মিসরের উত্তর সিনাই থেকে রাফাহ সীমান্ত ক্রসিংয়ের মাধ্যমে গাজায় প্রবেশ করবে।

'৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ বাঁধার পর থেকে রমজান শুরুর আগ পর্যন্ত মোট ৪ হাজার টন ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা পণ্য পাঠিয়েছে আল আজহার জাকাত অ্যান্ড চ্যারিটি। সর্বশেষ গত ডিসেম্বরে ত্রাণ পাঠানো হয়েছে।'

'তবে এ পর্যন্ত সেখানে যত ত্রাণের বহর প্রবেশ করেছে, সেসবের মধ্যে এই বহরটি সবচেয়ে বড়। মোট ৮০টি দেশের অনুদানের ভিত্তিতে বহরটি সাজানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অনুদান দিয়েছে ৯টি দেশড়ইন্দোনেশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, ফ্রান্স, চীন, কানাডা এবং জার্মানি,' আরহাম অনলাইনকে বলেন আবদেল-আলীম কাশতা।

গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের ইরেজ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সামরিক-বেসামরিক ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিকসহ ১ হাজার ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা। সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় আরও ২৪০ জন ইসরাইলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিককে।

ওইদিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরাইলি বিমান বাহিনী। এক সপ্তাহ পর বিমান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় স্থল বাহিনীও। সেই সঙ্গে জলপথেও হামলা চালানো হচ্ছে।

গত পাঁচ মাসের বেশি সময়ে ইসরাইলি হামলায় ৩১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও প্রায় ৭২ হাজার। হতাহতদের একটি বড় অংশই নারী ও শিশু। দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর বোমাবর্ষণে ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি।

খুলে দেওয়া হলো ইস্ট লন্ডন মসজিদের তৃতীয় এক্সটেশন

স্বস্থান থেকে ইমামকে সরাসরি দেখতে পারবেন।

উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ ও চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জুনায়েদ আহমদ। মোনাজাত করেন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তারাবিহ-ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান ইব্রাহিম।

স্বাগত বক্তব্যে ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আমরা সাময়িকভাবে সম্প্রসারিত অংশ খুলে দিতে পেরেছি। এটি আমাদের ও কমিউনিটির জন্য একটি বিশাল অর্জন। তিনি বলেন সম্প্রসারিত অংশ শুধুমাত্র রমজানের জন্য খুলে দেওয়া হলো। বাকি কাজ সম্পন্ন করতে রমজানের পর আবার তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কমিউনিটির মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণেই ইস্ট লন্ডন মসজিদ আজ ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদগুলির মধ্যে একটি। বাকি কাজ সম্পন্ন করতে আপনাদের উদার সাহায্য অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশাবাদী। সারা মাসজুড়েই আমরা ফান্ডরেইজ করবো। আপনাদের সহযোগিতায় এই মসজিদ পূর্ব লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে ধর্ম, শিক্ষা এবং ঐক্যের আলোকবর্তিকা হিশেবে কাজ করে যাবে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনাইদ আহমেদ বলেন, রমজানে আমাদের কমিউনিটির জন্য মসজিদের সম্প্রসারিত অংশ সাময়িকভাবে খুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই অস্থায়ী উদ্বোধন আমাদের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি প্রমাণ। সম্প্রসারিত অংশের কাজ সম্পন্ন করতে আমরা কমিউনিটির মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা চাই। তিনি বলেন, মসজিদের তৃতীয়ধাপের এই সম্প্রসারণ কাজে ব্যয় হচ্ছে ২.১ মিলিয়ন পাউন্ড। এর মধ্যে ৩শ হাজার পাউন্ড ডনেশন থেকে এসেছে। আর বাকি ১.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এসেছে ক্বরজে হাসানা থেকে। এই ক্বরজে হাসানা পরিশোধ করে মসজিদকে স্বয়ংসম্পুর্ণ করতে আমরা সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা চাই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি রাশিয়ার!

প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, সামরিক টেকনিক্যাল পয়েন্ট থেকে অবশ্যই আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞ আছেন। আমি মনে করি না পারমাণবিক যুদ্ধ দ্রুত এগিয়ে আসছে। তবে এর জন্য প্রস্তুত আমরা। ১৯৬২ সালের কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিমাদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ও গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করেছে ইউক্রেন। বেশ কয়েকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুতিন। তিনি বলেছেন, যদি ইউক্রেনে সেনা পাঠায় পশ্চিমারা তাহলে তার মধ্য দিয়ে তারা একটি পারমাণবিক যুদ্ধকে উস্কানি দেয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুতিন হাজার হাজার সেনা পাঠিয়ে ইউক্রেনে আগ্রাসন চালান। তার মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করেন। পূর্ব ইউক্রেনে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এবং রাশিয়ানপন্থি ইউক্রেনিয়ান, রাশিয়ানদের প্রভিযুদ্ধের আট বছর পরে এই ঘটনা ঘটে। ইউক্রেনে রাশিয়াকে পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পশ্চিমা নেতারা। কিন্তু সেই যুদ্ধের দুই বছর পরে ইউক্রেনের এক পঞ্চমাংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রাশিয়া।

আবারো মমতার হুঙ্কার

আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই আইনে কোনো স্পষ্টতা নেই। পুরোপুরি ভাঁওতাবাজি। ২০১৯ সালেও করেছিল আসামে সিএএ-এনআরসি। ১৯ লাখ মানুষের নাম বাদ গিয়েছিল। তার মধ্যে ১৩ লাখ হিন্দু বাঙালি। বহু মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। এখন যাদের দরখাস্ত করতে বলা হয়েছে তারা যেই দরখাস্ত করবেন তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাদের সম্পত্তির কী হবে, চাকরি-বাকরির কী হবে? সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে।

এটা হলো বিজেপির লুডো খেলার ছক্কা। মমতা এদিন আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বহাল তবিয়তে পশ্চিমবঙ্গে থাকুন। কেউ গায়ে হাত দিলে আমরা বুঝে নেব।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'মনে রাখবেন সিএএ এনআরসি'র সঙ্গে কানেকটেড। আপনাদের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাবে। এই দরখাস্ত করার আগে বারবার ভাববেন। হাজার বার ভাববেন।'

শুধু তাই নয়, খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতার বার্তা, 'আমরা পশ্চিমবঙ্গে থাকতে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। কোনো এনআরসি করতে দেব না। কোনো বঞ্চনা-লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য আমার যদি জীবন যায় আমি জীবন দেব। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অধিকার কাড়তে দেব না। আমি সব রাজ্যকে বলব, আপনারা তৈরি হন।'

মমতা আরও একবার বিজেপিকে মনে করিয়ে দেন, 'ইউনাইটেড নেশনে বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশকারীরা যেন বৈধ কারণ ছাড়া রাষ্ট্রহীন না হয়ে পড়ে। এমনকি শরণার্থীরাও যদি পাশের জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয় তাদেরও কিন্তু মানবিকতার খাতিরে তাদের আশ্রয় দিতে রাষ্ট্র বাধ্য থাকে।'

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সাদি মহম্মদ এর

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ভাই নৃত্যশিল্পী শিবলী মহম্মদ। তিনি জানান, সারাদিন ভালোই ছিলেন তিনি। তানপুরা নিয়ে সংগীত চর্চা করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর হঠাৎ দেখেন অনেকক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ। পরে দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন। এদিকে নৃত্যশিল্পী ও শিল্পীর পারিবারিক বন্ধু শামীম আরা নীপা বলেন, ওনার মা মারা যাওয়ার পর থেকেই একটা ট্রমার মধ্যে চলে যান। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। মা হারানোর বেদনা সম্ভবত তিনি নিতে পারেননি। বুধবার রোজাও রাখেন তিনি।

ইফতারের পরই নীরবে না ফেরার দেশে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। সাদি মহম্মদ রবীন্দ্রসংগীতের ওপরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন শিল্পী ও সুরকার। অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছে তার কণ্ঠে। সঙ্গে আধুনিক গানও। এছাড়াও তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন রবিরাগের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১২ সালে তাকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে চ্যানেল আই। ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তার বাবা সলিমউল্লাহকে হত্যা করে। তার বাবার নামে ঢাকার মোহাম্মদপুরের সলিমউল্লাহ রোডের নামকরণ করা হয়েছে। সাদি মহম্মদের ভাই শিবলী মহম্মদ বাংলাদেশের একজন কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী।

কেট মিডলটনের ছবি কেলেঙ্কারি

একেবারেই অনভিপ্রেত। দ্বিতীয়ত, রাজকুমারী শার্লটের বাঁ হাতে অসামঞ্জস্য রয়েছে। তার পরনের সোয়েটারের সঙ্গে হাতের কোনও মিল নেই। আর এসব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

বলা হচ্ছে, রাজপরিবার আসল ছবি দেয়নি। আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স মারফত ছবি বানিয়ে তা প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিতর্কিত ছবিটি গত সপ্তাহে কেটের স্বামী প্রিন্স উইলিয়াম তুলেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এটি ব্রিটেনে মাতৃ দিবস উপলক্ষে কেনসিংটন প্যালেসের মাধ্যমে মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়েছিল। স্পষ্টতই, এটি ছিল কেট মিডলটনের প্রথম ছবি যা দুই মাস আগে তার পেটে অস্ত্রোপচারের পরে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে, তিনি জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে ছিলেন এবং তার স্বাস্থ্য এবং অবস্থান সম্পর্কে ব্যাপক গুজব ছিল। কেনসিংটন প্যালেস ছবিটি প্রকাশ করার কয়েক ঘণ্টা পরে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, রয়টার্স এবং এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস পরামর্শ জারি করে এবং সংবাদ সংস্থাগুলিকে ছবিটি সরানোর আহ্বান জানায়। বলা হচ্ছে, ওই ছবি আসল নয়, এআই-এর কারসাজি। রাজপরিবারই সেই ছবি সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। এনিয়ে যথেষ্ট তোলপাড় পড়েছে ব্রিটেনে। রাজপরিবারকেই দুষছেন অনেকে। বলা হচ্ছে, রাজপরিবার আসল ছবি দেয়নি। এআই দিয়ে ছবি বানিয়ে তা প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। ঘটনার পর, কেনসিংটন প্রাসাদ তীব্র চাপের মধ্যে পড়ে কারণ এর দ্বারা রাজপরিবারের প্রতি জনগণের আস্থাকে আঘাত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান জল্পনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রিন্সেস ক্যাথরিন সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সম্পাদনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কেট মিডলটন ওরফে প্রিন্সেস ক্যাথরিন তার অপেশাদার ফটো এডিটিং দক্ষতাকে 'বিভ্রান্তির' জন্য দায়ী করেছেন। যদিও রাজপরিবার এবং প্রাসাদের কর্মকর্তারা আশা করেছিলেন যে প্রিন্সেস ক্যাথরিনের অস্ত্রোপচারের পর প্রথম ছবি তার স্বাস্থ্য নিয়ে ক্রমবর্ধমান অনলাইন জল্পনা এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে স্তিমিত করবে তবে কৌশলটি ব্যাকফায়ার হওয়ায় রাজপরিবার হতাশ হয়ে পড়ে এবং এটি কেবলমাত্র গুজব উস্কে দিয়েছে। বিতর্কের মুখে ব্রিটেনের নিরাপত্তা মন্ত্রী টম তুগেনধাত জানান, 'এআই প্রযুক্তি সম্পর্কে কেট মিডলটন এবং ব্রিটিশ রাজপরিবারের বাকিদের দ্রুত শিখতে হবে।"

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের

নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। সুষ্ঠু তদন্তে ব্যর্থ হলে 'অবৈধ বা ব্যাখ্যাতীত সম্পদের তহবিল গড়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য একটি নিরাপদ স্থান' এমন ভুল বার্তা যাবে। এ কারণে একজন বাংলাদেশি যুক্তরাজ্যে কীভাবে এত সম্পদ অর্জন করেছেন, তা স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

তবে খবর প্রকাশ হওয়ার পর সাইফুজ্জামানের ইতিবাচক মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল।

ড্যানিয়েল ব্রুস বলেন, পূর্ণ ও ন্যায্য তদন্তের ক্ষেত্রে সাইফুজ্জামান নিজেই সহায়তা করার ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। এটাকে স্বাগত জানাই। তবে তদন্ত হতে হবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত। এ ছাড়া পর্যাপ্ত অর্থ, বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ও আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা জরুরি।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্লুমবার্গ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ৩৫০টিরও বেশি সম্পত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। যুক্তরাজ্যে কোম্পানি হাউসের করপোরেট অ্যাকাউন্ট, বন্ধকি চার্জ এবং এইচএম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি হয়।

পরে ২ মার্চ সংবাদ সম্মেলনে লন্ডনে ব্যবসা ও সম্পদ থাকার কথা স্বীকার করেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী। তবে তিনি দাবি করেন, বিদেশে সম্পদ করার ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নেননি। তাঁর বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে লন্ডনে ব্যবসা করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করে ১৯৯১ সাল থেকে সেখানে ব্যবসা করেছেন। এর পর তিনি লন্ডনে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন।

নির্বাচনী হলফনামায় বিদেশে সম্পদ থাকার কথা গোপন করার বিষয়ে সাইফুজ্জামান বলেছিলেন, হলফনামা পুরোপুরি বাংলাদেশের আয়কর রিটার্নের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। এতে বিদেশে সম্পদের তথ্য দেওয়ার আলাদা কোনো ছক নেই। বাড়তি তথ্য কেন দিতে যাবেন।

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে

জরুরি বিভাগে তাদের চিকিৎসা চলছে। তাদের কার শরীরের কত শতাংশ দগ্ধ হয়েছে সে বিষয়টি এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

এদিকে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ্ আল আরেফিন জানান, সংবাদ পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের টিম যায়। সেখানে গিয়ে দগ্ধ কাউকে পাওয়া যায়নি। ফায়ার সার্ভিস যাওয়ার আগেই দগ্ধদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সাদি মহম্মদ এর

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার ভাই নৃত্যশিল্পী শিবলী মহম্মদ। তিনি জানান, সারাদিন ভালোই ছিলেন তিনি। তানপুরা নিয়ে সংগীত চর্চা করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর হঠাৎ দেখেন অনেকক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ। পরে দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন। এদিকে নৃত্যশিল্পী ও শিল্পীর পারিবারিক বন্ধু শামীম আরা নীপা বলেন, ওনার মা মারা যাওয়ার পর থেকেই একটা ট্রমার মধ্যে চলে যান। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। মা হারানোর বেদনা সম্ভবত তিনি নিতে পারেননি। বুধবার রোজাও রাখেন তিনি।

ইফতারের পরই নীরবে না ফেরার দেশে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। সাদি মহম্মদ রবীন্দ্রসংগীতের ওপরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন শিল্পী ও সুরকার। অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছে তার কণ্ঠে। সঙ্গে আধুনিক গানও। এছাড়াও তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন রবিরাগের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১২ সালে তাকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে চ্যানেল আই। ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তার বাবা সলিমউল্লাহকে হত্যা করে। তার বাবার নামে ঢাকার মোহাম্মদপুরের সলিমউল্লাহ রোডের নামকরণ করা হয়েছে। সাদি মহম্মদের ভাই শিবলী মহম্মদ বাংলাদেশের একজন কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী।

মসজিদ ও মুসলিম স্থাপনার নিরাপত্তায় ১১৭ মিলিয়ন পাউন্ডের তহবিল

পোস্ট ডেস্ক : মুসলিম সম্প্রদায়ের সুরক্ষায় ১১৭ মিলিয়ন পাউন্ড বা ১৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে ব্রিটিশ সরকার। সোমবার পবিত্র মাস রমজান শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার। এই অর্থ ব্যয় করে মসজিদ, ইসলামি স্কুল এবং মুসলিমদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হবে। যুক্ত করা হবে ক্যামেরা, অ্যালার্ম এবং নিরাপত্তা দেয়াল।

খবরে জানানো হয়, গাজায় ইসরাইলের বর্বর হামলার প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই অতিরিক্ত এই বিনিয়োগের ঘোষণা দিলো দেশটি। এ নিয়ে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লিভারলি এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের সমাজে মুসলিম বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। আমরা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাগুলির কারণে ব্রিটিশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে হেনস্থার ঘটনা মেনে নেব না।

ব্রিটেনে আনুমানিক চার মিলিয়ন মুসলিম বসবাস করে। মুসলিম বিদ্বেষ পর্যবেক্ষণকারী গোষ্ঠী টেল মামা জানিয়েছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনলাইন আক্রমণ, শারীরিক আক্রমণ এবং অন্যান্য ধরনের হামলার ঘটনা সম্প্রতি ৩৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্লিভারলি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, ব্রিটেন মুসলমানদের পাশে আছে।

ঠিক এই কারণেই আমরা এই অর্থায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্রিটিশ মুসলিমদের আমরা এমন একটি সময়ে আশ্বাস ও আস্থা প্রদান করেছি যখন তাদের এটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইহুদি সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে ৫৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের ঘোষণা দেয় ্রটেন। মুসলিমদের পাশাপাশি ইহুদিদের বিরুদ্ধেও হেনস্থামূলক ঘটনা বাড়ছে। ২০২৩ সালে চার হাজারেরও বেশি ইহুদি-বিদ্বেষী ঘটনা রেকর্ড করা হয়। এই সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। কমিউনিটি সিকিউরিটি ট্রাস্ট (সিএসটি) জানিয়েছে, গত বছর যত হামলা হয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশই ৭ই অক্টোবরের পর হয়েছে।

কুরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

মাওলানা মুহাম্মদ আনসারুল্লাহ হাসান

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়- প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

اَمَكَ مُايَّصِلا مُكُيْلَعَ بَتُكَ اوُنَمَاَ نَيذِّلَا اهُّيُاَ اَي
نَوقُتَّتَ مُكُلَّعَلَ مُكُلْبَقَ نمِ نَيذِّلاَ ى لَعَ بَتُكُ

(তরজমা) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

هُمْصُيَلْفَ رَهْشَّلا مُكُنْمِ دَهِشَ نْمَفَ

(তরজমা) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

هومتيأر اذإو اوموصف لالهلا متيأر اذإ
اورطفاف، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،
وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،
فإن غم عليكم فاكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

يعبضب اذخأف نالجر ينااتأ مئان انأ امنيب
: تلقف ؛دعصا : الاقف ارعو البج ييبااتأف
تدعصف ،كل هلهسنس :الاقف .هقيطأ ال يّنإ
تاوصأب اذإ لبجلا ءاوس يف تنك اذإ ىتح
لهأ ءاوع اذه اولاق ؟تاوصألا هذه ام : تلق ،ةديدش
نيقلعم موقب انأ اذإف ،يب قلطنا مث ،رانلا
مهقادشأ ةققشم ،مهبيقارعب ،امد مهقادشأ ليست
نورطفي نيذلا : لاق : ءالؤه نم : تلق : لاق .امد
مهموص ةلحت لبق.

ىلع حيحص : لاقو كردتسملا ىف مكاحلا هاور
ىمثيهلا هركذو ،يبهذلا هقفاوو ،ملسم طرش
ىف عمجملا (٢٤٠)، لاقو : هلاجر لاجر حيحصلا

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

رفس ريغ نم ادمعتم ناضمر نم اموي رطفا نم
... كله، الدهر صام وان ابدا، يقضه لم ضرم الو
ثيح مزجلا ةغيصب اقيلعت يراخبلا هركذ دقو
قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد
امكح عوفرملا ظفل فوقوملا ثيدحلا اذهو : ماوع

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

ادبأ هضقي مل ادمعتم ناضمر نم اموي رطفا نم
لوط الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها
إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا
الصوم فإنه لي وانا أجزى به يدع شهوته
وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

لوسر لاق : لاق هنع الله يضر ةريره ىبأ نع
كرتي : الله لاق : ملسو هيلع الله ىلص الله
ى ل ماي صلا ،ىلجأ نم هتوهشو هبارشو هماعط
اناو اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, ''প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

بِاَسحِ رِيْغَبِ مْهُرَجْاَ نَورُبِاّصلا ى ّفَوُي اَمَّنِإ

ধৈর্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه
من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم
العطش،
رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (৫০৯৫)،
وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون. وقال المنذري
في الترغيب (১৪৭৮)، : إسناده حسن، ان شاء
الله.

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ...
فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير
الصائم،
رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (৫০৯৩)،
وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي
صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من
قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن
صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل
الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل
الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع
(১১৯৩৫) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح
غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة،
فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر
والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني
الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم
أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريّان يدخل منه
الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد
غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا
يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا أغلق، فلم
يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

: ان للصائمين بابا فى الجنة يقال له
الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم أغلق،
ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبداً.
قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা,

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৮.০৩.২৪ শুক্রবার	5:10	6:27	01:00	4:00	5:57	07:30
০৯.০৩.২৪ শনিবার	5:07	6:24	12:45	4:01	5:59	07:30
১০.০৩.২৪ রবিবার	5:05	6:22	12:45	4:03	6:00	08:00
১১.০৩.২৪ সোমবার	5:03	6:20	12:45	4:04	6:02	08:00
১২.০৩.২৪ মঙ্গলবার	5:01	6:18	12:45	4:06	6:04	08:00
১৩.০৩.২৪ বুধবার	4:58	6:15	12:45	4:07	6:06	08:00
১৪.০৩.২৪ বৃহস্পতিবার	4:56	6:13	12:45	4:09	6:07	08:00

নামায শুধুমাত্র লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

জয়ে ফিরল চেলসি

পোস্ট ডেস্ক : মৌসুমে খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ফুটবল ক্লাব চেলসি প্রিমিয়ার লিগে দুই ম্যাচ পর পেয়েছে জয়ের দেখা। ঘরের মাঠে তারা হারিয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে নিউক্যাসলকে ৩-২ গোলে হারায় স্বাগতিকরা। লিগে আগের দুই ম্যাচে তারা ম্যানচেস্টার সিটি ও ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে ড্র করেছিল।

বল দখলে চেলসি কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণে এদিন এগিয়ে ছিল ‘ব্লুজ’ খ্যাত দলটি। নিউক্যাসল যেখানে ১১টি শটের কেবল তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে সেখানে চেলসির ১২ শটের আটটিই ছিল লক্ষ্যে।

ষষ্ঠ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। বিরতির দুই মিনিট আগে সমতা টানেন আলেক্সান্ডার ইসাক। ৫৭তম মিনিটে কোলে পালমারের গোলে আবার এগিয়ে যায় চেলসি। ৭৬তম মিনিটে ব্যবধান ৩-১ করে দেন মিখালো মুদ্রিক।

নিশ্চিত জয়ের মুখে থাকা চেলসি ৯০তম মিনিটে গোল হজম করে চাপে পড়ে যায়। নিউক্যাসলকে আশা দেখান জ্যাকোব মার্ফি। কিন্তু ব্যবধান ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত চেলসি জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

আসরে ২৭ ম্যাচে চেলসির এটি ১১তম জয়। সাথে ৬ ড্রয়ে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে তালিকার ১১ নম্বরে। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে দশে নিউক্যাসল। পাঁচে থাকা টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে ১৪ পয়েন্ট দূরে চেলসি।

এ বছর তামিমকে পাচ্ছে না জাতীয় দল

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ জাতীয় দলে আবার কী ফিরবেন তামিম ইকবাল? আর ফিরলেও তা কবে? গত কয়েক মাস ধরে এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে দেশের ক্রিকেট মহলে। তামিম নিজেই বলেছিলেন, ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলবেন বোর্ডের সঙ্গে। গতপরশু মনোনীত বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয় তার। পরে বোর্ড প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন খুব করে চাইছিলেন তামিম যেন দলে ফেরে। তবে, পরদিনই পাওয়া গেল দুঃসংবাদ। এই বছর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন না বলে জানিয়েছেন বাঁহাতি ওপেনার।

ভারত বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সব শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন তামিম। এরপর হঠাৎ করেই নানা কাণ্ড ঘটে তাকে নিয়ে। নিজেকে বিশ্বকাপ দল থেকে সরিয়ে নেন এই তারকা ক্রিকেটার। এরপর আর তাকে জাতীয় দলে দেখা যায়নি। এমনকি চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে তাকে আর জাতীয় দলের দেখার সম্ভাবনাও নেই। টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ায় বর্তমানে টেস্ট ও ওয়ানডে খেলছেন তামিম। তবে তার শারীরিক অবস্থা এবং ফিটনেস সমস্যার কারণে তিনি আর টেস্ট খেলবেন না বলেও জানিয়েছেন বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায়। আর ফিরলে আগামী বছর ওডিআই ফরম্যাটে ফিরবেন বলে বিসিবির একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

আগের দিন বিসিবির সঙ্গে বৈঠকে কিছু বিষয় নিয়ে নিজের আপত্তির কথাও জানিয়েছেন তামিম। বিপিএলের সময় এই ওপেনার নিজেই বলেছিলেন যে জাতীয় দলে ফিরতে তার জন্য অনেক কিছুই সঠিক হতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান

জালাল ইউনুস বলেছেন, ‘আমরা তার কাছ থেকে সবকিছু শুনেছি এবং তার সঙ্গেও কথা বলেছি। আমরা প্রেসিডেন্টের কাছে বার্তা পৌঁছে দেব এবং আমরা মনে করি যে এই সমস্যাটি খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হবে।’

এদিকে তামিমের এই সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের ক্রিকেটে প্রভাব ফেলছে কিনা জানতে চাওয়া হয় বিসিবি পরিচালক ও আবাহনী লিমিটেডের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজনের কাছে। তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চান না তিনি। তবে বিষয়টির দ্রুত সমাধান করা দরকার বলে জানান, ‘তামিম এত বছর বাংলাদেশ দলকে সার্ভিস দিয়েছে, ওকে আমাদের প্রয়োজন। আমি মনে করি যত তাড়াতাড়ি বসে একটা সুরাহা করা যাবে... এটা এমন একটা ব্যাপার যে প্রতিদিন টক অব দ্য টাউন হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি বাংলাদেশ ক্রিকেট এসব কিছুর ঊর্ধ্বে।’

তবে শর্ত দিয়ে তামিমের জাতীয় দলে ফেরার বিষয়টি মানতে রাজী নন সুজন, ‘আমরা সবাই চাই তামিম ফিরে আসুক। খেলতে চাইলে অবশ্যই খেলবে। কিন্তু শর্ত দিয়ে খেলবে, এই কথাটা শুনতে যেন কেমন দেখায়, একজন ক্রিকেটার হিসেবে। আমি জাতীয় দলের হয়ে খেলব, দেশ, জাতীয় দল- এসব অনেক আগে, অনেক ঊর্ধ্বে। এখানে আসলে শর্ত থাকবে কী থাকবে না, এই কথাটা শুনতেই খারাপ দেখায়।’

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই সেরা

পোস্ট ডেস্ক : সদ্য সমাপ্ত সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ কিশোরী দল। সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে সোমবার দুপুরে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে পৌঁছায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় নারী দল। বিমান বন্দরে চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভ্যর্থনা জানান এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) কাউন্সিল মেম্বার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) নির্বাহী সদস্য ও নারী ফুটবল কমিটির চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাফুফে’র নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. নুরুল ইসলাম (নুরু) ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

এদের মধ্যে কেউ সাফজয়ী মেয়েদের গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দেন, কেউ বা মিস্টি মুখ করান সুরভী আকন্দ প্রীতি-ইয়ারজান বেগমদের। বাংলাদেশের নারী ফুটবল নিয়ে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন মাহফুজা আক্তার কিরণ। বিমানবন্দরে তিনি নিজ প্রতিক্রিয়া গণমাধ্যমকে জানান, দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলে ‘নাম্বার ওয়ান’ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, ‘এক মাসের ব্যবধানে সাফের দুইটি বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নেপাল থেকে সিনিয়র সাফের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরেছে লাল-সবুজের মেয়েরা। এতেই প্রমাণ করে দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলে বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান।’

নারী ফুটবলারদের এই অর্জনে সবাইকে ধন্যবাদ জানান কিরণ। তার কথায়, ‘সম্মিলিত টিম ওয়ার্কে আমাদের এই সাফল্য। মেয়েরা মাঠে যেমন কষ্ট করে। তাদের সঙ্গে প্রত্যেক কোচিং স্টাফের নিরলস পরিশ্রম এবং আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এমন সাফল্য আসে।’

বাংলাদেশের নারী ফুটবলে প্রধান কোচ হিসেবে বর্তমানে কাজ করছেন জাতীয় দলের সাবেক তারকা ফুটবলার ও কোচ সাইফুল বারী টিটু। দেশের ফুটবলে অন্যতম শীর্ষ এই কোচ নারী দলে কাজ করা একটু বিশেষ ধরন বলে আখ্যায়িত করলেন, ‘মেয়েদের জন্য আলাদা ফিলিংস থাকে পুরো দেশবাসীরই। যা কাজ করতে অনেক সহায়ক করে আমাদের।’ অনূর্ধ্ব-১৬ দলের অনেক নারী ফুটবলারই প্রথমবারের মতো বিদেশ সফর করেছেন। অনেকেরই দেশের জার্সিতে প্রথম খেলা। এমন প্রতিকূলতার মধ্যেও শিরোপা জয় সম্পর্কে টিটু বলেন, ‘অনূর্ধ্ব ১৬ মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায়ে মাত্র প্রবেশ করা। প্রথমবার তারা বিদেশ ও জাতীয় দলে খেললেও তারা সর্বোচ্চ এফোর্ট দিয়েছে। যা অত্যন্ত সন্তোষজনক। তারা মাঠে লড়েছে আর বাইরে বাফুফের সভাপতি থেকে শুরু করে সবাই সহযোগিতা করেছেন।’

সাফের বয়সভিত্তিক দুটি আসরে টানা শিরোপা জিতলো বাংলাদেশ। একটি ঢাকায়, অন্যটি কাঠমান্ডুতে। তাই কোচ টিটুর কাছে এমন জয়ের অনুভূতি অন্যরকম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ঢাকায় সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সঙ্গে যুগ্মভাবে শিরোপা জিতেছিলাম। আর কাঠমান্ডুতে একই দলের বিপক্ষে একক শিরোপা জয়। আসলে দেশের বাইরে ট্রফি জেতার আনন্দটাই অন্যরকম। সেখানে সবকিছু ভিন্ন। তাই চ্যালেঞ্জটা বেশি। তবে ঢাকাতেও চ্যালেঞ্জটা কম নয়। দুই স্থানে জয়ের আনন্দ একটু ভিন্ন বলতে পারেন।’ টিটি যেহ্গগ করেন, ‘ফাইনাল মানেই স্নায়ুচাপের লড়াই। অনূর্ধ্ব-১৯ ও ১৬ দুই টুর্নামেন্টেই খানিকটা স্নায়ুচাপ ছিল আমার দলের ফুটবলারদের। সেটা নিরসনের চেষ্টা করেছি আমি। অনেক সময় অনেকে প্রেসার নিতে পারে না। দু’টি ফাইনালেই আমরা প্রথমার্ধে ভালো খেলতে পারিনি। ফাইনালও অন্য ম্যাচের মতোই একটি বলে স্নায়ুচাপ কাটানোর চেষ্টা করেছি।’

সাফজীয় মেয়েদের প্রশংসা করে টিটু আরও বলেন, ‘আমার দলের মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই শৃঙ্খলা মেনে বড় হয়েছে। ওরা কঠোর পরিশ্রম করতে জানে। যা বলি, তা মেনে চলার চেষ্টা করে। এছাড়া মাঠে ওরা খেলেছে। ট্রফি জয়ের পেছনে ওদের কৃতিত্বটাই বেশি। এখানে আমি শুধু কিছু দিন কোচিং করিয়েছি। খেলেছে তো ওরাই।’

ফাইনালের জয়ের নায়ক গোলরক্ষক ইয়ারজান বেগম। যিনি টাইব্রেকারে ভারতের তিনটি শট রুখে দিয়ে বাংলাদেশকে ট্রফি এনে দিতে সহায়তা করেন। সেই ইয়ারজানের প্রশংসা করে টিটু বলেন, ‘আমরা আগেই টাইব্রেকার নিয়ে কাজ করেছিলাম। ইয়ারজান ভালো গোলরক্ষক। ওর পজিশন জ্ঞান বেশ ভালো। ওর ওপর আমার আত্মবিশ্বাস ছিল অনেক। ইয়ারজান যা করেছে তা অনন্য। টাইব্রেকারে যেভাবে সেভ করেছে, তাতে আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতে বেগ পেতে হয়নি।’

‘প্রথম ৭০০’ অ্যান্ডারসনের

পোস্ট ডেস্ক : অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে বলটি করেন জেমস অ্যান্ডারসন। দূর থেকে সেটি খেলতে চেয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটার কুলদীপ যাদব, কিন্তু ঠিকমতো পারেননি। বল ব্যাটের কানা স্পর্শ করে চলে চায় উইকেটরক্ষকের গ-াভসে। সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষা শেষ হয় অ্যান্ডারসনের তথা পুরো ক্রিকেট বিশ্বের। কুলদীপকে আউট করেই টেস্ট ক্যারিয়ারে ৭০০তম উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন অ্যান্ডারসন। প্রায় দেড়শ বছরের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম পেসার হিসেবে এই কীর্তি গড়েন এই ইংলিশ পেসার। টেস্টে তার সামনে শুধু শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তী স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন (৮০০ উইকেট)। এমন কৃতিত্বের দিনে মাঠে ছিলেন অ্যান্ডারসনের মা-বাবা।

৭০০ থেকে দুই উইকেট দূরে থেকে এই টেস্ট খেলতে নামেন অ্যান্ডারসন। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন শুবমান গিলকে ফিরিয়ে আরও কাছে পৌঁছে যান তিনি। এরপর চূড়ায় পৌঁছাতে অপেক্ষা করতে হয় আরও ৬২ ওভার।

সোমবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে কুলদীপকে শিকার বানিয়ে ৭০০-তে পৌঁছান ৪১ বছর বয়সী এই পেসার। ২১ বছরের ক্যারিয়ারে ১৮৭ ম্যাচ ও ৩৪৮ ইনিংসে অসাধারণ এই অর্জন তার।

২০০৩ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টে মার্ক ভারমিউলেন প্রথম টেস্ট উইকেটের দেখা পান অ্যান্ডারসন। ক্যারিয়রাতে অ্যান্ডারসনের শিকার জ্যাক ক্যালিস (১০০তম), পিটার সিডল (২০০তম), পিটার ফুলটন (৩০০তম), মার্টিন গাপটিল (৪০০তম), ক্রেইগ ব্রাথওয়েট (৫০০তম) ও আজহার আলি

(৬০০তম)। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৩২ বার পান এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট। আর ম্যাচে ১০ উইকেট নেন ৩ বার। এর আগে ২০১৮ সালে ওভাল টেস্টে ভারতের মোহাম্মদ শামিকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ান পেসার গেন ম্যাকগ্রার ৫৬৩ উইকেট টপকে টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার হন তিনি। এবার নিজেকে আরও উঁচুতে নিয়ে গেলেন

রোনালদোর মিসে আল নাসরের হার

পোস্ট ডেস্ক : ১১৮তম মিনিটে গোল করে আল নাসরকে সমতায় ফেরান ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তার গোলেই ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। তবে সেই রোনালদোই একই ম্যাচে মাত্র ৩ গজ দূর থেকে শট নিয়েও গোল মিস করেন। আইল আইনের বিপক্ষে শেষ পর্যন্ত তার দল নাসর হারে টাইব্রেকারে।

গত সোমবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লীগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে আল আইনের বিপক্ষে আল নাসর ৪-৩ গোলে জেতে। কিন্তু দুই লেগ মিলিয়ে সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ৩-১ গোলে হারে আল নাসর।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASAH & ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

UK CHARITY REGISTRATION NUMBER: 1126168

This Project is run by our charity which is regulated by the People's Republic of Bangladesh NGO Affairs Bureau, (Registration Number 3052).
The Orphanage is registered and regulated by the Ministry of Social Welfare People's Republic of Bangladesh (Registration Number 1117/10).

RAMADAN 2024

LIVE FUNDRAISING APPEAL

25th Ramadan (4th April), Laylatul Qadr night 26th Ramadan (5th April) and 29th Ramadan (8th April)

বিকাল ৫:০০টা থেকে ফজর পর্যন্ত From 5.00PM till Fajr

on NTV Sky 780

Studio Hotline 0203 515 5838

Donation Hotline 0208 090 1224

Donation Number: 0798 335 7324

জরুরী সাহায্যের আবেদন

You can participate:

SEHRI AND IFTAR
1day: £1 per person
30 days £30 per person
1day for 2000 person: £2000
30 day £60,000 for 2000 person

HAFIZ SPONSOR
1year £250, 3years £750
Per **STUDENT** annual cost £ 250

MEAL for 1 student per month £30
1 COW £500, **1 GOAT** £100

FIDYA £150pp FITRAH £5

1 Set CLOTHES for Orphan £20
1set KITAB £100

Your donations and support can bring smiles to the faces of these helpless poor orphan students at Shahbag orphanage

www.shahbagjamia.com

SUPPORT PROJECT TO GENERATE PERMANENT INCOME FOR ORPHANAGE

Catel Farm £300,000
1 Cow £500, 1 Goat £100
Build 20 Shops £3000 per shop

UK Bank Details:
Shahbagh Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

Donate Generously Lillah
Zakat, Sadaqah, Fidya
Fitra & Mannat
এছাড়াও লিল্লাহ, জাকাত, সাদাক্বাহ, ফিদিয়া ও মান্নত সাধ্য মোতাবেক দান করতে পারেন।
You can donate monthly by Direct Debt

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com

MBWF MUHAMMAD BILAL WELFARE FOUNDATION
LIA Relief Trust "Helping those in need"
Peoples Needs

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Home Office phones asylum seekers to offer 'voluntary departure' to Rwanda

JCWI, Right to Remain, Migrants Organise and GMIAU say anyone contacted should seek legal representation

Post Desk : A number of migrants' rights organisations have today urgently responded to reports that the Home Office has begun phoning refused asylum seekers with an offer of £3,000 to voluntarily go to Rwanda

Greater Manchester Immigration Aid Unit (GMIAU) put out a similar notice for people who were contacted with the offer by the Home Office. People living in North West England who do not have a legal representative are invited to phone GMIAU's advice line for further assistance.

According to a post on X by Jennifer Blair of No5 Barristers' Chambers, available information suggests only refused asylum seekers are being contacted and they are being told they have three options: voluntary return to their home country, voluntary departure to Rwanda, or remaining in the UK without status.

Tom Nunn, legal director of South Yorkshire Refugee Law and Justice, told the i newspaper today: "We know the Home Office have been contacting people since Tuesday afternoon before this policy was announced and telling people they have three options – one of which is removal to Rwanda. That seems to be the approach – just to call people out of the blue and offer them £3,000 to go. We've already had a number of clients calling us in a panic and we have had to reassure people that it is voluntary."

Reports of a Government plan to offer incentives for failed asylum seekers to go to Rwanda first surfaced in The Times yesterday evening.

The Times said: "Immigration officials will be primed to approach migrants whose asylum applications have been rejected and encourage them to move to Rwanda."

Under the Home Office's existing voluntary returns service, migrants voluntarily agreeing to return to their home country are eligible to apply for financial support of up to £3,000. The new plan to encourage voluntary departures to Rwanda is understood to be a variation of this scheme.

The Times added that anyone agreeing to go to Rwanda would also get the same package of support as agreed in April 2022 under the Government's original plan to forcibly relocate asylum seekers to the East African country.

A Home Office spokesperson was quoted as saying: "We are exploring voluntary relocations for those who have no right to be here to Rwanda, who stand ready to accept people who wish to rebuild their lives and cannot stay in the UK. This is in addition to our Safety of Rwanda Bill and Treaty which, when passed, will ensure people who come to the UK illegally are removed to Rwanda."

In response, Labour's shadow immigration minister Stephen Kinnock was quoted by BBC News as saying: "Even government ministers are finally recognising that their Rwanda scheme has no chance of succeeding, so they're resorting to paying people to go there instead."

Ramadan: how to fuel exercise while fasting

Post Desk : The Islamic holy month of fasting begins on the evening of 10 March 2024. If you're wondering how to juggle exercise and nutrition during Ramadan, help is at hand.

Fasting during the day for Ramadan may mean your exercise routine needs some extra thought as your body adjusts and energy levels are disrupted.

This is something personal trainer Belal Hafeez and dietitian and nutritionist Nazima Qureshi are experts in. Known as The Healthy Muslims, this husband-and-wife team have even written a book on navigating food and exercise while fasting, called The Healthy Ramadan Guide.

"The goal of Ramadan is to increase your focus on prayer, spirituality and self-improvement – and to simply be more present in the month. What we're consuming and how we're exercising will play into that significantly because it has a huge impact on our stress levels, work-life balance and families," says Hafeez.

If you're keen to stay healthy and build on your fitness throughout this 30-day fast, here are some things to keep in mind.

"Many people find they have headaches in the first few days of Ramadan – and that's because of a lack of hydration, says Qureshi.

"The goal is to drink the same amount of water as you would when you're not fasting. So, you need to split the water up into the small windows of time you have between dusk and dawn. A good way to start is to make sure you drink a litre in the morning. It will make you feel so much better."

If you usually consume caffeinated drinks throughout the day, the need to keep hydrated becomes all the more important, as caffeine withdrawal is also known to cause headaches.

"The key is to start cutting down on coffee before Ramadan begins," says Qureshi. Although, if you still find yourself with a sore head, staying properly hydrated can alleviate those symptoms of withdrawal.

Start the day right

"Because you're going to be having two meals instead of three – iftar in the evening and suhoor before dawn – you'll need to choose dishes that give you enough energy to function throughout the day," says Hafeez.

"People think because they're low on energy they should just catch up on sleep and skip the morning meal. But you need to get that nutrition in," agrees Qureshi.

"Your morning meal should include a complex carbohydrate with some protein and healthy fats. And then if you can have some veggies or fruit too that would be a bonus.

"Overnight oats is something we often recommend because it has all of those components but isn't a large amount of food to try and get through. In addition to the oats, I add Greek yoghurt for protein, chia seeds (which have healthy fats), fruit and milk."

Overnight oats has another significant benefit too – because you prepare it the night before, you can sleep longer in the morning.

Qureshi does admit that eating so early can be tough if you're not used to it, but says your body adapts relatively quickly. "If you find it hard for the first couple of days, just take a few bites of food to start getting used to it. Often, by the fourth or fifth day you'll actually start to be hungry at that time."

Avoid overeating in the evening

Because you've been fasting all day, the temptation can be to 'make up' for it in the evening, especially if you're breaking your fast with family and friends, says Hafeez. "Opening your fast is a joyous time – it is a time when people come together. But the food that lots of people are consuming during iftar is so dense in calories that's easy to overdo it.

"An example could be samosas. They tend to be at least 250 calories each. And nobody has one – you'll have two or three, just to begin your meal. That means you can easily surpass the number of calories you would ordinarily have.

"If you were doing this once every weekend that's probably fine, but this is likely every single day for a whole month.

Keep Your Eyes Peeled This Ramadan

By Shofi Ahmed

'Somewhere afar, beneath a sliver of blue in the sky, having just a handful of soil beneath the feet is sufficient. The day passing without a morsel of food or a drop of water, again, is sufficient.

Just a sip of water at dusk is enough. To taste the nectar of Kawthar - a downpouring from the Dhansiri, the honey river flowing in Paradise.'

It might seem artistic, emotive, and poetic, yet it truly captures the essence of Ramadan. If we delve into the core significance of this deeply meaningful month, we find ourselves deliberately withdrawn from the everyday essentials that define our routine. This intentional distancing from food, water, and intimacy with our spouses symbolises a profound journey. In other words, we are taken far away from our usual comforts and the familiar skies above, as if laid upon the scantiest patch of soil beneath our feet, living on the bare minimum.

The austerity in Ramadan imposed on us in fact signifies the exquisite spiritual refreshment and renewal that comes with the fast. This metaphorical journey through the deserts of self-denial to the rivers of divine bounty encapsulates the transformative power of Ramadan, a time when the soul is purified, and the heart is filled with the light of faith and closeness to the Almighty. Physical abstinence is not merely a test of will but a cleansing ritual that brings us closer to understanding our true essence and the omnipresence of Allah SWT in our lives. Through this holy month, we are reminded of the fleeting nature of worldly pleasures and the enduring comfort found in spiritual awakening and devotion.

During Ramadan, this withdrawal from our everyday mundane existence serves a higher purpose. But where are we being led? This is the crux of the matter. It is the nearness to Allah SWT that we seek. In Ramadan, we are drawn closer to Allah SWT, embracing the bounty and the immense blessings of this sacred month.

It raises a pertinent question: given that Allah SWT is the most untouchable and infinite, while we are mortal and finite, how then do we draw close to the infinitely

majestic Lord Allah SWT? This quest for divine proximity challenges us to transcend our physical limitations and seek a spiritual connection that defies the bounds of our earthly existence. Welcome on board, we shall explore this further, In Shaa Allah.

Tower Hamlets awarded Tree Cities of the World recognition for the third year in a row

Tower Hamlets has been designated as a 'Tree City of the World' for the third year in a row due to the extensive greening work taking place in the borough, particularly tree-planting, which increases local biodiversity and expands and nurtures urban forestry.

The global programme is run by Arbor Day Foundation and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Since being recognised last year, Tower Hamlets Council has planted over 2440 new trees, with over 380 of those being planted on streets, more than 290 trees for housing estates, and over 1,770 trees (including new whips) planted across parks.

This contributes to the number of trees planted since our initial recognition – in total we have planted over 5500 trees since our first recognition in 2021.

This has been helped by the £1 million pledge made by the Mayor of Tower Hamlets to plant a minimum of 1,000 new trees over a three-year period. The other trees are funded through a mix of capital and external grant funding, as well as donations by local residents and businesses.

In addition to the new trees funded by the council, the council is working closely with its partners to deliver community-led tree planting across parks. Trees for Cities, who regularly facilitate tree-planting and tree maintenance events across the borough, have recently hosted several planting events with the help of dedicated volunteers. This has seen 150 new trees planted in Mile End Park, 20 in Victoria Park and 10 in Tredegar Square Gardens.

Our residents and local businesses have also been getting involved by sponsoring trees around the borough with our partner Trees for Streets. As one of the first councils in the UK to join the innovative tree sponsorship programme in June 2021, residents and businesses have so far sponsored over 200 trees.

Alongside this recognition, we have been shortlisted for Keep Britain Tidy's Climate Action in Practice Award for our dedication to tree-planting and the impact these trees have on reducing carbon emissions as part of our journey to net zero carbon.

Lutfur Rahman, Executive Mayor of Tower Hamlets, said:

"It is an honour that our borough has been recognised as a Tree City of the World for the third year in a row and that we have been shortlisted by Keep Britain Tidy for the Climate Action in Practice Award for our dedication to tree-planting. We know that trees have an essential role in our densely populated, urban borough – providing so many benefits for the environment, biodiversity, and of course, the people who live here.

"The council is currently implementing the £1million fund established for tree-planting. Beginning in 2022, the council has so far planted over 1100 trees and counting.

"As a council, we will continue to find more opportunities to work closely with partner organisations and find additional funding for more trees to be planted. This is an essential part of tackling the climate emergency on a local level and helps to make the borough a beautiful place to live, work, and visit."

For more information about trees in Tower Hamlets, visit the website.

For more information about tree-planting in Tower Hamlets, please visit our website to view our 2020-2025 Tree Management Plan.

If local residents or businesses are interested in getting involved and sponsoring tree-planting projects in their local communities, please visit the Tower Hamlets Trees for Streets page.

Muslim Hands distributing over 2.5 million meals in famine-hit Gaza as part of record-breaking Ramadan response

As part of an unprecedented distribution of 5.5 million meals around the world this Ramadan, UK charity Muslim Hands is providing over 2.5 million meals in famine-hit Gaza alone – a record in the organisation's 30-year history.

Since the conflict began on 7th October, nearly 2.3 million people in Gaza have been displaced and access to adequate food, clean water, health, and sanitation has drastically deteriorated. More than half a million are on the brink of starvation, and shockingly 80 percent of all those currently at the most extreme life-threatening levels of malnutrition worldwide are in the Gaza Strip.

Muslim Hands is placing special emphasis on scaling up meal distributions in northern parts of Gaza, where nine out of ten Palestinians are eating less than one meal a day and struggling to find clean, drinkable water. Sadly, at least 25 children have reportedly died from malnutrition, with clear stark warnings that if aid is not increased and consistent, more deaths will be imminent this Ramadan.

Muslim Hands will be responding to the on-going crisis by distributing 2.5 million hot meals, through various charity partners, focusing on the most vulnerable, which include women, children, the elderly and those with disabilities. Each cooked meal contains at least 1,500 calories including rice, pasta, fortified vegetable oil, tomato sauce, legumes, and pulses and aims to be a source of hope to those with limited cooking facilities, which has made feeding their families extremely difficult.

One widow struggling to survive with her three children in Gaza says: 'I haven't eaten for days, whatever little food we receive, it is not enough, and I give it to my children. It is so difficult to get water and my child got diarrhoea from drinking dirty water. I am alone with no support, I am scared for myself and my children, I don't know what to do.'

As part of its global Ramadan meal distribution, the twenty-one countries which will receive Ramadan meals also include Yemen, Afghanistan as well as Somalia and Pakistan who are facing ongoing effects of climate change. Afghanistan continues to face an ongoing humanitarian crisis, leaving millions of Afghans struggling to survive. A collapsed economy and skyrocketing food prices means that hunger is widespread, with ninety percent of the population food insecure.

Communities being crippled by climate change has caused failed crops, loss of livestock and mass displacement. The ongoing Ukraine war has limited much needed resources such as sunflower oil and wheat, making the exacerbated prices of basic essentials beyond reach for many families, who will have to ration their meals or go hungry.

Here in the UK, the rising cost of living as well as the long-lasting impact of the pandemic, has meant that 50 percent of Muslim households live below the poverty line. Many of these families are joining the growing number of people turning to food banks for support. Our Open Kitchens in Nottingham and Hounslow have continued to see a 25 percent increase in service users needing support. Collectively, the kitchens have given over 500,000 cooked meals to homeless people, those from low-income families and elderly people, since 2018.

Yasrab Shah, Muslim Hands Fundraising Director, said: 'Hope is what the people of Gaza and those suffering around the globe are relying on. Our Ramadan message this year continues to be 'you are their hope' and is a reminder to our supporters that your generous donations are truly a lifeline. Muslim Hands has scaled up its Ramadan meals this year, where over two million meals will be distributed through our charity partners in Gaza alone, highlighting the drastic need. Across the globe, we continue to see millions already in crisis, spiraling into another terrible situation. We simply cannot allow these people, including those in the UK, to go hungry. We urge our donors to keep their donations coming in as it can mean the difference between life and death for those in desperate need.'

Households missing out on £110million a year in unclaimed welfare benefits

- £52 million in unclaimed Universal Credit
- £17 million in unclaimed Council Tax support
- £13 million in unclaimed Carer's Allowance

BENEFITS worth more than £110 million a year, are going unclaimed in Tower Hamlets, at a time when many are forced to run up debt as they struggle with rising living costs.

Our Cost of Living Help campaign promotes using the Better Off Calculator to find out in less than 10 minutes if you're one of the 109,898 missed claims in the borough and are owed any payments.

Support is available for a variety of people, not just for those who are out of work.

If you're earning but still struggling with money (including if you're retired), if you have children, care for someone, or have a disability, you could still be entitled to vital help that will increase your income.

Lutfur Rahman, Executive Mayor of Tower Hamlets said: "It is shocking that £110 million of benefits and support is unclaimed at any time, let alone during a cost of living crisis.

"Missing out on eligible benefits could be the difference between households keeping their heads above water and feeling they are drowning."

Cllr Saied Ahmed, Cabinet Member for Resources and Cost of Living added: "Many people may feel

embarrassed to ask for help due to the unfair stigma attached to claiming benefits. There is no shame in claiming benefits that you are entitled to.

"And many people are not aware that they're eligible for certain benefits.

"We are here to help so please do not be put off from claiming benefits, as it could have a transformative impact on your life."

In Tower Hamlets, there is more than:

- £52 million in unclaimed Universal Credit
- £6 million in unclaimed Child Benefit
- £17 million in unclaimed Council Tax support
- £13 million in unclaimed Carer's Allowance
- £9 million in unclaimed Pension Credit
- £12 million in other unclaimed support for yourself and your family including cheaper household bills, free TV licenses, and free food, vitamins and meals for your children.

It's quick and easy to check what you're entitled to using our Better Off Calculator. The calculator provides personalised benefits advice as well as guidance on anything else which you may be entitled to through your predicted claim.

- Case study

A Tower Hamlets resident who checked their benefits entitlement recently saw their income jump by 38% to over £1,170 per month after finding out they were eligible for Pension Credit despite thinking they were already receiving all they were owed, so it's always worth checking even if you're already claiming.

If you or someone you know requires face-to-face support with checking benefits entitlement and applying, our Resident Support Outreach Team is here to help.

The team is available at several locations across the borough to support you.

You can contact them through this online form or email LBTHResidentSupport@towerhamlets.gov.uk or to find out more you can visit our financial and benefits advice page.

Year: 21 ◆ Issue: 1005 ◆ Friday 15 March - Thursday 21 March 2024

BANGLA POST
BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

রমজানে গাজায় ত্রাণ পাঠালো বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে মিসরের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক সংস্থা আল আজহার জাকাত অ্যান্ড চ্যারিটি হাউসের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের জন্য ত্রাণ হিসেবে ২ হাজার টন খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে বাংলাদেশসহ ৯ দেশ।

এক বিবৃতিতে আল আজহার জাকাত অ্যান্ড চ্যারিটি হাউস বলেছে, গত ৭ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ত্রাণের যত চালান গেছে, সেসবের মধ্যে এই চালানটি বৃহত্তম। বাংলাদেশ ব্যতীত আরও যে আটটি দেশের ত্রাণ এই চালানে যুক্ত হয়েছে, দেশগুলো হলোড় ইন্দোনেশিয়া, ভারত, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, ফ্রান্স, --১৭ পৃষ্ঠায়

ইফতার পার্টি না করে মানুষের পাশে দাঁড়ান : শেখ হাসিনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রমজান মাসে ইফতার পার্টি না করে সেই অর্থ দিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনির্ধারিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী এই অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। এর আগে সরকারিভাবে বড় ইফতার পার্টি না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে আট বিভাগে কৃষিপণ্যের

জন্য আধুনিক সংরক্ষণাগার নির্মাণ করারও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আজ একটা আবেদন জানিয়েছেন, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে ইফতার পার্টি না করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা আগ্রহী বা যাদের সাধ্য আছে তারা যেন সাধ্য অনুযায়ী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। ইফতার পার্টির যে টাকা সেটি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়।' তিনি বলেন, 'আরও দু'টি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় নিয়ে একটি স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নের আলোকে যাতে কৃষি ভিত্তিক সমবায় গড়ে তোলা যায়, সেজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পল্লি উন্নয়ন বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছেন।'

মাহবুব হোসেন বলেন, আট বিভাগে পর্যায়ক্রমে কৃষি পণ্য সংরক্ষণাগার তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যাতে আমাদের বিভিন্ন কৃষিপণ্য অফ সিজনে দাম বেড়ে যায় বা সংরক্ষণের সুযোগ আমাদের কম থাকে, এজন্য খুব আধুনিকতম --১৭ পৃষ্ঠায়

খুলে দেওয়া হলো ইস্ট লন্ডন মসজিদের তৃতীয় এক্সটেনশন

রমজানে একসঙ্গে নামাজ পড়ছেন প্রায় ১০ হাজার মুসল্লি

স্টাফ রিপোর্টার: রমজানকে সামনে রেখে ইস্ট লন্ডন মসজিদের মুল হল-সংলগ্ন সম্প্রসারিত অংশ খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন অতিরিক্ত আরো ১ হাজার মুসল্লিসহ পুরো মসজিদে প্রায় ১০ হাজার নারী পুরুষ জামাতে নামাজ পড়তে পারছেন। গত ৮ মার্চ শুক্রবার সকালে জুমার নামাজের আগে সম্প্রসারিত অংশ অনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়া হয়। এর ফলে এখন মূল ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও মারিয়াম সেন্টার হল একসাথে মিশে গিয়ে একটি বিশাল হলে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসল্লিরা যে যেখানে দাঁড়াবেন, --১৭ পৃষ্ঠায়

আবারো মমতার হুঙ্কার

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ প্রসঙ্গে এবার গর্জে উঠলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনায় হাবড়ার সভা থেকে সিএএ ইস্যুতে বিজেপিকে তীব্র --১৭ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি রাশিয়ার!

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্রকে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জানে যদি তারা সেনাবাহিনীকে রাশিয়ার ভূখণ্ডে বা ইউক্রেনে মোতায়েন করে, তাহলে একে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখবে রাশিয়া। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। পুতিন বুধবার পশ্চিমাদের এই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যদি ইউক্রেনে সেনা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র তাহলে তাকে যুদ্ধে বড় রকম উস্কানি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। একইসঙ্গে পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য টেকনিক্যালি প্রস্তুত রাশিয়া। ১৫ থেকে ১৭ই মার্চ রাশিয়ায় নির্বাচন। তার মাত্র দু'দিন আগে এমন বক্তব্য দিলেন পুতিন। এই নির্বাচনে তিনি জয়ী হলে তার ক্ষমতার মেয়াদ আরও ৬ বছর বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য, এ নির্বাচনে যে তিনি জয়ী হবেন তা চোখ বন্ধ করে বলা যায়।

কারণ, পুতিনের সামনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে।

তিনি বলেন, পারমাণবিক যুদ্ধের দৃশ্যপট দ্রুত সামনে এগিয়ে আসছে না। তাই ইউক্রেনের যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কোনো প্রয়োজনীয়তাও দেখছেন না তিনি। ৭১ বছর বয়সী পুতিন রাশিয়া-১ টেলিভিশন এবং বার্তা সংস্থা রিয়া'কে এক

কেট মিডলটনের ছবি কেলেঙ্কারি

পোস্ট ডেস্ক : আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স নিয়ে প্রশ্নের মুখে এবার খোদ ব্রিটিশ রাজপরিবার। বিষয়টি খুলে বলা যাক। আসলে গত ১০ তারিখ ব্রিটেনে মাতৃদিবস পালন করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে কেনসিংটন প্যালেস থেকে কেট মিডলটন ও তিন সন্তান জর্জ, শার্লট, লুইসের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে মাকে 'হ্যাপি মাদার্স ডে'র শুভেচ্ছা জানিয়েছে ছেলেমেয়েরা। মাকে কতটা ভালোবেসে আগলে রাখে তারা, তা বোঝাতেই ওই ছবি বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু সেই ছবিতেই ধরা পড়ল কারচুপি!

সূত্রের খবর, ছবি খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে কেটের আঙুলে 'এনগেজমেন্ট রিং' নেই, যা --১৭ পৃষ্ঠায়

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সাদি মহম্মদ এর অস্বাভাবিক মৃত্যু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কিংবদন্তি রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সাদি মহম্মদ আর নেই। তার মৃত্যুর --১৭ পৃষ্ঠায়

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৩৫

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গাজীপুরের কালিয়াকৈরের কোনাবাড়ীতে একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নারী-শিশুসহ ৩৫ জন দগ্ধ হয়েছে। বুধবার (১৩ মার্চ) পৌনে আটটার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা তরিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, গাজীপুরের কালিয়াকৈর থেকে নারী-শিশুসহ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে জরুরি বিভাগে ৩৫ জন এসেছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পদের সুষ্ঠু তদন্ত চায় টিআই ইউকে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের বিষয়ে তদন্তে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে যুক্তরাজ্য ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ইউকে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

এতে টিআই ইউকের প্রধান নির্বাহী ড্যানিয়েল ব্রুস বলেন, যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের বিষয়ে প্রয়োজনে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সিকে তদন্তে --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk